প্রথম অধ্যায়

নাট্যের উৎপত্তি

নমস্ক্রিয়া

১। প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহমহেশ্বরৌ।
নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্॥

যে নাট্যশাস্ত্র ব্রহ্মা বলেছিলেন তা পিতামহ (ব্রহ্মা) ও মহেশ্বরকে নমস্কার করে বলছি।

ভরতকে মুনিগণের প্রশ্ন

২-৫। সমাপ্তজপ্যং ব্রতিনং স্বসুতৈঃ পরিবারিতম্।
অনধ্যায়ে কদাচিত্তু ভরতং নাট্যকোবিদম্॥
মুনয়ঃ পর্য্যুপাস্যৈনমাত্রেয়প্রমুখাঃ পুরা।
পপ্রচ্ছুস্তে মহাত্মানো নিয়তেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ॥
যোঽয়ং ভগবতা সম্যগ্‌ গ্রথিতো বেদসংমিতঃ।
নাট্যবেদঃ কথং ব্রহ্মন্নুৎপন্নঃ কস্য বা কৃতে॥
কত্যংগঃ কিংপ্রমাণশ্চ প্রয়োগশ্চাস্য কীদৃশঃ।
সর্বমেতদ্‌ যথাতত্ত্বং ভগবন্‌ বক্তুমর্হসি॥

এক সময়ে প্রাচীনকালে আত্রেয়াদি জিতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত মহাত্মা মুনিগণ ধর্মনিষ্ঠ নাট্যবিশারদ তপস্বী ভরতের নিকট অধ্যয়ন বিরতিকালে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন তিনি জপ সেরে পুত্রগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন। মুনিগণ তাঁর উপাসনা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রহ্মন্, বেদসদৃশ যে নাট্যবেদ ভগবান্ যথাযথভাবে রচনা করেছেন তা কি করে উদ্ভূত হয়েছিল? এটি কার জন্য অভিপ্রেত, এর কয়টি অঙ্গ, কি তার পরিসর এবং কি করে তার প্রয়োগ হয়? এই সব তত্ত্বানুসারে আমাদেরকে বলুন।

ভরতের উত্তর

৬। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভরতো মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং নাট্যবেদকথাং প্রতি॥

তারপর সেই মুনিগণের ঐ কথা শুনে ভরত মুনি নাট্যবেদ সম্বন্ধে উত্তর দিলেন।

৭-১২। ভবদ্ভিঃ শুচিভির্ভূত্বা তথাঽবহিতমানসৈঃ।
শ্রূয়তাং নাট্যবেদস্য সম্ভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ॥
পূর্বং কৃতযুগে বিপ্রাঃ বৃত্তে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ত্রেতাযুগেঽথ সংপ্রাপ্তে মনোর্বৈবস্বতস্য চ॥
গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্তে তু কামলোভবশং গতে।
ঈর্ষ্যাক্রোধাভিসংমূঢে লোকে সুখিতদুঃখিতে॥
দেবদানবগন্ধর্বযক্ষরক্ষো মহোরগৈঃ।
জম্বুদ্বীপে সমাক্রান্তে লোকপালপ্রতিষ্ঠিতে॥
মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।
ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ॥
ন বেদ ব্যবহারোঽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্॥

শুদ্ধ ও মনোযোগী হয়ে ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত নাট্যবেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনুন। হে ব্রাহ্মণগণ, পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যখন সত্যযুগ অতিক্রান্ত হল এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হল এবং জনগণ ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হয়ে কাম ও লোভের বশবর্তী হল, ঈর্ষা ও ক্রোধান্বিত হল; দুঃখের সঙ্গে মিশ্রিত সুখ পেল এবং লোকপালগণকর্তৃক রক্ষিত জম্বুদ্বীপ[১] দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস এবং উরগ (সর্প) পূর্ণ হল, তখন মহান ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মাকে বললেন—আমরা এমন একটি আনন্দদায়ক বস্তু চাই যা (যুগপৎ) শ্রব্য ও দৃশ্য। যেহেতু বেদচর্চা শূদ্রগণের শ্রবণযোগ্য নয়, সেইজন্য অপর একটি পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন যা সকল বর্ণের উপযোগী।

---

১. পৃথিবী সপ্তদ্বীপা বলে কথিত ছিল। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ অন্যতম; ভারতবর্ষ এর অন্তর্গত।

১৩। এবমস্ত্বিতি তানুক্ত্বা দেবরাজং বিসৃজ্য চ।
সস্মার চতুরো বেদান্ যোগমাস্থায় তত্ত্ববিৎ ॥

তিনি তাঁদেরকে তথাস্তু বলে দেবরাজকে বিদায় দিয়ে যোগস্থ[১] হয়ে চতুর্বেদ স্মরণ করলেন।

১৪-১৫। ধর্ম্যমর্থ্যং যশস্যং চ সোপদেশং সসংগ্রহম্।
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম্ ॥
সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্প প্রদর্শকম্।
নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্ ॥

(তারপর তিনি ভাবলেন)—আমি ইতিহাস নিয়ে পঞ্চম নাট্যবেদ সৃষ্টি করবো, যা ধর্ম, অর্থ ও যশলাভের উপায়, যাতে সদুপদেশ ও (পরম্পরাগত নীতির) সংগ্রহ থাকবে, যা ভবিষ্যতে মানুষের সকলকর্মে পথপ্রদর্শক হবে, যা সর্বশাস্ত্রের অর্থযুক্ত এবং যা হবে সকল শিল্পের প্রদর্শক।

১৬। এবং সংকল্প্য ভগবান্ সর্ববেদাননুস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥

তারপর এইরূপ সংকল্প করে ভগবান্ সকল বেদের স্মরণ পূর্বক চার বেদ ও অঙ্গ[২] থেকে উদ্ভুত নাট্যবেদ সৃষ্টি করেছিলেন।

১৭-১৮। জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥
বেদোপবেদৈঃ সংবদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা সর্ববেদিনা ॥

তিনি ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্যবস্তু, সামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় ও অথর্ববেদ থেকে রসসমূহ নিয়েছিলেন। এইভাবে সর্বজ্ঞ ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক বেদ উপবেদের[৩] দ্বারা নিবদ্ধ নাট্যবেদ সৃষ্ট হয়েছিল।

---

১. চিত্তবৃত্তিনিরোধ (পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র)।

২. এখানে অঙ্গ শব্দে বোধ হয় উপবেদকে বোঝায়। ১৮ শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩. উপবেদ চারটি—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ (সঙ্গীতবিদ্যা) ও স্থাপত্য। এইগুলি যথাক্রমে চার বেদের সঙ্গে যুক্ত।

১৯-২০। উৎপাদ্য নাট্যবেদং তু প্রাহ শক্রং পিতামহঃ।
ইতিহাসো ময়া সৃষ্টঃ স সুরেষু নিযুজ্যতাম্ ॥
কুশলা যে বিদগ্ধাশ্চ প্রগল্ভাশ্চ জিতশ্রমাঃ।
তেম্বয়ং নাট্যসংজ্ঞো হি বেদঃ সংক্রাম্যতাং ত্বয়া ॥

নাট্যবেদ সৃষ্টি করে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন—আমি ইতিহাস রচনা করেছি। তা দেবগণের মধ্যে প্রযুক্ত হোক। এই নাট্যবেদ তাঁদের মধ্যে প্রবর্ত্তন করুন, যাঁরা কৌশলী, বিজ্ঞ, প্রগল্ভবাক্ ও কঠোর শ্রমে অভ্যস্ত।

২১-২২। তচ্ছ্রুত্বা বচনং শক্রো ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্ ॥
গ্রহণে ধারণে জ্ঞানে প্রয়োগে চাস্য সত্তম।
অশক্তা ভগবন্ দেবা ন যোগ্যা নাট্যকর্মসু ॥

ব্রহ্মার এই কথা শুনে ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে প্রণাম করে পিতামহকে উত্তরে বললেন—হে সজ্জন শ্রেষ্ঠ ভগবন্, দেবগণ একে গ্রহণ ও রক্ষা করতে সক্ষম নন, একে বুঝতে ও প্রয়োগ করতেও অক্ষম; তাঁরা নাট্য কর্মে যোগ্য নন।

২৩। য ইমে বেদগুহ্যজ্ঞা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
এতেঽস্য গ্রহণে শক্তাঃ প্রয়োগে ধারণে তথা ॥

এই যে ঋষিগণ বেদসমূহের রহস্য জানেন এবং ব্রত সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা এই (নাট্যবেদ) বুঝতে, রক্ষা ও প্রয়োগ করতে সক্ষম।

ব্রহ্মার আদেশ ও ভরতের পুত্রগণের প্রতি উপদেশ

২৪। শ্রুত্বা তু শক্রবচনং মামাহাম্বুজসম্ভবঃ।
ত্বং পুত্রশতসংযুক্তঃ প্রয়োক্তাৎস্য ভবানঘ ॥

ইন্দ্রের কথা শুনে পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) আমাকে বললেন্—হে অপাপবিদ্ধ (ভরত) একশত পুত্রসহ এই (নাট্যবেদের) আপনি প্রয়োগ করুন।

২৫। আজ্ঞাপিতো বিদিত্বাহং নাট্যবেদং পিতামহাৎ।
পুত্রানধ্যাপয়ামাস প্রয়োগং চাস্য তত্ত্বতঃ ॥

ভরতের শতপুত্রের নাম

এইরূপে আদিষ্ট হয়ে আমি ব্রহ্মার কাছে নাট্যবেদ শিখে তোমার পুত্রদের পড়িয়েছি এবং এর যথাযথ প্রয়োগ শিখিয়েছি।

২৬-৩৯ (ক)। শাণ্ডিল্যং চাপি বাৎস্যং চ কোহলং দত্তিলং তথা।
জটিলাম্বষ্টকৌ চৈব তণ্ডুমগ্নিশিখং তথা॥
সৈন্ধবং সপুলোমানং শাত্‌বলিং বিপুলং তথা।
কপিঞ্জলং বাদরিং চ যমধূম্রায়ণৌ তথা॥
জম্বুধ্বজং কাকজঙ্ঘং স্বর্ণকং তাপসং তথা।
কেদারিং শালিকর্ণং চ দীর্ঘগাত্রং চ শালিকম্‌॥
কৌৎসং তাণ্ডায়নিং চৈব পিংগলং চিত্রকংতথা।
বন্ধুলং ভল্লকং চৈব মুষ্টিকং সৈন্ধবায়নম্‌॥
তৈতিলং ভার্গবং চৈব শুচিং বহুলমেব চ।
অবুধং বুধসেনং চ পাণ্ডুকর্ণং সকেরলম্‌॥
ঋজুকং মণ্ডকং চৈব শম্বরং বঞ্জুলং তথা।
মগধং সরলং চৈব কর্ত্তারং চোগ্রমেব চ॥
তুষারং পার্ষদং চৈব গৌতমং বাদরায়ণম্‌।
বিশালং শবলং চৈব সুনাভং মেষমেব চ॥
কালিয়ং ভ্রমরং চৈব তথা পীঠমুখং মুনিম্‌।
নখকুট্টাশ্মকুট্টৌ চ ষট্‌পদং সোত্তমং তথা॥
পাদুকোপানহৌ চৈব শ্রুতিং চাষস্বরং তথা।
অগ্নিকুণ্ডাজ্যকুণ্ডৌ চ বিতাণ্ড্যং তাণ্ড্যমেব চ॥
কর্ত্তরাক্ষং হিরণ্যাক্ষং কুশং দুঃষহং তথা।
লাজং ভয়ানকং চৈব বীভৎসং সবিচক্ষণম্‌॥
পুণ্ড্রাক্ষং পুণ্ড্রনাশং চ অসিতং সিতমেব চ।
বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাজিহ্বং শালঙ্কায়ণমেব চ॥
শ্যামায়নং মাঠরং চ লোহিতাঙ্গং তথৈব চ।
সংবর্ত্তকং পঞ্চশিখং ত্রিশিখং শিখমেব চ॥

শঙ্খবর্ণমুখং ষণ্ডং শংকুকর্ণমথাপি চ।
শক্রনেমিং গভস্তিং চাপ্যংশুমালিং শঠং তথা ॥
বিদ্যুতং শাতজঙ্ঘং চ রৌদ্রং বীরমথাপি চ।

শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, কোহল,[১] দত্তিল,[২] জটিল, অম্বষ্টক, তণ্ডু, অগ্নিশিখ, সৈন্ধব, পুলোমা, শাম্বলী, বিপুল, কপিঞ্জল, বাদরি, যম, ধূম্রায়ণ, জম্বুধ্বজ, কাকজংঘ, স্বর্ণক, তাপস, কেদারি, শালিকর্ণ, দীর্ঘগাত্র, শালিক, কৌৎস, তাণ্ডায়নি, পিঙ্গল, চিত্রক, বন্ধুল, ভল্লক, মুষ্টিক, সৈন্ধবায়ন, তৈতিল, ভার্গব, শুচি বহুল, অবুধ, বুধসেন, পাণ্ডুকর্ণ, কেরল, ঋজুক, মণ্ডক, সম্বর, বঞ্জুল, মাগধ, সরল, কর্তা, উগ্র, তুষার, পার্ষদ, গৌতম, বাদরায়ণ, বিশাল, শবল, সুনাভ, মেষ, কালিয়, ভ্রমর, পীঠমুখ, মুনি, নখকুট্ট, অশ্মকুট, ষট্‌পদ, উত্তম, পাদুক, উপানৎ, শ্রুতি, চাষস্বর, অগ্নিকুণ্ড, আজ্যকুণ্ড, বিতণ্ড্য, তাণ্ড্য, কর্তরাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, কুশল, দুঃসহ, লাজ, ভয়ানক, বীভৎস, বিচক্ষণ, পুণ্ড্রাক্ষ, পুণ্ড্রনাস, অসিত, সিত, বিদ্যুজ্জিহ্ব, মহাজিহ্ব, শালংকায়ন, শ্যামায়ন, মাঠর, লোহিতাঙ্গ, সংবর্তক, পঞ্চশিখ, ত্রিশিখ, শিখ, শঙ্খবর্ণমুখ, ষণ্ড, শংকুকর্ণ, শক্রনেমি, গভস্তি, অংশুমালি, শঠ, বিদ্যুৎ, শাতজংঘ, রৌদ্র, বীর।[৩]

৩৯ (খ)-৪০। প্রয়োজিতং পুত্রশতং যথাভূমিবিভাগশঃ।
যো যস্মিন্ কর্মণি যথা যোগ্যস্তস্মিন্ স যোজিতঃ ॥

ব্রহ্মার আদেশে এবং লোকের উপকারার্থে শত পুত্রকে ভূমিকার বিভাগ অনুসারে নিযুক্ত করেছি। যে যে কাজের যোগ্য তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

---

১. অভিনবগুপ্ত অনেক স্থলে এঁর মতের উল্লেখ করেছেন এবং এঁর রচিত নাট্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব, শারদাতনয় প্রভৃতি অনেক পরবর্তী লেখক কোহলকে নাট্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রামাণ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

২. শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকরে' (স্বরগতাধ্যায় ১।১৫-২১) সঙ্গীতবিশারদরূপে দত্তিলের উল্লেখ আছে। 'দত্তিলম্' নামক সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

৩. গণনায় সংখ্যা এক শ'র বেশী হয়। সুতরাং, কোন কোন শব্দ নামের বিশেষণ হওয়া সম্ভব ; যেমন অবুধ বুধসেন দুটি পৃথক্ নাম না হয়ে অবুধ বুধসেনের বিশেষণ হতে পারে।

বৃত্তিত্রয়

৪১। ভারতীং সাত্বতীং চৈব বৃত্তিমারভটীং তথা।
সমাশ্রিতঃ প্রয়োগস্তু প্রযুক্তো বৈ ময়া দ্বিজাঃ ॥

হে দ্বিজগণ, আমি ভারতী, সাত্বতী, ও আরভটী বৃত্তি[১] আশ্রিত নাট্যানুষ্ঠান প্রয়োগ করেছি।

৪২-৪৩ (খ)। পরিগৃহ্য প্রণম্যাথ ব্রহ্মা বিজ্ঞাপিতো ময়া।
অথাহ মাং সুরগুরুঃ কৈশিকীমপি যোজয় ॥
যচ্চ তস্যাঃ ক্ষমং দ্রব্যং তদ্ ব্রূহি দ্বিজসত্তম।

তারপর ব্রহ্মাকে নমস্কার করে তাঁকে (আমার কাজ সম্বন্ধে) জানালাম। তখন দেবগুরু (ব্রহ্মা) কৈশিকী[২] বৃত্তিও প্রয়োগ করতে আমাকে বললেন। তিনি আরও বললেন হে ব্রাহ্মণ, তার প্রবর্ত্তনোপযোগী উপযুক্ত উপাদানের নাম বলুন।

৪৩ (খ)-৪৫। এবং তেনাস্ম্যভিহিতঃ প্রত্যুক্তশ্চ ময়া প্রভুঃ ॥
দীয়তাং ভগবন্ দ্রব্যং কৈশিক্যাঃ সংপ্রয়োজকম্।
মৃদ্বঙ্গহারসংযুক্তা রসভাবক্রিয়াত্মিকা ॥
দৃষ্টা ময়া ভগবতো নীলকণ্ঠস্য নৃত্যতঃ।
কৈশিকী শ্লক্ষ্নেপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা ॥

তৎ কর্ত্তৃক এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি প্রভুকে উত্তর দিলাম—হে ভগবন্, কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগে আবশ্যক উপাদান দিন। ভগবান্ শিবের নৃত্য থেকে তাঁর শৃঙ্গাররসসম্ভূত কৈশিকীবৃত্তি আমি দেখেছি; এতে থাকে মনোরমবেশ কোমল অঙ্গহার[৩] এবং এর আত্মা রস, ভাব[৪] ও ক্রিয়া।

---

১. বৃত্তিগুলি যথাক্রমে ভরত, সাত্বত ও অরভট নামক উপজাতিদের নাম থেকে উদ্ভূত বলে কেউ কেউ মনে করেন।

২. কারও কারও মতে, কেশিকনামক উপজাতির নাম থেকে এই বৃত্তির নাম হয়েছে।

৩. দ্রঃ ৪. ১৬ থেকে।

৪. বিস্তৃত বিবরণ সপ্তমাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কৈশিকীবৃত্তির জন্য অপ্সরা সৃষ্টি

৪৬-৪৭ (ক)। ন শক্যা পুরুষৈঃ সাধু প্রয়োক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে।
তেতোঽসৃজন্ মহাতেজা মনসোঽপ্সরসো বিভুঃ ॥
নাট্যালংকারচতুরাঃ প্রাদান্ মহ্যং প্রয়োগতঃ।

এই বৃত্তি নারী ব্যতিরেকে পুরুষ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। তাই মহা তেজস্বী প্রভু (ব্রহ্মা) তাঁর মন থেকে নাট্যশোভা[১] নিপুণ অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করে নাট্যানুষ্ঠানে (সাহায্যের জন্য) আমাকে দিলেন।

৪৭ (খ)-৫০ (ক)। মঞ্জুকেশীং সুকেশীং চ মিশ্রকেশীং সুলোচনাম্ ॥
সৌদামিনীং দেবদত্তাং দেবসেনাং মনোরমাম্।
সুদতীং সুন্দরীং চৈব বিদগ্ধাং বিবুধাং তথা ॥
সুমালাং সন্ততিং চৈব সুনন্দাং সুমুখীং তথা।
মাগধীমর্জুনীং চৈব সরলাং কেরলাং ধৃতিম্ ॥
নন্দাং সুপুষ্কলাং চৈব কলভাং চৈব মে দদৌ।

মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী, সুলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, সুদতী, সুন্দরী, বিদগ্ধা, সুমালা, সন্ততি, সুনন্দা, সুমুখী, মাগধী, অর্জুনী, সরলা, কেরলা, ধৃতি, নন্দা, সুপুষ্কলা ও কলভাকে আমায় দিলেন।

ভরতের সাহায্যার্থে স্বাতি ও নারদের নিয়োগ

৫০ (খ) ৫১ (ক)। স্বাতির্ভাণ্ডনিযুক্তস্তু সহ শিষ্যৈঃ স্বয়ম্ভুবা ॥
নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ।

স্বয়ংভূ (ব্রহ্মা) কর্তৃক সশিষ্য স্বাতি বাদ্যযন্ত্র বাজাবার জন্য এবং নারদাদি স্বর্গীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ গান[২] করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পুনরায় ভরত-ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার

৫১ (খ)-৫৩ (ক)। এবং নাট্যমিদং সম্যগ্ বুধ্বা সর্বৈঃ সুতৈঃ সহ ॥
স্বাতিনারদসংযুক্তো বেদবেদাঙ্গকারণম্।

---

১. নাট্যালংকার (২৪. ৪-৫) বোঝাতে পারে।

২. অভিনবগুপ্তের মতে, এর দ্বারা তারের বাদ্য ও বাঁশী বাজান বোঝায়।

উপস্থিতোঽহং লোকেশং প্রযোগার্থং কৃতাঞ্জলিঃ ॥
নাট্যস্য গ্রহণং প্রাপ্তং ব্রূহি কিং করবাণ্যহম্।

এইভাবে বেদসমূহও তাদের অঙ্গ থেকে উদ্ভূত নাট্যকলা সম্পূর্ণরূপে শিখে আমি পুত্রগণ এবং স্বাতি ও নারদ সহ করযোড়ে লোকেশ্বর (ব্রহ্মার) নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, "নাট্যকলা অধিগত হয়েছে, বলুন আমি (এখন) কি করব।"

৫৩ (খ)-৫৫ (ক)। এতত্তু বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহঃ ॥
মহানয়ং প্রয়োগস্য সময়ঃ সমুপস্থিতঃ।
অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রস্য প্রবর্ত্ততে ॥
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্।

এই কথা শুনে ব্রহ্মা উত্তরে বললেন—নাট্যানুষ্ঠানের অতীব উপযোগী সময় উপস্থিত হয়েছে। এই ইন্দ্রধ্বজ উৎসব[১] শুরু হয়েছে, এখন এই উপলক্ষ্যে নাট্যবেদ প্রয়োগ করুন।

৫৫ (খ) ৫৮ (ক)। ততস্তস্মিন্ ধ্বজমহে নিহতাসুরদানবে ॥
প্রহৃষ্টামরসংকীর্ণে মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে।
নান্দীকৃতা ময়া পূর্বমাশীর্বচনসংযুতা ॥
অষ্টাঙ্গপদসংযুক্তা বিচিত্রা দেবসংমতা।
তদন্তেঽনুকৃতির্বদ্ধা যথা দৈত্যাঃ সুরৈর্জিতাঃ ॥
সংফেটবিদ্রবকৃতা ছেদ্যভেদ্যাহবাত্মিকা।

তারপর ইন্দ্রের সেই ইন্দ্রধ্বজ (নামক) আনন্দিত দেবগণ পূর্ণ বিজয়োৎসবে, যাতে অসুর ও দানব নিহত হয়েছিল, আমি অষ্টাঙ্গ পদযুক্ত, বিচিত্র ও দেবপ্রিয় আশীর্বাণী সম্বলিত নান্দী (উচ্চারণ) করেছিলাম। তারপর সেই অবস্থার অনুকরণ করা হয়েছিল যাতে দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েছিল ; এতে ক্রোধপূর্ণ সংঘর্ষ, পলায়ন, অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গভেদ এবং যুদ্ধ অভিনীত হয়েছিল।

---

১. ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে দ্বাদশী তিথিতে হত।

২. পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৫৮ (খ)-৬১। ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রয়োগপরিতোষিতাঃ ॥
প্রদদুর্হৃষ্টমনসঃ সর্বোপকরণানি নঃ।
প্রীতস্তু প্রথমং শক্রো দত্তবান্ স্বধ্বজং শুভম্ ॥
ব্রহ্মা কুটিলকং চৈব ভৃঙ্গারং বরুণস্তথা।
সূর্য্যশ্ছত্রং শিবঃ সিদ্ধিং বায়ুর্ব্যজনমেব চ ॥
বিষ্ণুঃ সিংহাসনং চৈব কুবেরো মুকুটং তথা।
শ্রাব্যত্বং প্রেক্ষণীয়স্য দদৌ দেবী সরস্বতী ॥

তারপর অভিনয়ে প্রীত ব্রহ্মা ও অন্যান্য হৃষ্ট চিত্ত দেবগণ নানাবিধ দ্রব্য আমাদেরকে[১] দান করেছিলেন। প্রথমে সন্তুষ্ট ইন্দ্র নিজস্ব শুভধ্বজা, ব্রহ্মা একটি কুটিলক[২] এবং বরুণ একটি স্বর্ণভৃঙ্গার (গাড়ু), সূর্য্য একটি ছত্র, শিব সিদ্ধি, বায়ু একটি ব্যজন, বিষ্ণু একটি সিংহাসন, কুবের মুকুট এবং সরস্বতী দ্রষ্টব্য (অভিনয়ের) শ্রব্যত্ব দিয়েছিলেন।

৬২-৬৩। শেষা যে দেবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
তস্মিন্ সদস্যতিপ্রীতা নানাজাতিগুণাশ্রয়ান্ ॥
অংশাংশৈর্ভাষিতান্ ভাবান্ রসান্ রূপং ক্রিয়াবলম্।
দত্তবন্তঃ প্রহৃষ্টাস্তে মৎসুতেভ্যো দিবৌকসঃ ॥

সেই সভায় (উপস্থিত) অন্যান্য স্বর্গবাসী দেবগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ও পন্নগ (সর্প) গণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে আমার পুত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার উপযোগী বিবিধ গুণযুক্ত বাক্য, ভাব, রস, আকৃতি, অঙ্গসঞ্চালন, বল দিয়েছিলেন।

---

১. নাট্যানুষ্ঠানে দর্শকগণ অভিনেতাদেরকে পারিতোষিক দিতেন। প্রাচীনকাল থেকে এই রীতি প্রচলিত ছিল।

২. রঙ্গমঞ্চে বিশেষ এক প্রকার গতি (দ্রঃ M. Williams-এর SKI.—Eng. dictionary) কিন্তু, পূর্বে ও পরে বিবিধ দ্রব্যের উল্লেখ আছে বলে এখানে উক্ত অর্থ প্রযোজ্য মনে হয় না। ১৩শ অধ্যায়ের ১৪৩-১৪৪ শ্লোকে বিদূষকের হস্তে কুটিলক ধারণের কথা আছে। ২৩ অধ্যায়ের ১৬৭-১৭০ দণ্ডকাষ্ঠের (লাঠি) উল্লেখ আছে। বিদূষক কর্তৃক বাঁকা লাঠি (ভুজঙ্গমকুটিল দণ্ডকাষ্ঠ) নেওয়ার উল্লেখ আছে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে (৪. ১৫০, ১৬০, বম্বেসং, ১৮৮৯)। এই সব কারণে কুটিলক শব্দের অর্থ বক্রাকৃতি যষ্টি বলে ধরে নেওয়া যায়।

দৈত্যগণের ক্রোধ

৬৪-৬৫। এবং প্রয়োগে প্রারব্ধে দৈত্যদানবনাশনে।
অভবন্ ক্ষুভিতাঃ সর্বে দৈত্যাঃ যে তত্র সংগতাঃ॥
বিরূপাক্ষপুরোগাংস্তু বিঘ্নান্ প্রোৎসাহ্য তেঽব্রুবন্।
নেত্থমীক্ষামহে নাট্যমেতদাগম্যতামিতি॥

দৈত্যদানবের বধবিষয়ক অভিনয় এরূপে আরম্ভ হলে সেখানে উপস্থিত সকল দৈত্য ক্ষুব্ধ হয়ে বিরূপাক্ষপ্রমুখ বিঘ্নসমূহের প্ররোচনায় বলল—এভাবে এই-নাট্যানুষ্ঠান আমরা দেখব না, চলে এস।

৬৬। ততস্তৈরসুরৈঃ সার্ধং বিঘ্না মায়ামুপাশ্রিতাঃ।
বাচশ্চেষ্টাং স্মৃতিং চৈব স্তংভয়ন্তিস্ম নৃত্যতাম্॥

তারপর সেই অসুরগণসহ বিঘ্নসমূহ মায়া (ইন্দ্রজাল) অবলম্বন করে নৃত্যপরায়ণ (অভিনেতাদের) বাক্য, ক্রিয়া ও স্মৃতিশক্তি অবশ করে দিল।

৬৭-৬৮। তথা বিধ্বংসনং দৃষ্ট্বা তত্র তেষাং স দেবরাট্।
কস্মাৎ প্রয়োগবৈষম্যমিত্যুক্ত্বা ধ্যানমাবিশৎ॥
অথাপশ্যৎ সদো বিঘ্নৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্।
সহেতরৈঃ সূত্রধরং নষ্টসংজ্ঞং জড়ীকৃতম্॥

সেখানে তাদের সেই ধ্বংসাত্মক কার্য দেখে ইন্দ্র কেন অনুষ্ঠান বৈষম্য হল—এই বলে ধ্যানস্থ হলেন। তারপর তিনি দেখলেন যে, চতুর্দিকে সভা বিঘ্নসমূহ পরিবেষ্টিত হয়েছে, অন্যান্য ব্যক্তিসহ সূত্রধার অজ্ঞান ও অবশ হয়ে গেছেন।

৬৯-৭০। উত্থায় ত্বরিতং শক্রো গৃহীত্বা ধ্বজমুত্তমম্।
সর্বরত্নোজ্জ্বলতনুঃ কোপাদুদ্বৃত্তলোচনঃ॥
রংগপীঠগতান্ বিঘ্নানসুরাংশ্চৈব দেবরাট্।
জর্জরীকৃতদেহাংস্তানকরোজ্জর্জরেণ সঃ॥

তারপর ক্রোধে ঘূর্ণিতনয়ন, সকল উজ্জ্বল রত্নে বিভূষিতদেহ ইন্দ্র উত্তম ধ্বজা নিয়ে জর্জর[১] দিয়ে রঙ্গমঞ্চে বিচরণকারী অসুর ও বিঘ্নসমূহের শরীর চূর্ণ করে দিলেন।

---

১. ইন্দ্রের পতাকা।

৭১-৭৩ (ক)। গতেষু তেষু বিঘ্নেষু সর্বেষু সহ দানবৈঃ।
সংপ্রহৃষ্য ততো বাক্যমাহুঃ সর্বে দিবৌকসঃ॥
অহো প্রহরণং দিব্যমিদমাসাদিতং ত্বয়া।
নাট্যবিধ্বংসিনঃ সর্বে যেন তে জর্জরীকৃতাঃ॥
তস্মাজ্ জর্জর ইত্যেব নামতোঽয়ং ভবিষ্যতি।

তারপর দানবগণসহ সেই বিঘ্নসমূহ দূর হলে সকল স্বর্গবাসী আনন্দিত হয়ে বললেন—অহো আপনি এই দিব্যাস্ত্র লাভ করেছেন যা দিয়ে নাটকের সকল ধ্বংসকারিগণ জর্জর হয়েছে। অতএব, এর নাম হবে জর্জর।

৭৩ (খ)-৭৫ (ক)। [সের্ষ্যা] যে চৈব হিংসার্থমুপযাস্যন্তি বিঘ্নকাঃ।
দৃষ্ট্বৈব জর্জরং তেঽপি গমিষ্যন্ত্যেবমেব তু।
এবমেবাস্ত্বিতি ততঃ শক্রঃ প্রোবাচ তান্ সুরান্॥
রক্ষাভূতশ্চ সর্বেষাং ভবিষ্যত্যেষ জর্জরঃ।

যে (ঈর্ষ্যাপরায়ণ) বিঘ্নসমূহ (অভিনেতাদের) হিংসা করতে উপস্থিত হবে তারাও জর্জরকে দেখেই এরূপে চলে যাবে। তারপর ইন্দ্র সেই দেবগণকে বললেন—এরূপই হোক; এই জর্জর হবে সকলের রক্ষক।

৭৫ (খ)-৭৬ (ক)। প্রয়োগে প্রস্তুতে হ্যেবং স্ফীতে শক্রমহে পুনঃ॥
ত্রাসং সঞ্জনয়ন্তি স্ম বিঘ্না [সের্ষ্যা] স্তু নৃত্যতাম্।

যখন নাট্যানুষ্ঠান এভাবে প্রস্তুত হল এবং ইন্দ্রের উৎসব পুরোদমে চলল তখন (ঈর্ষ্যাপরায়ণ) বিঘ্নসমূহ নৃত্যপরায়ণ (অভিনেতাদের) ভয় উৎপাদন করল।

৭৬ (খ)-৭৮ (ক)। দৃষ্ট্বা তেষাং ব্যবসিতং মদর্থে বিপ্রকারজম্॥
উপস্থিতোঽহং ব্রহ্মাণং সুতৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতঃ।
নিশ্চিতা ভগবন্ বিঘ্না নাট্যস্যাস্য বিনাশনে॥
অতো রক্ষাবিধিং সম্যগাজ্ঞাপয় সুরেশ্বর।

আমার পক্ষে অপমানজনক তাদের এই প্রচেষ্টা দেখে আমি পুত্রগণসহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলাম (এবং বললাম)—হে দেবোত্তম ভগবান্ (ব্রহ্মা) এই নাট্যানুষ্ঠান নষ্ট করতে বিঘ্নসমূহ বদ্ধপরিকর; সুতরাং এর রক্ষার উপায় সম্বন্ধে (আমাকে) আদেশ করুন।

৭৮ (খ)-৭৯ (ক)। ততঃ স বিশ্বকর্মাণং ব্রহ্মোবাচ প্রযত্নতঃ ॥
কুরু লক্ষণসম্পন্নং নাট্যবেশ্ম মহামতে।

তারপর ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে বললেন—হে মহামতি, সযত্নে (উত্তম) লক্ষণ সমন্বিত একটি রঙ্গালয় নির্মাণ করুন।

৭৯ (খ)-৮০। কৃত্বা যথোক্তমেবং তু গৃহং পদ্মোদ্ভবাজ্ঞয়া ॥
প্রোক্তবান্ দ্রুহিণং গত্বা সভায়াং তু কৃতাঞ্জলিঃ।
সজ্জং নাট্যগৃহং দেব তদবেক্ষিতুমর্হসি ॥

পদ্মযোনি (ব্রহ্মার) আদেশে নির্দিষ্ট প্রকার রঙ্গালয় নির্মাণ করে তিনি ব্রহ্মার সভায় গিয়ে করযোড়ে তাঁকে বললেন—হে দেব, রঙ্গালয় সজ্জিত হয়েছে, এটি দেখুন।

৮০-৮৮ (ক)। ততঃ সহ মহেন্দ্রেণ সুরৈঃ সর্বৈশ্চ সেতরৈঃ।
অগচ্ছন্ ত্বরিতো দ্রষ্টুং দ্রুহিণোনাট্যমণ্ডপম্ ॥
দৃষ্ট্বা নাট্যগৃহং ব্রহ্মা প্রাহ সর্বান্ সুরাংস্ততঃ।
অংশভাগৈর্ভবদ্ভিস্তু রক্ষ্যোয়ং নাট্যমণ্ডপঃ ॥
রক্ষণে মণ্ডপস্যাথ বিনিযুক্তস্তু চন্দ্রমা।
লোকপালাস্তথা দিক্ষু বিদিক্ষ্বপি চ মারুতাঃ ॥
নেপথ্যভূমৌ মিত্রস্তু নিক্ষিপ্তো বরুণোঽম্বরে।
বেদিকারক্ষণে বহ্নির্ভাণ্ডে সর্বে দিবৌকসঃ ॥
বর্ণাশ্চত্বার এবাথ স্তংভেষু বিনিযোজিতাঃ।
আদিত্যাশ্চৈব রুদ্রাশ্চ স্থিতাঃ স্তংভান্তরেষ্বথ ॥
ধারণীষু স্থিতা ভূতাঃ শালাস্বপ্সরসস্তথা।
সর্ববেশ্মসু যক্ষিণ্যো মহীপৃষ্ঠে মহোদধিঃ ॥
দ্বারশালানিযুক্তস্তু কৃতান্তঃ কাল এব চ।
স্থাপিতৌ দ্বারপার্শ্বে তু নাগমুখ্যৌ মহাবলৌ ॥
দেহল্যাং যমদণ্ডস্তু শূলং চোপরি সংস্থিতম্।

তারপর ইন্দ্র ও অন্য সকল দেবগণ সহ ব্রহ্মা শীঘ্র রঙ্গালয় দেখতে গেলেন। পরে রঙ্গালয় দেখে ব্রহ্মা সকল দেবতাকে বললেন—বিভিন্ন অংশ গ্রহণকারী

আপনাদের দ্বারা রঙ্গালয়টি রক্ষণীয়। চন্দ্র মণ্ডপ, লোকপালগণ দিকসমূহ মরুদগণ চারটি কোণ, বরুণ ভিতরের শূন্যস্থান, মিত্র নেপথ্যগৃহ, বরুণ আকাশ অগ্নি রঙ্গমঞ্চ, সকল দেবতা বাদ্যযন্ত্রসমূহ এবং চতুর্বর্ণ স্তম্ভসমূহ, আদিত্য ও রুদ্রগণ স্তম্ভসমূহের অন্তরালবর্ত্তী স্থান, ভূতগণ ধারণী[১], অপ্সরাগণ এর প্রকোষ্ঠগুলি, যক্ষিণীগণ সম্পূর্ণ বাড়ী, সমুদ্রদেবতা জমি, যম দরজা, দুইটি মহাশক্তিশালী নাগরাজ (অনন্ত ও বাসুকি) দুইটি কপাট, যমদণ্ড চৌকাঠ, (শিবের) ত্রিশূল দরজার অগ্রভাগ রক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন।

৮৮ (খ)-৯৩ (ক)। দ্বারপালৌ স্থিতৌ চোভৌ নিয়তির্মৃত্যুরেব চ।
পার্শ্বে তু রঙ্গপীঠস্য মহেন্দ্রঃ স্থিতবান্ স্বয়ম্।
স্থাপিতা মত্তবারণ্যাং বিদ্যুদ্ দৈত্যনিষূদনী॥
স্তংভেষু মত্তবারণ্যাঃ স্থাপিতা পরিপালনে।
ভূতা যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ গুহ্যকাশ্চ মহাবলাঃ॥
জর্জরে চৈব নিক্ষিপ্তং বজ্রং দৈত্যনিবর্হণম্।
তৎপর্বসু বিনিক্ষিপ্তাঃ সুরেন্দ্রা হ্যমিতৌজসঃ॥
শিরঃ পর্বাস্থিতো ব্রহ্মা দ্বিতীয়ে শংকরস্তথা।
তৃতীয়ে চ স্থিতো বিষ্ণুশ্চতুর্থে স্কন্দ এব চ॥
পঞ্চমে চ মহানাগাঃ শেষবাসুকিতক্ষকাঃ।

নিয়তি ও যম উভয়ে দুই দ্বাররক্ষক এবং ইন্দ্র স্বয়ং রঙ্গমঞ্চের পাশে আছেন। মত্তবারণীতে[২] স্থাপিত হল দৈত্যদলনক্ষম বিদ্যুৎ এবং এর স্তম্ভসমূহের রক্ষার ভার ন্যস্ত হল অতিবলশালী—ভূত, যক্ষ, পিশাচ ও গুহ্যকগণের উপরে। জর্জরে স্থাপিত হল দৈত্যঘ্নবজ্র এবং এর পর্ব (গ্রন্থি বা গিঁট) গুলিতে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী দেবগণ স্থাপিত হলেন। সর্বোপরিস্থ পর্বে স্থাপিত হলেন ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে শিব, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে কার্ত্তিকেয়, পঞ্চমে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই মহানাগগণ।

১. এর আভিধানিক অর্থ সারি বা পংক্তি; এখানে প্রেক্ষকগণের আসন শ্রেণী বোঝাতে পারে।
২. বারান্দা, রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বস্থিত কক্ষ।

৯৩ (খ)-৯৪। এবং বিঘ্নবিনাশায় স্থাপিতা জর্জরে সুরাঃ।
রঙ্গপীঠস্য মধ্যে তু স্বয়ং ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিতঃ
ইত্যর্থং রঙ্গমধ্যে তু ক্রিয়তে পুষ্পমোক্ষণম্॥

এভাবে বিঘ্ননাশের জন্য জর্জরে দেবগণ স্থাপিত হলেন এবং ব্রহ্মা নিজে রঙ্গমঞ্চের মধ্যভাগে অবস্থান করলেন। এই কারণে রঙ্গমধ্যে ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়[১]।

৯৫। পাতালবাসিনো যে চ যক্ষগুহ্যক-পন্নগাঃ।
অধস্তাদ্রঙ্গপীঠস্য রক্ষণে তে নিয়োজিতাঃ।

যক্ষ, গুহ্যক ও পন্নগ (সর্প) প্রভৃতি পাতালবাসিগণ রঙ্গমঞ্চের তলদেশ রক্ষার জন্য নিযুক্ত হলেন।

৯৬। নায়কং রক্ষতীন্দ্রস্তু নায়িকাং তু সরস্বতী।
বিদূষকমথোংকারঃ শেষাস্তু প্রকৃতীর্হরঃ॥

নায়ককে (অর্থাৎ নায়কের অভিনেতাকে) ইন্দ্র, নায়িকাকে সরস্বতী, বিদূষককে ওঁকার, অপর প্রকৃতিসমূহকে (বিভিন্ন ভূমিকার অভিনেতাগণকে) শিব রক্ষা করেন।

৯৭। যান্যেতানি নিযুক্তানি দৈবতানীহ রক্ষণে।
এতান্যেবাধিদৈবানি ভবিষ্যন্তীত্যুবাচ সঃ॥

তিনি বললেন যে, যে সকল দেবতা এখানে রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরাই এর অধিদেবতা।

ব্রহ্মা কর্তৃক বিঘ্নশান্তি

৯৮-৯৯। এতস্মিন্নন্তরে দেবৈঃ সর্বৈরুক্তঃ পিতামহঃ।
সাম্না তাবদিমে বিঘ্নাঃ স্থাপ্যন্তাং বচসা ত্বয়া॥
পূর্ব্বং সাম প্রযোক্তব্যং দ্বিতীয়ং-দানমেব চ।
তয়োরুপরি ভেদস্তু ততো দণ্ডঃ প্রযুজ্যতে॥

১. ৫।৭৪ দ্রষ্টব্য

ইত্যবসরে দেবগণ সকলে ব্রহ্মাকে বললেন—সাম[১] বাক্য দ্বারা বিঘ্নশান্তি করুন। প্রথমে সাম প্রযোজ্য, দ্বিতীয় (উপায়) দান, এই দুটির পরে ভেদ (সৃষ্টি বিধেয়) এবং তারপর দণ্ড প্রযোজ্য।

১০০। দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
কস্মাস্তবন্তো নাট্যস্য বিনাশায় সমুত্থিতাঃ॥

দেবগণের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন—কেন তোমরা নাট্যানুষ্ঠান নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছ ?

১০১-১০৩। ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা বিরূপাক্ষোঽব্রবীদ্বচঃ।
দৈত্যৈর্বিঘ্নগণৈঃ সার্ধং শামপূর্বমিদং ততঃ॥
যোঽয়ং ভগবতা সৃষ্টো নাট্যবেদঃ সুরেচ্ছয়া।
প্রত্যাদেশোঽয়মস্মাকং সুরার্থং ভবতা কৃতঃ॥
তন্নৈতদেবং কর্ত্তব্যং ত্বয়া লোকপিতামহ।
যথা দেবাস্তথা দৈত্যাস্ত্বত্তঃ সর্বে বিনির্গতাঃ॥

তারপর ব্রহ্মার কথা শুনে দৈত্য ও বিঘ্নসমূহের সঙ্গে বিরূপাক্ষ এই সামবাক্য বললেন—দেবগণের অভিপ্রায়ে আপনি এই যে নাট্য দেবগণের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাতে আমাদের লজ্জা দেওয়া হয়েছে। হে (ত্রি) জগতের পিতামহ, আপনার থেকে যেমন দেবগণ তেমন দৈত্যগণ সকলেই নির্গত হয়েছেন ; সুতরাং এ-কাজ এরূপে আপনার করণীয় নয়।

১০৪-১০৫। বিরূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
অলং বো মন্যুনা দৈত্যা বিষাদং ত্যজতানঘাঃ॥
ভবতাং দৈবতানাং চ শুভাশুভবিকল্পকঃ।
কর্মভাবান্বয়াপেক্ষো নাট্যবেদো ময়াকৃতঃ॥

বিরূপাক্ষের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন—হে নিষ্পাপ দৈত্যগণ, তোমাদের ক্রোধের প্রয়োজন কি ? বিষাদ ত্যাগ কর। তোমাদের ও দেবগণের শুভাশুভ যুক্ত কর্ম, ভাব ও বংশানুসারী এই নাট্যবেদ আমি সৃষ্টি করেছি।

১. রাজনীতি বিষয়ক শাস্ত্রে শত্রুগণের প্রতি চারটি উপায় প্রযোজ্য ; যথা—সাম অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া, দান, ভেদ ও দণ্ড। ভেদ শব্দে বোঝায় রাজা ও তাঁর কর্মিগণের বা প্রজাদের মধ্যে বিরোধসৃষ্টি। দণ্ড অর্থাৎ যুদ্ধ, শাস্তি।

নাট্যলক্ষণ

১০৬। নৈকান্ততোঽত্র ভবতাং দেবানাং চাত্র ভাবনম্।
ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্॥

এতে শুধু তোমাদের বা দেবগণের রূপারোপ নেই ; কারণ, নাট্য এই সমগ্র ত্রিভুবনের ভাবের অভিনয়।

১০৭। ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎক্রীড়া ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছমঃ।
ক্বচিদ্ধাস্যং ক্বচিদ্ যুদ্ধং ক্বচিৎকামঃ ক্বচিদ্বধঃ॥

এতে কখনও (অভিনেয়) ধর্ম, কখনও খেলাধূলা, কখনও অর্থ, কখনও শান্তি, কখনও হাসি, কখনও যুদ্ধ, কখনও কাম এবং কখনও হত্যা।

১০৮-১০৯। ধর্মোঽধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া॥
ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যকরণমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি॥

(এতে) যারা অধর্মে প্রবৃত্ত তাদেরকে ধর্ম, যারা কামাসক্ত তাদেরকে কাম, যারা উদ্ধত তাদের শাসন, যারা বিনীত তাদের মধ্যে আত্মসংযম, নিস্তেজ ব্যক্তিকে সাহস, বীর ও মানী লোককে উৎসাহ, মূর্খদেরকে জ্ঞান এবং পণ্ডিতগণকে প্রজ্ঞা (সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়)।

১১০। ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্য্যং দুঃখার্দিতস্য চ।
অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্॥

(এটি) সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বিলাস, দুঃখার্তদেরকে স্থৈর্য্য, অর্থোপজীবীদেরকে অর্থ এবং উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণকে ধৈর্য্য (সম্বন্ধে উপদেশ দেয়)।

১১১-১১২। নানাভাবোপসংপন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥
উত্তমাধমমধ্যানাং নরাণাং কর্মসংশ্রয়ম্।
হিতোপদেশজননং ধৃতিক্রীড়াসুখাদিকৃৎ॥

বিবিধ ভাবযুক্ত, নানা অবস্থার ও মানুষের কর্মের (অনুকরণাত্মক), উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকের কর্মাশ্রিত, মঙ্গলকর উপদেশাত্মক। ধৈর্য, ক্রীড়া ও সুখাদিকারক এই নাট্য আমি সৃষ্টি করেছি।

১১৩। এতদ্রসেষু ভাবেষু সর্ব্বকর্মক্রিয়াসু চ।
সর্বোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥

এই নাট্য-রস, ভাব ও সকল কর্মে সকলের উপদেশজনক হবে।

১১৪-১১৫। দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥
ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্।
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥

এই (নাট্য) সংসারে যারা শোকদুঃখাভিহত, অতিশ্রমকাতর, শোকার্ত ও তপস্বিদের বিশ্রামজনক হবে এবং ধর্মসম্মত, যশপ্রাপক, আয়ুবর্ধক, শুভ বুদ্ধিবর্ধক ও লোকের উপদেশজনক হবে।

১১৬। ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥

এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, ও কলা, বিদ্যা, যোগ বা কর্ম নেই যা এই নাট্যে দৃষ্ট হয় না।

১১৭-১১৮। সর্বশাস্ত্রাণি শিল্পানি কর্মাণি বিবিধানি চ।
অস্মিন্নাট্যে সমেতানি তস্মাদেতন্ময়া কৃতম্ ॥
তন্নাত্র মন্যুঃ কর্ত্তব্যো ভবদ্ভিরমরান্ প্রতি।
সপ্তদ্বীপানুকরণং নাট্যেহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

অতএব এই নাট্য আমি সৃষ্টি করেছি যাতে সকল শাস্ত্র, শিল্প ও বিবিধ কর্মের মিলন হয়েছে। সুতরাং দেবগণের প্রতি তোমাদের ক্রোধ করা সঙ্গত নয়; সপ্তদ্বীপা[১] পৃথিবীর অনুকরণ এই নাট্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১১৯-১২৯ (ক)। বেদবিদ্যেতিহাসানামাখ্যানপরিকল্পনম্।
শ্রুতিস্মৃতিসদাচারপরিশেষার্থ কল্পনম্ ॥
বিনোদজননং লোকে নাট্যেমেতদ্ ভবিষ্যতি।

বেদবিদ্যা, ইতিহাস, আখ্যান, শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং অবশিষ্ট বিষয়ের সাহায্যে পরিকল্পিত এই নাট্য সংসারে আনন্দদায়ক হবে।

১. ৭-১২ শ্লোকের অনুবাদে ১ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১২০ (খ)-১২২ ক) দেবতানামসুরাণাং রাজ্ঞামথ কুটুম্বিনাম্।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে।
যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ॥
সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতঃ নাট্যমিত্যভিধীয়তে।

জগতে দেবতা, অসুর, রাজা ও গৃহস্থের কৃত কর্মের অনুকরণ নাট্য নামে অভিহিত হয়। মানুষের সুখ-দুঃখযুক্ত যে স্বভাব তা অঙ্গাদি (অর্থাৎ আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য্য) অভিনয়ের সহিত যুক্ত হয়ে নাট্য নামে অভিহিত হয়।

১২২ (খ)-১২৪। এতস্মিন্নন্তরে দেবান্ সর্বানাহ পিতামহঃ॥
কুরুধ্বমত্র বিধিবদ্ যজনং নাট্যমণ্ডপে।
বলিপ্রদানৈর্হোমৈশ্চ মন্ত্রৌষধিসমন্বিতৈঃ॥
জপ্যৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ পানৈশ্চ বলিঃ সমুপকল্প্যতাম্।
মর্ত্যলোকগতাঃ সর্বে শুভাং পূজামবাপ্স্যথ॥

ইত্যবসরে ব্রহ্মা সকল দেবতাকে বললেন—এই নাট্যমণ্ডপে যথাবিধি যজ্ঞ করুন। বলিদান, হোম, মন্ত্র, ওষধি, জপ, ভোজ্য ও পানীয় দ্বারা উপচার প্রস্তুত করুন। মর্ত্যলোকে আপনারা সকলে শুভ পূজা পাবেন।

১২৫-১২৬। অপূজয়িত্বা রঙ্গং তু নৈব প্রেক্ষাং প্রবর্ত্তয়েৎ।
অপূজয়িত্বা রঙ্গংতু যঃ প্রেক্ষাং কল্পয়িষ্যতি॥
তস্য তন্নিষ্ফলং জ্ঞানং তির্যগে্ যোনিং চ যাস্যতি।
যজ্ঞেন সংমিতং হ্যেতৎ রঙ্গদৈবতপূজনম্॥

রঙ্গ-পূজা না করে নাট্যানুষ্ঠান করবে না। রঙ্গ-পূজা না করে যে নাট্যানুষ্ঠান করে তার জ্ঞান হয় নিষ্ফল এবং সে নীচশ্রেণীর প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে। রঙ্গের এই দেবতাপূজা[১] যজ্ঞতুল্য।

১২৭। নর্ত্তকোঽর্থপতির্বাপি যঃ পূজাং ন করিষ্যতি।
ন কারয়িষ্যত্যন্যৈর্বা প্রাপ্স্যত্যপচয়ং তু সঃ॥

---

১. দ্রঃ ৩৬।১২

নর্ত্তক বা অর্থপতি (ধনবান পৃষ্ঠপোষক ?) যে পূজা না করে বা অপরকে দিয়ে না করায় সে ক্ষতি প্রাপ্ত হয়।

১২৮। যথাবিধি যথাদৃষ্টং যস্তু পূজাং করিষ্যতি।
স লপ্স্যতে শুভানর্থান্ স্বর্গলোকং চ যাস্যতি ॥

বিধি অনুসারে এবং দৃষ্ট আচার অনুসারে যে পূজা করবে সে মঙ্গল লাভ করবে এবং স্বর্গলোকে যাবে।

১২৯। এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ দ্রুহিণং সহ দৈবতৈঃ।
রঙ্গপূজাং কুরুষ্বেতি মামেবং সমযোজয়ৎ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণ সহ এইরূপ বলে রঙ্গপূজা করুন, এই বলে আমাকে নিযুক্ত করলেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যোৎপত্তি নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহলক্ষণ

মুনিগণের প্রত্যুত্তর

১-২। ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যূচুর্মুনয়স্ততঃ।
ভগবচ্ছ্রোতুমিচ্ছামো যজনং রঙ্গসংশ্রয়ম্॥
অথবা যাঃ ক্রিয়াস্তত্র লক্ষণং যচ্চ পূজনম্।
ভবিষ্যদ্ভির্নরৈঃ কার্য্যং কথং তন্নাট্যবেশ্মনি॥

তারপর ভরতের কথা শুনে মুনিগণ বললেন—হে ভগবান্ রঙ্গসক্রান্ত অনুষ্ঠান শুনতে ইচ্ছা করি, এই বিষয়ে কর্ম ও লক্ষণ কি এবং রঙ্গালয়ে পুজো কি করে ভবিষ্যতে লোকে করবে?

৩। ইহাদির্নাট্যযোগস্য কীর্তিতো নাট্যমণ্ডপঃ।
তস্মাত্তস্যৈব তাবৎ ত্বং লক্ষণং বক্তুমর্হসি॥

নাট্যানুষ্ঠানের প্রথমেই রঙ্গালয় কথিত হয়। সেই জন্য এরই লক্ষণ আপনার বলা সঙ্গত।

তিনপ্রকার রঙ্গালয়

৪। তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভরতোঽব্রবীৎ।
লক্ষণং পূজনং চৈব শ্রূয়তাং নাট্যবেশ্মনঃ॥

মুনিদের এই কথা শুনে ভরত বললেন—রঙ্গালয়ের লক্ষণ এবং পুজো সম্বন্ধে শুনুন।

৫-৬। দিব্যানাং মানসী সৃষ্টির্গৃহেষূপবনেষু চ।
নরাণাং যত্নতঃ কার্য্যা লক্ষণাভিহিতাঃ ক্রিয়াঃ॥
শ্রূয়তাং তদ্যথা যত্র কর্তব্যো নাট্যমণ্ডপঃ।
তস্য বাস্তু চ পূজা চ যথা যোজ্যা প্রযত্নতঃ॥

দেবতাদের মানসী সৃষ্টি গৃহে ও উপবনে (থাকে)। মানুষের যত্নপূর্বক

করণীয় লক্ষণোক্ত (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত) কর্ম। সুতরাং, রঙ্গালয় যেভাবে যেখানে করণীয় তা এবং তার বাস্তু ও পূজা যেভাবে সযত্নে করণীয় তা শুনুন।

৭-৮ (ক)। ইহ প্রেক্ষাগৃহাণাং তু ধীমতা বিশ্বকর্মণা।
ত্রিবিধঃ সন্নিবেশশ্চ শাস্ত্রতঃ পরিকল্পিতঃ ॥
বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব হি মণ্ডপঃ।

এই বিষয়ে বুদ্ধিমান্ বিশ্বকর্মা শাস্ত্রানুসারে ত্রিবিধ রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা করেছেন, যথা বিকৃষ্ট[১], চতুরস্র[২] ও ত্র্যস্র[৩]।

৮(খ)-১১। তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাঽবরম্।
প্রমাণমেষাং নির্দিষ্টং হস্তদণ্ডসমাশ্রয়ম্।
শতং চাষ্টৌ চতুঃষষ্টির্দ্বাত্রিংশচ্চেতি নিশ্চিতঃ ॥
অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্।
কণীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে ॥
দেবানাং ভবনং জ্যেষ্ঠংনৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ।
শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে ॥

তাদের আয়তন বিভিন্ন—জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর[৪]। এদের দৈর্ঘ্য, হাত ও দণ্ড[৫] অনুসারে, ১০৮, ৬৪ বা ৩২ নির্ধারিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠের (আয়তন যথাক্রমে) ১০৮, ৬৪ ও ৩২ (হাত বা দণ্ড)[৬]। জ্যেষ্ঠ দেবগণের (রঙ্গালয়), মধ্যম রাজগণের এবং অবর অন্যান্য লোকের[৭]।

---

১. এই শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃহদাকার। ডঃ মনোমোহন ঘোষ ও অন্যান্য কোন কোন পণ্ডিত-এর অর্থ করেছেন Oblong বা আয়ত ; এর সন্নিহিত বাহুগুলি সমান।

২. চতুষ্কোণ ; বোধহয় Square বা বর্গক্ষেত্র।

৩. ত্রিকোণ।

৪. বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র, কারও কারও মতে, যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর। অভিনবগুপ্তের মতে, রঙ্গালয় নয় প্রকার, যথা—বৃহৎ বিকৃষ্ট, বৃহৎ চতুরস্র, বৃহৎ ত্র্যস্র, মধ্যম বিকৃষ্ট, মধ্যম চতুরস্র, মধ্যম ত্র্যস্র, ক্ষুদ্রাকার বিকৃষ্ট, ক্ষুদ্রাকার চতুরস্র ও ক্ষুদ্রাকার ত্র্যস্র।

৫. চার হাত।

৬. হাত ও দণ্ড উভয় প্রকার পরিমাপ উক্ত হওয়ায় রঙ্গালয় হল ৯ × ২ = ১৮ প্রকার।

৭. অভিনবগুপ্তের মতে, দেবতা, রাজা ও অন্যলোক বলতে এখানে বোঝায় এঁদের ভূমিকার অভিনেতা। কিন্তু, এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয় না। এই শ্রেণীর দর্শক অভিপ্রেত বলে মনে হয়। অভিনবগুপ্ত দ্বিতীয় মতেরও উল্লেখ করেছেন।

১২-১৬। প্রমাণং যচ্চ নির্দিষ্টং লক্ষণং বিশ্বকর্মণা।
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তচ্চৈব হি নিবোধত ॥
অণু রজশ্চ বালশ্চ লিক্ষা যূকা যবস্তথা।
অঙ্গুলং চৈব হস্তশ্চ দণ্ডশ্চৈব প্রকীর্তিতঃ ॥
অণবোঽষ্টৌ রজঃ প্রোক্তং তান্যষ্টৌ বাল উচ্যতে।
বালাস্ত্বষ্টৌ ভবেল্লিক্ষা যূকা লিক্ষাষ্টকং ভবেৎ ॥
যূকাস্ত্বষ্টৌ যবো জ্ঞেয়ঃ যবাস্ত্বষ্টৌ তথাঙ্গুলম্।
অঙ্গুলানি তথা হস্তশ্চতুর্বিংশতিরুচ্যতে ॥
চতুর্হস্তো ভবেদ্দণ্ডো নির্দিষ্টস্তু প্রমাণতঃ।
অনেনৈব প্রমাণেন বক্ষ্যাম্যেষাং বিনির্ণয়ম্ ॥

সকল রঙ্গালয়ের বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপ ও লক্ষণ শুনুন। এই পরিমাপের (একক বা unit) অণু, রজ, বাল, লিক্ষা, যূকা, যব, অঙ্গুল, হস্ত ও দণ্ড নামে কথিত।

৮ অণু	=১ রজ
৮ রজ	=১ বাল
৮ বাল	=১ লিক্ষা
৮ লিক্ষা	=১ যূকা
৮ যূকা	=১ যব
৮ যব	=১ অঙ্গুল
২৪ অঙ্গুল	=১ হস্ত
৪ হস্ত	=১ দণ্ড

এই পরিমাপ অনুসারে আমি এই (রঙ্গালয়)-গুলির বর্ণনা করব।

মর্ত্যবাসীর জন্যে রঙ্গালয়

১৭। চতুঃষষ্টি করান্ কুর্য্যাদ্ দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারং মর্ত্যানাং যোজয়েদিহ ॥

মর্ত্যবাসীর রঙ্গালয় হবে ৬৪ হাত লম্বা ও ৩২ হাত চওড়া।

অতিবৃহৎ রঙ্গালয়ের অসুবিধা

১৮-১৯। অত উর্ধ্বং ন কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ব্রজেদিতি ॥
মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুচ্চরিতস্বরম্।
অনিঃসরণধর্মত্বাদ্ বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ ॥

এই (অর্থাৎ) উল্লিখিত মাপ অপেক্ষা বৃহত্তর রঙ্গালয় কর্তাদের নির্মাণ করা উচিত নয়, কারণ (বৃহত্তর রঙ্গালয়ে) অভিনীত নাটক যথাযথ ভাবব্যঞ্জক হবে না। অতিবৃহৎ রঙ্গালয়ে যা উচ্চারিত হয় বা আবৃত্তি করা হয় তার নিঃসরণ না হওয়ায় তা অত্যন্ত বিস্তার লাভ করবে।

২০। যশ্চাপ্যাস্যগতো রাগো ভাবসৃষ্টিরসাশ্রয়ঃ।
স বেশ্মনঃ প্রকৃষ্টত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাঃ পরাম্ ॥

অভিনেতাদের মুখে ভাব ও রসাশ্রিত রাগ রঙ্গালয়ের বৃহদাকারহেতু অত্যন্ত অস্ফুট হবে।

২১। প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্মধ্যমমিষ্যতে।
যস্মাৎ পাঠ্যং চ গেয়ং চ সুখং শ্রব্যতরং ভবেৎ ॥

সুতরাং রঙ্গালয় মধ্যমাকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেহেতু এতে আবৃত্তি ও গান সহজে শোনা যায়।

২২-২৩। দেবানাং মানসী সৃষ্টির্গৃহেষূপবনেষু চ।
যত্নভাবাদ্ বিনিষ্পন্নাঃ সর্বে ভাবা হি মানুষাঃ ॥
তস্মাদ্দেবকৃতৈর্ভাবৈর্ন বিস্পর্ধেত মানুষঃ।
মানুষস্য তু গেহস্য সংপ্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥

বাড়ীতে ও উপবনে (দৃষ্ট) (অভিনয়) দেবতাদের মানসিক সৃষ্টি। মানবিক সকল ভাব যত্ন হেতু নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং দেবসৃষ্টভাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মানুষের উচিত নয়। মানুষের রঙ্গালয়ের লক্ষণ বর্ণনা করব।

উপযুক্তস্থল নির্বাচন

২৪। ভূমের্বিভাগং পূর্বং তু পরীক্ষেত বিচক্ষণঃ।
ততো বাস্তুপ্রমাণং চ প্রারভেত শুভেচ্ছয়া ॥

নিপুণ (নির্মাতা) প্রথমে এক খণ্ড জমি পরীক্ষা করবেন এবং শুভসংকল্প নিয়ে নির্মাণযোগ্য স্থানটির পরিমাপ করবেন।

২৫। সমা স্থিরা চ কঠিনা কৃষ্ণা গৌরী চ যা ভবেৎ।
ভূমিস্তত্র তু কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ ॥

নির্মাতা, সমতল, স্থির ও দৃঢ় এবং কৃষ্ণ অথবা অশ্বেত ভূমিতে রঙ্গালয় নির্মাণ করবেন।

২৬। প্রথমং শোধনং কৃত্বা লাঙ্গলেন সমুৎকৃষেৎ।
অস্থিকীল-কপালানি তৃণগুল্মাংশ্চ শোধয়েৎ ॥

স্থানটি প্রথমে পরিষ্কৃত করে লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণ করতে হবে এবং হাড়, পেরেক, পাল[১], ঘাস ও ঝোপঝাড় দূর করতে হবে।

জমির পরিমাপ

২৭ (ক)। শোধয়িত্বা বসুমতীং প্রমাণং নির্দিশেত্ততঃ।

জমি পরিষ্কৃত করে এর পরিমাপ করতে হবে।

২৭ (খ)-২৮। পুষ্যনক্ষত্রযোগে তু শুক্লং সূত্রং প্রসারয়েৎ।
কার্পাসং বাল্বজং চাপি বাল্কলং মৌঞ্জমেব চ।
সূত্রং বুধৈস্তু কর্ত্তব্যং যস্য চ্ছেদো ন বিদ্যতে ॥

পুষ্যানক্ষত্রযোগে সাদাসূতো বিস্তার করতে হবে। তুলো, বল্বজ, মুঞ্জাঘাস বা গাছের বাকল দিয়ে বিজ্ঞব্যক্তি (এমন) সূতো তৈরী করবেন যা ছেঁড়ে না।

সূতো ধরা

২৯-৩১। অর্ধচ্ছিন্নে ভবেৎ সূত্রে স্বামিনো মরণং ধ্রুবম্।
ত্রিভাগচ্ছিন্নয়া রজ্জ্বা রাষ্ট্রকোপো বিধীয়তে ॥
ছিন্নায়াং তু চতুর্ভাগে প্রয়োক্তুর্নাশ উচ্যতে।
হস্তপ্রভ্রষ্টয়া বাপি কশ্চিত্ত্বপচয়ো ভবেৎ ॥

১. এর একটি অর্থ থুথু ফেলার পাত্র। এখানে যে স্থানে থুথু ফেলা হয় তাকে বোঝাতে পারে।

তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন রজ্জুগ্রহণমিষ্যতে।
কার্য্যং চৈব প্রযত্নেন মানং নাট্যগৃহস্য তু ॥

সুতো অগ্রভাগে ছিন্ন হলে স্বামীর (বা প্রেক্ষাপতির) মরণ নিশ্চিত। তিন টুকরো হলে রাষ্ট্রের (অর্থাৎ রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের) ক্রোধ উৎপন্ন হয়। চার টুকরো হলে প্রয়োক্তা (বা নাট্যাচার্য্য) ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন। সুতো হাত থেকে পড়ে গেলে কোন ক্ষতি হবে। সুতরাং সুতোটি সর্বদা যত্নসহকারে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। রঙ্গালয়ের পরিমাপ সযত্নে করণীয়।

৩২-৩৩(ক)। মুহূর্তেনানুকূলেন তিথ্যা সুকরেণ চ।
ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়িত্বা তু পুণ্যাহং বাচয়েত্ততঃ ॥
শান্তিতোয়ং ততো দত্ত্বা ততঃ সূত্রং প্রসারয়েৎ।

ব্রাহ্মণগণকে দানে তুষ্ট করলে শুভ তিথিতে শুভক্ষণে শুভদিনটি তিনি ঘোষণা করবেন। তারপর সুতোর উপরে শান্তির জল ছিটিয়ে দিয়ে তিনি সুতোটিকে বিস্তার করবেন।

রঙ্গালয়ের জমির নক্সা

৩৩(খ)-৩৫(ক)। চতুঃষষ্টিকরান্ কৃত্বা দ্বিধা কুর্যাৎ পুনশ্চ তান্।
পৃষ্ঠতো যো ভবেদ্ভাগো দ্বিধা ভূতস্য তস্য তু।
সমমর্ধবিভাগেন রঙ্গশীর্ষং প্রকল্পয়েৎ ॥
পশ্চিমে তু পুনর্ভাগে নেপথ্যগৃহমাদিশেৎ।

তারপর তিনি ৬৪ হাত লম্বা একখণ্ড জমি পরিমাপ করবেন এবং একে (লম্বালম্বিভাবে) দুইটি সমানভাগে বিভক্ত করবেন। যে ভাগটি পেছনে থাকবে তাকে দুই সমান অংশে বিভক্ত করতে হবে। এইগুলির মধ্যে একটি (অর্থাৎ যে অংশটি পেছনে) আবার দুই সমান ভাগে বিভক্ত হবে। এদের একটির উপরে রঙ্গশীর্ষ নির্মিত হবে এবং পেছনের অংশে নেপথ্যগৃহ নির্মিত হবে।

ভিত্তিস্থাপন সংক্রান্ত অনুষ্ঠান

৩৫(খ)-৩৭(ক)। বিভাজ্য ভাগান্ বিধিবদ্ যথাদনুপূর্বশঃ ॥
শুভে নক্ষত্রযোগে তু মণ্ডপস্য নিবেশনম্ ॥

শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্মৃদঙ্গপণবাদিভিঃ।
সর্বাতোদ্যনিনাদৈশ্চ স্থাপনং কার্য্যমেব চ ॥

পূর্ব্ব লিখিত নিয়মানুসারে জমি ভাগ করে তিনি এতে রঙ্গালয়ের ভিত্তি স্থাপন করবেন। এই অনুষ্ঠানে শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি সকল বাদ্যযন্ত্র বাজাতে হবে।

৩৭(খ)-৩৮(ক)। উৎসার্যাণি ত্বনিষ্টানি পাষণ্ডাশ্রমিণস্তথা ॥
কাষায়বসনাশ্চৈব বিকলাশ্চৈব যে নরাঃ।

অনুষ্ঠানের স্থান থেকে শ্রমণাদি পাষণ্ড, কাষায়পরিচ্ছদপরিহিত এবং বিকলাঙ্গ লোকেদের সরিয়ে দিতে হবে।

৩৮(খ)-৩৯(ক)। নিশায়াং চ বলিঃ কার্যো-নানাভোজনসংযুক্তঃ ॥
গন্ধপুষ্পফলোপেতো দিশো দশ সমাশ্রিতঃ।

রাত্রিবেলা দশদিকে (দিক্‌পাল দেবগণের উদ্দেশ্যে) সুগন্ধ, ফুল, ফল এবং নানাবিধ খাদ্যবস্তু প্রভৃতি পুজোপকরণ দিতে হবে।

৩৯(খ)-৪১(ক)। পূর্বেণ শুক্লান্নযুতো নীলঃ স্যাদ্ দক্ষিণেন চ ॥
পশ্চিমেন বলিঃ পীতো রক্তশ্চৈবোত্তরেণ তু।
যস্যাং যচ্চাধিদৈবং তু দিশি সংপরিকীর্তিতম্ ॥
তাদৃশস্তত্র দাতব্যো বলির্মন্ত্রপুরস্কৃতঃ।

পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে যথাক্রমে সাদা, নীল, হলুদ ও লাল রঙের খাদ্যবস্তু দিতে হবে। দিক্‌পালগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পুজোপকরণ দেয়।

৪১(খ)-৪২(ক)। স্থাপনে ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দাতব্যং ঘৃতপায়সম্ ॥
মধুপর্কস্তথা রাজ্ঞে কর্তৃভ্যশ্চ গুড়ৌদনম্।

ভিত্তিস্থাপনের সময় ব্রাহ্মণদিগকে ঘি ও পায়স, রাজাকে মধুপর্ক এবং নাট্যকলাবিদ্‌গণকে গুড়মিশ্রিত অন্নদান বিধেয়।

৪২(খ)-৪৩(ক)। নক্ষত্রেণ তু কর্ত্তব্যং মূলেন স্থাপনং বুধৈঃ ॥
মুহূর্ত্তেনানুকূলেন তিথ্যা সুকরণেন চ।

মূলানক্ষত্রে শুভতিথিতে শুভলগ্নে ও শুভকরণে[1] ভিত্তিস্থাপন করণীয়।

---

১. জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে, দিনের একপ্রকার ভাগ। এগারটিকরণ স্বীকৃত।

রঙ্গালয়ে স্তম্ভ নির্মাণ

৪৩(খ)-৪৫(ক)। এবং তু স্থাপনং কৃত্বা ভিত্তিকর্ম প্রয়োজয়েৎ ॥
ভিত্তিকর্মণি নিবৃত্তে স্তম্ভানাং স্থাপনং ততঃ।
তিথিনক্ষত্র যোগেন শুভেন করণেন তু ॥
স্তম্ভানাং স্থাপনং কার্য্যং প্রাপ্তে সূর্যোদয়ে শুভে।

ভিত্তিস্থাপনের পরে দেওয়াল তৈরী করতে হবে; দেওয়াল তৈরীর পরে শুভ নক্ষত্রে শুভতিথিতে রঙ্গালয়ের মধ্যে স্তম্ভনির্মাণ বিধেয়। রোহিণী বা শ্রবণা নক্ষত্রে এই স্তম্ভনির্মাণ করণীয়।

তিনরাত্রি উপবাসের পরে সমাহিতচিত্ত নাট্যাচার্য সূর্যোদয়ে শুভ মুহূর্তে স্তম্ভ স্থাপন করবেন।

৪৬ (খ)-৫০ (ক)। প্রথমে ব্রাহ্মণস্তম্ভে সর্পিঃসর্ষপসংস্কৃতঃ ॥
সর্বশুক্লো বিধিঃ কার্য্যো দদ্যাৎ পায়সমেব তু।
ততশ্চ ক্ষত্রিয়স্তম্ভে বস্ত্রমাল্যানুলেপনম্ ॥
সর্বং রক্তং প্রদাতব্যং দ্বিজেভ্যশ্চ গুড়োদনম্।
বৈশ্যস্তম্ভে বিধিঃ কার্য্যো দিগ্‌ভাবে পশ্চিমোত্তরে ॥
সর্বং পীতং প্রদাতব্যং দ্বিজেভ্যশ্চ ঘৃতৌদনম্।
শূদ্রস্তম্ভে বিধিঃ কার্য্যঃ সম্যক্ পূর্বোত্তরাশ্রয়ে ॥
নীলপ্রায়ং প্রদাতব্যং কৃসরং চ দ্বিজাশনম্।

প্রথম ব্রাহ্মণ স্তম্ভে ঘি ও সর্ষে দিয়ে শোধিত সম্পূর্ণ সাদা উপকরণে অনুষ্ঠান বিহিত; (এতে) পায়স দেয়। ক্ষত্রিয়স্তম্ভে লাল রঙের কাপড়, মালা ও অঙ্গরাগ দেয়; দ্বিজগণকে গুড়মিশ্রিত অন্ন দেয়। বৈশ্যস্তম্ভে পশ্চিম-উত্তর দিকে অনুষ্ঠান করণীয়; এতে পীতবর্ণ সবকিছু দেয়; দ্বিজগণকে দেয় ঘিভাত। উত্তর পূর্বদিকে শূদ্র স্তম্ভের ক্ষেত্রে সকল উপকরণ হবে নীল এবং দ্বিজগণের ভোজ্য[১] কৃসর দেয়।

৫০ (খ)-৫৩ (ক)। পূর্বে তু ব্রাহ্মণস্তম্ভে শুক্লমাল্যানুলেপনে ॥
নিক্ষিপেৎ কনকং মূলে কর্ণাভরণসংশ্রয়ম্।
তাম্রং চাধঃ প্রদাতব্যং স্তম্ভে ক্ষত্রিয়সংজ্ঞকে ॥

---

১. তিলমিশ্রিত অন্ন বা খিচুড়ি।

প্রথমে ব্রাহ্মণ স্তম্ভে সাদা মালা ও অঙ্গরাগ দিতে হবে, কানের গয়নার সোনা ওর মূলে নিক্ষেপ করতে হবে ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্তম্ভের পাদমূলে যথাক্রমে তামা, রূপা ও লোহা দিতে হবে। তাছাড়া, অন্যান্য স্তম্ভের পাদদেশে সোনা দিতে হবে।

৫৩ (খ)-৫৪ (ক)। স্বস্তিপুণ্যাহঘোষেণ জয়শব্দেন চৈব হি ॥
স্তম্ভানাং স্থাপনং কার্য্যং পর্ণমালাপুরস্কৃতম্।

স্তম্ভস্থাপনের পূর্বে পাতার মালা দিয়ে সাজান স্তম্ভগুলি স্বস্তি ও পুণ্যাহ শব্দ দুইটি ও জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্বক স্থাপনীয়।

৫৪ (খ)-৫৭। রত্নদানৈঃ সগোদানৈর্বস্ত্রদানৈরনল্পকৈঃ ॥
ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়িত্বা তু স্তম্ভমুত্থাপয়েত্ততঃ।
অচলং চাপ্যকম্প্যং চ তথৈবাচলিতং পুনঃ ॥
স্তম্ভস্যোত্থাপনে সম্যগ্ দোষা হ্যেতে প্রকীর্তিতাঃ।
অবৃষ্টিরুক্তা চলনে বলনে মৃতিতোভয়ম্ ॥
কম্পনে পরচক্রাৎ তু ভয়ং বদতি দারুণম্।
দোষৈরেতৈর্বিহীনং তু স্তম্ভমুত্থাপয়েচ্ছিবম্।

ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর মণিমাণিক্য, গাভী ও বস্ত্রদানে সন্তুষ্ট করে স্তম্ভগুলি এমনভাবে উত্তোলিত হবে যেন ঐগুলি না কাঁপে, না নড়ে বা ঘুরে না যায়। স্তম্ভ উত্তোলনে যে সকল অমঙ্গল হতে পারে সেগুলি এই : স্তম্ভ নড়লে হয় অনাবৃষ্টি, ঘুরে গেলে মৃত্যুভয় জন্মে এবং কাঁপলে শত্রুরাজ্য থেকে আশংকা হয়। সুতরাং, এই বিপদ থেকে মুক্ত স্তম্ভের উত্তোলন বিহিত।

৫৮-৬০ (ক)। পবিত্রে ব্রাহ্মণস্তম্ভে দাতব্যা দক্ষিণা চ গৌঃ।
শেষাণাং স্থাপনে কার্য্যং ভোজনং কর্তৃসংশ্রয়ম্ ॥
মন্ত্রপূর্বং চ তদ্দেয়ং নাট্যাচার্য্যেণ ধীমতা।
পুরোহিতং নৃপং চৈব ভোজয়েন্ মধুপায়সম্ ॥
কর্তৄনপি তথা সর্বান্ কৃসরং লবণোত্তরম্

পবিত্র ব্রাহ্মণ স্তম্ভের ক্ষেত্রে একটি গাভী দক্ষিণারূপে দেয় এবং অন্যান্য স্তম্ভ সমূহের ক্ষেত্রে নির্মাতাগণ ভোজে যোগদান করবেন। বুদ্ধিমান নাট্যকলা

কোবিদ মন্ত্রপূত খাদ্যবস্তু দিবেন। পুরোহিত ও রাজাকে মধু ও পায়স ভোজন করাতে হবে। তারপর নির্মাতাগণকে কৃসর[১] ও লবণ ভোজন করাতে হবে।

৬০ (খ)-৬৩ (ক)। সর্বমেবং বিধিং কৃত্বা সর্বাতোদ্যৈঃ প্রবাদিতৈঃ ॥
অভিমন্ত্র্য যথান্যায়ং স্তম্ভমুত্থাপয়েচ্ছুচিঃ।
যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ ॥
জয়াবহো নরেন্দ্রস্য তথা ত্বমচলো ভব।
স্তম্ভদ্বারং চ ভিত্তিং চ নেপথ্যগৃহমেব চ ॥
এবমুত্থাপয়েৎ তজ্জ্ঞো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।

এই সকল বিধি পালনের পরে এবং সকল বাদ্যযন্ত্র বাজান হলে শুদ্ধ হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক স্তম্ভোত্তোলন যথাবিধি করণীয়। (মন্ত্র এই)—তুমি মেরু পর্বতের ও হিমালয়ের মতো অচল হও এবং রাজাকে বিজয়দান কর। এইভাবে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্তম্ভ, দ্বার, দেওয়াল ও নেপথ্যগৃহ যথাবিধি নির্মিত হওয়া উচিত।

৬৩ (খ)-৬৫ (ক)। রঙ্গপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্তব্যা মত্তবারণী ॥
চতুঃস্তম্ভসমাযুক্তা রঙ্গপীঠপ্রমাণতঃ।
অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন কর্তব্যা মত্তবারণী ॥
উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যং রঙ্গমণ্ডপম্।

রঙ্গমঞ্চের (প্রতি) পার্শ্বে মত্তবারণী[২] নির্মিত হওয়া উচিত। এতে চারটি স্তম্ভ থাকবে এবং এটি রঙ্গমঞ্চের ন্যায় দীর্ঘ এবং দেড় হাত উচ্চ হবে। রঙ্গমণ্ডপ (auditorium) হবে দুইটি (মত্তবারণীর) সমান উচ্চ।

৬৫ (খ)-৬৭। তস্যাং মাল্যং চ ধূপং চ গন্ধং বস্ত্রং তথৈব চ ॥
নানা বর্ণানি দেয়ানি তথাভূতপ্রিয়ো বলিঃ।
পায়সং তত্র দাতব্যং স্তম্ভানাং কুশ [লায়] তু ॥
ভোজনে কৃসরং চৈব দাতব্যং ব্রাহ্মণাশনম্।
এবং বিধিপুরস্কারৈঃ কর্ত্তব্যা মত্তবারণী ॥

---

১. ৪৬ (ক)-৫০ (ক) শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২. বারান্দা, পার্শ্বস্থ কক্ষ ইত্যাদি।

ঐ মত্তবারণীতে মালা, ধূপ, সুগন্ধ দ্রব্য বা চন্দন, বস্ত্র, নানাবিধ বর্ণ এবং ভূতগণের উপাদেয় উপকরণ দেয়। স্তম্ভগুলির মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণগণকে পায়স ও কৃসরাদি[১] খাদ্যদ্রব্য দেয়। এই সকল নিয়মপালনপূর্বক মত্তবারণী নির্মিত হওয়া উচিত।

রঙ্গমঞ্চ

৬৮। রঙ্গপীঠং ততঃ কার্য্যং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
রঙ্গশীর্ষং তু কর্ত্তব্যং ষট্‌দারুক সমন্বিতম্‌॥

তারপর যথাবিহিত কর্ম দ্বারা রঙ্গপীঠ[২] নির্মাণ করা উচিত। রঙ্গশীর্ষ[৩] ছয়খণ্ড কাঠ দিয়ে তৈরী হবে।

৬৯। কার্য্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্য তু।
পূরণে মৃত্তিকা চাত্র কৃষ্ণা দেয়া প্রযত্নতঃ॥

নেপথ্যগৃহে দুইটি দ্বার[৪] থাকবে। (রঙ্গ মঞ্চের জন্য জমি) ভরাট করতে অতি যত্ন সহকারে কাল মাটি ব্যবহার করা উচিত। দুইটি জন্তুর টানা হালের সাহায্যে এই মাটিকে পাথর ও ঘাস থেকে মুক্ত করতে হবে। যারা (কর্ষণের) কাজ করবে তাদেরকে হতে হবে সর্বপ্রকার শারীরিক দোষমুক্ত। অবিকলাঙ্গ লোক নতুন ঝুড়িতে মাটি বয়ে নিয়ে যাবে।

৭০। লাঙ্গলেন সমুৎকৃষ্য নির্লোষ্ট্রতৃণশর্করা॥
লাঙ্গলে শুদ্ধবর্ণৌ তু ধুর্যৌ যোজ্যৌ প্রযত্নতঃ॥

লাঙ্গলের দ্বারা মাটির ঢেলা, ঘাস ও পাথর তুলে ফেলে তাতে শুদ্ধবর্ণযুক্ত দুইটি বৃষ সযত্নে জুড়ে দিতে হবে।

---

১. ৪৬(ক) ৫০(ক) শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২. ৩. অভিনবগুপ্তের মতানুসারী কোন কোন পণ্ডিত এই দুইটিকে পরস্পর পৃথক মনে করেন। (দ্রঃ D. R. Mankad, Hindu Theatre, IHQ, VIII, 1932, IX 1933 ; V. Raghavan, Theatre Architecture in Ancient India, Triveni IV-VI 1931, 1933, Hindu Theatre, IHQ, IX 1933. কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন (দ্রঃ M. Ghosh, Hindu Theatre, IHQ, IX, 1933. The Natyasastra and Abhinabhabharati, IHQ, X, 1934.

৪. এই বিষয়ে চীনদেশীয় প্রথা অনুরূপ (দ্রঃ A. K. Coomaraswamy, Hindu Theatre, IHQ, IX-1933.

৭১। কর্তারঃ পুরুষাশ্চাত্র যেঽঙ্গদোষবিবর্জিতাঃ।
অহীনাঙ্গৈশ্চ বোঢ়ব্যা মৃত্তিকা পীঠকৈর্নবৈঃ॥

নির্মাতাগণ ও যে সকল লোক অবিকলাঙ্গ ও অহীনাঙ্গ তাঁরা নূতন পীঠকের[১] দ্বারা মাটি বয়ে নিবেন।

৭২। এবং বিধৈশ্চ কর্ত্তব্যং রঙ্গশীর্ষং প্রযত্নতঃ।
কূর্মপৃষ্ঠং ন কর্ত্তব্যং মৎস্যপৃষ্ঠং তথৈবচ॥

এইরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক সযত্নে রঙ্গশীর্ষ করণীয়। (রঙ্গশীর্ষ) কূর্মপৃষ্ঠ বা মৎস্য পৃষ্ঠাকৃতি করা উচিত নয়।

৭৩-৭৪। শুদ্ধাদর্শতলাকারং রঙ্গপীঠং প্রশস্যতে।
রত্নানি চাত্র দেয়ানি পূর্বং বজ্রং বিচক্ষণৈঃ॥
বৈদূর্য্যং দক্ষিণে চৈব স্ফটিকং পশ্চিমে তথা।

পরিষ্কার আয়নার উপরিভাগের ন্যায় রঙ্গপীঠ প্রশস্ত। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক এখানে মণিমাণিক্য দেয়। পূর্বে হীরে, দক্ষিণে নীলা, পশ্চিমে স্ফটিক, উত্তরে প্রবাল ও মধ্যভাগে সোনা দেয়।

রঙ্গমঞ্চে কারুকার্য

৭৫-৭৮। এবং রঙ্গশিরঃ কৃত্বা দারুকর্ম প্রবর্ত্তয়েৎ।
উহপ্রত্যূহসংযুক্তং নানাশিল্পপ্রয়োজিতম্॥
নানাসঞ্জবনোপেতং বহুব্যালোপশোভিতম্।
ভবেয়ুশ্চাত্র বিন্যস্তা বিবিধাঃ সালভঞ্জিকা॥
নির্যূহকুহরোপেতং নানাগ্রথিতবেদিকম্।
নানাবিন্যাসসংযুক্তং চিত্রজালগবাক্ষকম্॥
সুপীঠধারণীযুক্তং কপোতালীসমাকুলম।
নানাকুট্টিমবিন্যস্তৈঃ স্তম্ভৈশ্চাপ্যুপশোভিতম্॥

১. এই শব্দের অথ আসন; এখানে অর্থ স্পষ্ট নয়। পীঠক হলে অর্থ হয় বাঁশ, বেত প্রভৃতি দ্বারা তৈরী ঝুড়ি।

এভাবে রঙ্গশীর্ষ নির্মাণ করে কাঠের কাজ করতে হবে ; এইগুলি হবে উহ[১], প্রত্যূহ[২]যুক্ত, নানা শিল্পে নির্মিত, বিবিধ সঞ্জ[৩] ও বন[৪]যুক্ত এবং (খোদাই করা) ব্যালে[৫]শোভিত। বহু কাঠের মূর্তিও সেখানে রাখা উচিত এবং এই কাঠের কাজের মধ্যে থাকবে নির্যূহ[৬], কুহর (খোপ, Ventilator ?), নানাভাবে গ্রথিত বেদি, নানাভাবে স্থাপিত আসনের সারি (?), এবং সুন্দর জাল দেওয়া জানালা। (রঙ্গশীর্ষের) মেঝে হবে সুন্দর ও ধারণী (তাক) যুক্ত ; সারি সারি পায়রার খোপ থাকবে। মেঝের উপরে নানাভাবে বিন্যস্ত হবে স্তম্ভসমূহ।

৭৯-৮০ (ক)। এবং কাষ্ঠবিধিং কৃত্বা ভিত্তিকর্ম প্রবর্ত্তয়েৎ।
স্তম্ভং বা নাগদন্তং বা বাতায়নমথাপি বা ॥
কোণং বা সপ্রতিদ্বারং দ্বারবিদ্ধং ন কারয়েৎ ॥

এভাবে কাঠের কাজ করে দেওয়ালের কাজ শুরু করতে হবে। কোন স্তম্ভ, নাগদন্ত (ব্রাকেট ?), জানালা, কোণ বা বিপরীতদিকের দরজা কোন দরজার মুখোমুখী করা উচিত নয়।

৮০ (খ)-৮২ (ক)। কার্য্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ ॥
মন্দবাতায়নোপেতো নির্বাতো ধীরশব্দভাক্।
তস্মান্নিবাতঃ কর্তব্যঃ কর্ত্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ ॥
গম্ভীরস্বরতাং যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি।

নাট্যমণ্ডপ নির্মাতাগণ কর্তৃক পর্বতগুহাকৃতি[৭], দ্বিভূমি[৮], ধীর গতিতে বায়ুর

১-২. উহ শব্দের অর্থ অনুমান, কল্পনা ইত্যাদি। এখানে কি সুপরিকল্পিত বোঝায় ? প্রত্যূহ শব্দের অর্থ বিঘ্ন, বাধা ইত্যাদি। এখানে কি এমন কাঠের কাজ বোঝায় যাতে মাঝে মাঝে অর্গল থাকবে ? মনে হয়, অভিনবগুপ্তের মতে, এই দুই শব্দ স্থাপত্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত।

৩. এই শব্দের অর্থ এক গোছা পাতা। এখানে কি পত্রাকার কারুকার্য বোঝায় ?

৪. সঞ্জবন শব্দে কি পাতার বন বোঝায় ? পৃথকভাবে বন শব্দের অর্থ পদ্ম হতে পারে।

৫. এই শব্দে বোঝায় দুষ্ট হাতী, বাঘ, সাপ ইত্যাদি।

৬. শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নয়। মণিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ এর অভিধানে নিম্নলিখিত অর্থগুলি লিখিত আছে : প্রলম্বক (projection), একপ্রকার শিখর (turret), পেরেক বা ব্রাকেট, দেওয়ালে আটকান কাঠ, দরজা।

৭. রামগড় পাহাড়ে সীতাবেঙ্গা গুহায় একটি রঙ্গালয় আবিষ্কৃত হয়েছে।

৮. কেউ কেউ মনে করেন, দ্বিভূমি শব্দে বোঝায় ভিন্ন প্রকার উচ্চতাবিশিষ্ট মেঝে যাতে রঙ্গালয় মত্তবারণী ও রঙ্গমঞ্চাদি থাকে। কোন কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের মতে, দ্বিভূমি শব্দে বোঝায় দ্বিতল রঙ্গালয়।

চলাচলের জন্য জানালাযুক্ত, বায়ুহীন ও ধীরশব্দযুক্ত করণীয়। যাতে কুতপের[১] ধ্বনি গম্ভীর হয় সেইজন্য নাট্যমণ্ডপ নির্মাতাগণকর্তৃক বায়ুহীন করণীয়।

৮২ (খ)-৮৩ (ক)। ভিত্তিকর্মবিধিং কৃত্বা ভিত্তিলেপং প্রদাপয়েৎ ॥
সুধাকর্ম ততৈবাস্য কুর্যাদ্ বাহ্যং প্রযত্নতঃ।

দেওয়ালের কাজ করে দেওয়ালে আস্তর দিতে হবে এবং বাইরে সযত্নে চুণকাম করণীয়।

৮৩ (খ)-৮৪ (ক)। ভিত্তিষ্বথ চ লিপ্তাসু পরিমৃষ্টাসু সর্বতঃ ॥
সমাসু জাতশোভাসু চিত্রকর্ম প্রবর্ত্তয়েৎ।

দেওয়ালগুলির সব দিকে আস্তর করা ও মাজা ঘষা হলে এবং এইগুলি সমতল ও সুন্দর হলে চিত্র অংকিত করতে হবে।

৮৩ (খ)-৮৫। চিত্রকর্মণি চালেখ্যাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীজনাস্তথা ॥
লতাবন্ধাশ্চ কর্তব্যাশ্চরিতম্ আত্মভোগজম্।

আলেখ্য, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি, লতা, নিজের ভোগবিষয়ক ঘটনা প্রভৃতি চিত্রিত হবে। এভাবে রঙ্গালয় প্রযোক্তাগণ নির্মাণ করবেন।

৯২ (খ)-৯৫ (ক)। ষড়ন্যান্ অন্তরে চৈব পুনঃ স্তম্ভান্ যথাদিশম্ ॥
বিধিনা স্থাপয়েত্তজ্‌জ্ঞো দৃঢ়ান্ মণ্ডপধারণে।
অষ্টৌস্তম্ভান্ পুনশ্চৈব তেষামুপরি কল্পয়েৎ ॥
সংস্থাপ্য চ পুনঃ পীঠমষ্টহস্তপ্রমাণতঃ।
তত্র স্তম্ভাঃ প্রদাতব্যাস্তজ্‌জ্ঞৈর্মণ্ডপধারণে ॥
ধারণীধারিতাস্তে চ শালস্ত্রীভিরলংকৃতাঃ।

৮৬-৯২ (ক)। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি চতুরস্রস্য লক্ষণম্।
সমন্ততস্তু কর্ত্তব্যা হস্তা দ্বাত্রিংশদেব তু ॥
শুভভূমিবিভাগস্থো নাট্যজ্ঞৈর্নাট্যমণ্ডপঃ।
যো বিধিঃ পূর্বযুক্তস্তু লক্ষণং মঙ্গলানি চ ॥
চতুরস্রস্য তান্যেব কারয়েন্নাট্যবেশ্মনঃ।
চতুরস্রং সমংকৃত্বা সূত্রেণ প্রবিভজ্য চ ॥

---

১. অভিনবগুপ্তের মতে, বাদ্যবৃন্দ।

বাহ্যতঃ সর্বতঃ কার্য্যা ভিত্তিঃ শ্লিষ্টেষ্টকা দৃঢ়া।
তত্রাভ্যন্তরতঃ কার্য্যা রঙ্গপীঠং যথাদিশম্ ॥
দশ প্রযোক্তৃভিঃ স্তম্ভাঃ শক্তা মণ্ডপধারণে।
স্তম্ভানাং বাহ্যতশ্চাপি সোপানাকৃতি পীঠকম্ ॥
ইষ্টকাদারুভিঃ কার্য্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্।
হস্তপ্রমাণৈরুৎসেধৈর্ভূমিভাগসমুত্থিতৈঃ ॥
রঙ্গপীঠাবলোক্যং চ কুর্যাদাসনজংবিধিম্।

এখন চতুরস্র (রঙ্গালয়ের) লক্ষণ বলব। শুভ ভূমিখণ্ডে নাট্যবিশারদগণ ৩২ হাত লম্বা ও ৩২ হাত চওড়া রঙ্গালয় নির্মাণ করবেন। পূর্বে যে নিয়ম, সংজ্ঞা ও শান্তিকর্ম লিখিত হয়েছে ঐগুলিই চতুরস্র রঙ্গালয়ের পক্ষে প্রযোজ্য। একে সম্পূর্ণরূপে সমচতুর্ভুজ করতে হবে এবং সুতো ধরে প্রয়োজনীয় অংশে বিভক্ত করতে হবে ; এর বাইরের দেওয়ালগুলি ঘন গাঁথনি দেওয়া শক্ত ইটে তৈরী করা উচিত। রঙ্গমঞ্চের ভিতরে এবং উপযুক্ত দিকে ছাদকে ধরে রাখার শক্তিযুক্ত দশস্তম্ভ[১] নির্মাণ করতে হবে। স্তম্ভগুলির বাইরে দর্শকগণের বসবার জন্য ইট ও কাঠ দিয়ে সিঁড়ির আকৃতিতে আসন নির্মিত হবে। আসনের সারি থাকবে, পূর্ব পূর্ব সারি অপেক্ষা পরের সারিগুলি এক হাত উঁচু হবে এবং নিম্নতম সারি মেঝে থেকে এক হাত উঁচু হবে।[২] সবগুলি আসন থেকে রঙ্গমঞ্চ দেখা যাবে।

রঙ্গালয়ের ভিতরে যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের পরে উপযুক্ত স্থানে ছাদকে ধরে রাখার শক্তিযুক্ত আরও ছয়টি দৃঢ় স্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে। এগুলি ছাড়াও এগুলির পার্শ্বে আরও আটটি স্তম্ভ নির্মিত হবে। তারপর আট হাত (সম-চতুর্ভুজ) পীঠদেশ নির্মাণ করে রঙ্গালয়ের ছাদকে ধরে রাখার জন্য (আরও) স্তম্ভ নির্মিত হবে। এই (স্তম্ভ)-গুলি ছাদের সঙ্গে ভাল করে বাঁধা থাকবে এবং শালস্ত্রী[৩] দ্বারা সজ্জিত হবে।

---

১. রঙ্গালয়ে স্তম্ভগুলির অবস্থান সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—৬৮ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকায় উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি এবং D. Subba Rao এর প্রবন্ধ—Journal of Oriental Institute Baroda, Vol II.

২. এই অর্থ সমীচীন মনে হয়। যদিও মূলের অর্থ স্পষ্ট নয়।

৩. বোধ হয় শালভঞ্জিকা অর্থাৎ মূর্তি।

নেপথ্যগৃহ

*৯৫ (খ)-১০০। নেপথ্যগৃহকং চৈব ততঃ কার্যং প্রযোক্তৃভিঃ ॥
দ্বারং চৈকং ভবেত্তস্য রঙ্গপীঠপ্রবেশনে।
জনপ্রবেশনং চৈবমাভিমুখ্যেন কারয়েৎ ॥
রঙ্গস্যাভিমুখং কার্যং দ্বিতীয়ং দ্বারমেব তু।
অষ্টহস্তং তু কর্তব্যং রঙ্গপীঠং প্রমাণতঃ ॥
চতুরস্রং সমতলং বেদিকাসমলংকৃতম্।
পূর্বপ্রমাণনির্দিষ্টা কর্তব্যা মত্তবারণী ॥
চতুঃস্তম্ভসমাযুক্তা বেদিকায়াস্তু পার্শ্বতঃ।
সমুন্নতং সমং চৈব রঙ্গপীঠংতু কারয়েৎ ॥
বিকৃষ্টে তূন্নতং কার্যং চতুরস্রে সমং তথা।
এবমেতেন বিধিনা চতুরস্রগৃহং ভবেৎ ॥

ত্রিভুজাকৃতি রঙ্গালয়ের বর্ণনা

১০১-১০৪। ত্র্যস্রস্য মণ্ডপস্যাপি সংপ্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্।
ত্র্যস্রং ত্রিকোণং কর্ত্তব্যং নাট্যবেশ্মপ্রয়োক্তৃভিঃ ॥
মধ্যে ত্রিকোণমেবাস্য রঙ্গপীঠং তু কায়য়েৎ।
দ্বারমেকেন কোণেন কর্তব্যং তু প্রবেশনে ॥
দ্বিতীয়ং চৈব কর্তব্যং রঙ্গপীঠস্য পৃষ্ঠতঃ।
বিধির্যশ্চতুরস্রস্য ভিত্তিস্তম্ভসমাশ্রয়ঃ ॥
স তু সর্বঃ প্রয়োক্তব্যঃ ত্র্যস্রস্যাপি প্রয়োক্তৃভিঃ।
এবমেতেন বিধিনা কার্য্যং নাট্যগৃহং বুধৈঃ ॥

এখন ত্র্যস্র রঙ্গালয়ের লক্ষণ বলব। নির্মাতাগণ ত্রিকোণ-রঙ্গালয় নির্মাণ করে এতে ত্রিভুজাকৃতি রঙ্গপীঠ নির্মাণ করবেন। রঙ্গালয়ের এক কোণে প্রবেশের জন্য একটি দরজা থাকবে, দ্বিতীয় দরজা হবে রঙ্গপীঠের পেছনে। দেওয়াল ও স্তম্ভ সম্বন্ধে চতুরস্র রঙ্গালয়ের নিয়মগুলি ত্রিভুজাকৃতি রঙ্গালয়ের পক্ষেও প্রযোজ্য। এইভাবে এই নিয়মানুসারে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রঙ্গালয় নির্মাণ করবেন। এরপরে এই সম্বন্ধে করণীয় পূজা বর্ণনা করব।

---

১. ৬০ (খ)-৬৩ (ক) শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' প্রেক্ষাগৃহলক্ষণ নামক
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

রঙ্গদেবতাপূজা

রঙ্গালয়ের সংস্কার

১-৯। সর্বলক্ষণসম্পন্নে কৃতে নাট্যগৃহে শুভে।
গাবো বসেযুঃ সপ্তাহং সহ জপ্যপরৈর্দ্বিজৈঃ ॥
ততোঽধিবাসয়েদ্ বেশ্ম রঙ্গপীঠং তথৈব চ।
মন্ত্রপূতেন তোয়েন প্রোক্ষিতাঙ্গো নিশাগমে ॥
যথাস্থানান্তরগতো দীক্ষিতঃ প্রযতঃ শুচিঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা নাট্যাচার্য্যোঽতাম্বরঃ[১] ॥
নমস্কৃত্য মহাদেবং সর্বলোকেশ্বরং ভবম্।
পদ্মযোনিং সুরগুরুং বিষ্ণুমিন্দ্রং গুহং তথা ॥
সরস্বতীং চ লক্ষ্মীং চ সিদ্ধিং মেধাং স্মৃতিং মতিম্।
সোমং সূর্য্যং চ মরুতো লোকপালাংস্তথাশ্বিনৌ ॥
মিত্রমগ্নিং সুরান্ রুদ্রান্ বর্ণান্ কালং কলিং তথা।
মৃত্যুং চ নিয়তিং চৈব কালদণ্ডং তথৈব চ ॥
বিষ্ণুপ্রহরণং চৈব নাগরাজং চ বাসুকিম্।
বজ্রবিদ্যুৎ সমুদ্রাংশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসো মুনীন্ ॥
তথা নাট্যকুমারীশ্চ মহাগ্রামণ্যমেব চ।
যক্ষাংশ্চ গুহ্যকাংশ্চৈব ভূতসংঘাংস্তথৈব চ ॥
এতাংশ্চান্যাংশ্চ দেবর্ষীন্ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
যথাস্থানস্থিতান্ দেবান্ নিমন্ত্র্যেতদ্বচো বদেৎ ॥

সর্বলক্ষণযুক্ত শুভ রঙ্গালয়ে গাভী ও জপপরায়ণ দ্বিজগণসহ এক সপ্তাহ বাস করতে হবে। তারপর নাট্যকলায় বিশেষজ্ঞ, দীক্ষিত, নব-বস্ত্রপরিহিত, তিন দিন উপবাসী, শয্যাগৃহ থেকে দূরবর্তী স্থাননিবাসী, সংযতেন্দ্রিয়, শুদ্ধ নাট্যাচার্য

১. ধৃতাম্বরঃ (?)। অতাম্বর হলে ছন্দপতন হয় এবং অর্থও হয় না।

মন্ত্রপূতজল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সিঞ্চন করে সন্ধ্যাবেলা রঙ্গালয়ের ও রঙ্গপীঠের অধিবাস করবেন। সর্বলোকপতি মহাদেব, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, দেবগুরু বৃহস্পতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র কার্তিকেয়, সরস্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, মতি, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, সর্ব দিকপাল, অশ্বিনীদ্বয়, মিত্র, অগ্নি এবং রুদ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ, বর্ণ[১], কাল[২], কলি[৩], যম, নিয়তি, যমদণ্ড, বিষ্ণুর অস্ত্রশস্ত্র, নাগপতি, বাসুকি, বজ্র, বিদ্যুৎ, সাগর, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মুনিগণ, নাট্যকুমারী[৪], মহাগ্রামণী[৫], যক্ষ, গুহ্যক[৬] এবং ভূতগণ—এঁদেরকে ও অন্যান্য দেবর্ষিগণকে প্রণাম করে করযোড়ে যথাস্থানে স্থিত দেবগণকে নিমন্ত্রণ করে এই কথা বলা উচিত।

১০। ভবদ্ভির্নো নিশায়াং তু কর্তব্যঃ সংপরিগ্রহঃ।
সাহায্যং চৈব দাতব্যমস্মিন্ নাট্যে সহানুগৈঃ॥

রাত্রিবেলা আমাদেরকে রক্ষা করা এবং এই নাট্যানুষ্ঠানে অনুচরগণসহ আমাদের সহায়তা করা আপনাদের উচিত।

জর্জরের পূজা

১১-১৩। সংপূজ্য দেবতাঃ সর্বাঃ কুতপং সংপ্র [পূ] জ্য চ।
জর্জরায় প্রযুঞ্জীত পূজাং নাট্যপ্রসিদ্ধয়ে॥

---

১. এই শব্দের একটি অর্থ গান। 'অমরকোশে' বর্ণ বলতে বোঝায় দ্বিজাদি, শুক্লাদি, স্তুতি বা অক্ষর। সঙ্গীত রত্নাকরে (স্বরগতাধ্যায় ৬।১, প্রবন্ধাধ্যায় ২৪, ১৮১, তালাধ্যায় ২৭০, বাদ্যাধ্যায় ১৭১ ইত্যাদি বর্ণশব্দ গানক্রিয়া, একপ্রকার তাল ও একপ্রকার (গীত) প্রবন্ধ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের পঞ্চমাংকের প্রারম্ভে বিদূষকের উক্তিতে আছে হংসপাদিকা বর্ণ পরিচয়ং করোতি অর্থাৎ হংসপাদিকা গান করছেন। কেউ কেউ বর্ণ শব্দে চতুর্বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝেছেন, কিন্তু, এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। এখানে লিখিত সকল শব্দই দেবতাকে বোঝায় না। ২৯।৮ ২২ শ্লোকসমূহে এক প্রকার বর্ণ বর্ণিত হয়েছে।

২. সঙ্গীতে তালকে এই নামে অভিহিত করা হয়। নাট্যানুষ্ঠানে গান বাজনা অপরিহার্য বলে বোধ হয় গান ও তালকে প্রণাম করার বিধি। কাল শব্দে কতক দেবতা (যথা শিব, রুদ্র), মুনি ও রাক্ষসাদিকেও বোঝায়।

৩. এই শব্দের অর্থ হতে পারে কলিযুগ, শিব গন্ধর্বগণের সঙ্গে সংযুক্ত এক শ্রেণীর কাল্পনিক জীব।

৪. নাট্যের অধিষ্ঠাত্রী কোন দেবী?

৫. শিবের গণ-সংখ্যক অনুচরদের মহান নেতা। অভিনবগুপ্তের মতে, গণপতি বা গণেশ।

৬. 'মেঘদূতে' (১, ৫) যক্ষের সমর্থক।

ত্বং মহেন্দ্রপ্রহরণং সর্বদানবসূদনম্।
নির্মিতং সর্বদেবৈশ্চ সর্ববিঘ্ননিবর্হণম্॥
নৃপস্য বিজয়ং শংস রিপূণাং চ পরাজয়ম্।
গোব্রাহ্মণশিবং চৈব নাট্যস্য চ বিবর্ধনম্॥

সকল দেবতার এবং বাদ্যবৃন্দের অর্চনা করে নাট্যানুষ্ঠানে সাফল্যের জন্য জর্জরের পূজা[১] কর্তব্য। (প্রার্থনা) তুমি ইন্দ্রের সর্ব দৈত্যবিধ্বংসী অস্ত্র এবং তুমি সকল বিঘ্ননাশক রূপে সকল দেবগণ কর্তৃক নির্মিত ; রাজার জয়, শত্রুগণের পরাজয় গো ব্রাহ্মণের হিত এবং নাট্যানুষ্ঠানের উন্নতি বিধান কর।

১৪-১৫। এবং কৃত্বা যথান্যায়মুষিত্বা নাট্যমণ্ডপে।
নিশায়াং চ প্রভাতায়াং পূজনং প্রক্রমেদিহ॥
আর্দ্রায়ং বা মঘায়াং বা যাম্যে পূর্বেষু রাত্রিষু।
আশ্লেষমূলয়োর্বাপি কর্ত্তব্যং রঙ্গপূজনম্॥

এভাবে বিধি অনুসারে রঙ্গালয়ে বাস করে, (আচার্য) প্রভাতকালে পূজা আরম্ভ করবেন। এই রঙ্গপূজা আর্দ্রা, মঘা, যাম্যা[২], পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, অশ্লেষা বা মূলানক্ষত্রে বিধেয়।

১৬। আচার্য্যেণ সুযুক্তেন শুচিনা দীক্ষিতেন চ।
রঙ্গস্যোদ্দ্যোতনং কার্য্যং দৈবতানাং চ পূজনম্॥

সমাহিতচিত্ত, শুদ্ধ ও দীক্ষিত আচার্য কর্তৃক রঙ্গের উদ্দ্যোতন (নীরাজন) এবং দেবপূজা করণীয়।

১৭। দিনান্তে দারুণে ঘোরে মুহূর্তে ভূতদৈবতে।
আচম্য চ যথান্যায়ং দৈবতানি নিবেশয়েৎ॥

দিনের শেষে দারুণ ভীষণ ভূতাধিষ্ঠিত মুহূর্তে আচমন করে যথাবিধি দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১৮-২০। রক্তাঃপ্রতিসরাস্তত্র রক্তগন্ধাশ্চ পূজিতাঃ।
রক্তাঃ সুমনসশ্চৈব যচ্চ রক্তং ফলং ভবেৎ॥

---

১. ৭৩-৮১ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

২. ভরণী নক্ষত্র।

যবৈঃ সিদ্ধার্থকৈর্লাজৈরক্ষতৈঃ শালিতণ্ডুলৈঃ।
নাগপুষ্পস্য চূর্ণেন বিতুষাভিঃ প্রিয়ঙ্গুভিঃ॥
এতৈর্দ্রব্যৈর্যুতং কার্য্যং দৈবতানাং নিবেশনম্।
আলিখেৎ মণ্ডলং পূর্বং যথাস্থানং যথাবিধি॥

(দেবপ্রতিমাসহ) রক্তবর্ণ প্রতিসর[১], রক্তচন্দন, লালফুল ও লাল ফল (নিতে হবে)। (এইগুলি) এবং যব, সাদা সর্ষে, খৈ, আতপ চাল, শালি ধানের চাল, নাগপুষ্প[২] পরাগ এবং তুষমুক্ত প্রিয়ঙ্গু[৩] একত্র করে দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। (এই অনুষ্ঠানে) যথাবিধি যথাস্থানে একটি মণ্ডল আঁকতে হবে।

২১। সমন্ততস্তু কর্তব্যা হস্তাঃ ষোড়শ মণ্ডলে।
দ্বারাণি চাত্র কুর্বীত বিধিনা চ চতুর্দিশম্॥

(এই) মণ্ডল চারদিকে ষোল হস্ত[৪] (আঙুল ?) পরিমিত হবে এবং এতে যথাবিধি সব দিকে দরজা থাকবে।

২২। মধ্যে চৈবাত্র কর্তব্যে দ্বে রেখে তির্যগূর্ধ্বগে।
তয়োঃ কক্ষ্যাবিভাগেন দৈবতানি নিবেশয়েৎ॥

এর মধ্যভাগে দুইটি রেখা নীচে থেকে তির্যকভাবে অংকিত হবে এবং এই রেখাগুলি দ্বারা যে সকল প্রকোষ্ঠ তৈরী হবে সেগুলিতে দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত হবেন।

২৩-৩০। পদ্মোপবিষ্টং ব্রহ্মাণং তস্য মধ্যে নিবেশয়েৎ।
আদৌ নিবেশ্যো ভগবান্ সার্ধং ভূতগণৈর্ভবঃ॥
নারায়ণো মহেন্দ্রশ্চ স্কন্দার্কাবশ্বিনৌ শশী।
সরস্বতী চ লক্ষ্মীশ্চ শ্রদ্ধা মেধা চ পূর্বতঃ॥

---

১. মালা। অভিনবগুপ্ত মতে, কংকণবিশেষ।

২. চম্পক, পুন্নাগ। অভিনবগুপ্তের টীকায় নাগদন্ত। 'শব্দকল্পদ্রুমে' এর একটি পর্যায়শব্দ নাগকেশর। একেই সাধারণ ভাষায় বলে নাগেশ্বর ফুল। এই ফুলে বহুল পরিমাণে রেণু থাকে।

৩. এই শব্দে কুঙ্কুম বা একপ্রকার লতাকে বোঝায়। প্রিয়ঙ্গুকলিকা শ্যাম বলে চন্দ্রের বর্ণনা আছে। প্রিয়ঙ্গুশ্যাম শব্দটি 'মালতীমাধবেও' (৩. ৯) আছে।

৪. কোন কোন মতে, এই শব্দে বোঝায় হস্ততল বা তাল অর্থাৎ বিপরীত দিকে প্রসারিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা নামক অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান।

পূর্বদক্ষিণতো বহ্নির্নিবেশ্যঃ স্বাহয়া সহ।
বিশ্বেদেবাশ্চ গন্ধর্বা রুদ্রাশ্চ ঋষয়স্তথা॥

দক্ষিণেন নিবেশ্যস্তু যমো মিত্রস্তু সানুগঃ।
পিতৄন্ পিশাচানুরগান্ গুহ্যকাংশ্চ নিবেশয়েৎ॥

নৈঋত্যাং রাক্ষসাংশ্চৈব সর্বভূতান্নিবেশয়েৎ।
পশ্চিমায়াং সমুদ্রাংশ্চ বরুণং যাদসাং পতিম্॥

বায়ব্যাং বৈ দিশি তথা সপ্তবায়ূন্ নিবেশয়েৎ।
নিবেশয়েচ্চ তত্রৈব গরুড়ং পক্ষিভিঃ সহ॥

উত্তরস্যাং দিশি তথা ধনদং সংনিবেশয়েৎ।
নাট্যস্য মাতৄশ্চ তথা যক্ষানথ সগুহ্যকান্॥

তথৈবোত্তর-পূর্ব্বায়াং নন্দিনং চ গণেশ্বরম্।
ব্রহ্মর্ষিভূতসংঘাংশ্চ যথাভাগং নিবেশয়েৎ॥

এর (অর্থাৎ এই মণ্ডলের) মধ্যভাগে পদ্মাসন[১] ব্রহ্মা স্থাপিত হবেন। প্রথমে ভূতগণসহ শিব, নারায়ণ, ইন্দ্র, স্কন্দ, সূর্য, অশ্বিনীদ্বয়, চন্দ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শ্রদ্ধা ও মেধা পূর্বদিকে স্থাপিত হবেন, দক্ষিণপূর্বে থাকবেন অগ্নি, স্বাহা, বিশ্বেদেবগণ, গন্ধর্ব, রুদ্র ও ঋষিগণ, দক্ষিণে যম, সানুচর মিত্র, পিতৃগণ, পিশাচ, উরগ এবং গুহ্যকগণ, দক্ষিণপশ্চিমে রাক্ষসগণ ও ভূত সকল, পশ্চিমে সমুদ্র ও জলজন্তুপতি বরুণ, উত্তরপশ্চিমে সপ্তমরুৎ[২] এবং অন্যান্য বিহঙ্গগণসহ গরুড়, উত্তরে কুবের, নাট্যমাতৃগণ-সানুচর যক্ষগণ, উত্তরপূর্বে নন্দী প্রভৃতি গণনায়ক, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং যথাস্থানে ভূতগণ।

৩১। স্তম্ভে সনৎকুমারং তু দক্ষিণে দক্ষমেব চ।
গ্রামণ্যং চোত্তরে স্তম্ভে পশ্চিমে স্কন্দমেব চ॥

(পূর্ব) স্তম্ভে সনৎকুমার স্থাপিত হবেন, দক্ষিণে দক্ষ, উত্তরে গ্রামণী (অর্থাৎ গণনায়ক), পশ্চিমে স্কন্দ।

১. অভিনবগুপ্তের মতে ; মণ্ডলের মধ্যভাগে একটি পদ্মফুল আঁকতে হবে।

২. মরুৎ বা বায়ু সপ্তসংখ্যক বা সপ্তগুণ সপ্ত বলে কথিত।

৩২। অনেনৈব বিধানেন যথাস্থানং যথাবিধি।
বর্ণরূপান্বিতাঃ সর্বা দেবতাঃ সংনিবেশয়েৎ ॥

এই নিয়মানুসারে যথাযথ আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট সকল দেবতা যথাস্থানে স্থাপিত হবেন।

দেবপূজা

৩৩। স্থানে স্থানে যথান্যায়ং বিনিবেশ্য তু দেবতাং।
প্রকুর্বীত ততস্তাসাং পূজনং তু যথার্হতঃ ॥

যথারীতি অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁরা যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তাঁদের যথাযথভাবে অর্চনা করণীয়।

৩৪। দৈবতেভ্যস্তু দাতব্যং সিতং মাল্যানুলেপনম্।
বহ্নিগন্ধর্বসূর্যেভ্যো রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥

দেবগণকে দেওয়া উচিত সাদা মালা ও অঙ্গরাগ, কিন্তু গন্ধর্ব, অগ্নি ও সূর্যকে দিতে হবে লাল মালা ও অঙ্গরাগ।

৩৫। গন্ধং মাল্যং চ ধূপং চ যথাবদনুপূর্বশঃ।
দত্বা ততঃ প্রকুর্বীত বলিং পূজাং যথাবিধি ॥

যথারীতি ও ক্রমানুযায়ী তাঁদের প্রতি আচরণ করে যথাবিধি উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে তাঁদের পূজা করা কর্তব্য।

৩৬-৩৯। দ্রুহিণং মধুপর্কেণ পায়সেন সরস্বতীম্।
শিববিষ্ণুমহেন্দ্রাদ্যাঃ সংপূজ্যা মোদকৈরথ ॥
ঘৃতৌদনেন বহ্নিশ্চ সোমার্কৌ তু গুড়ৌদনৈঃ ॥
বিশ্বেদেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়ো মধুপায়সৈঃ ॥
যমমিত্রৌ সমভ্যর্চ্যৌ অপূপৈর্মোদকৈস্তথা।
পিতৄন্ পিশাচানুরগান্ সর্পিঃক্ষীরেণ তর্পয়েৎ ॥
পক্বামকেন মাংসেন সুরাসীধুফলাসবৈঃ।
অর্চয়েদ্ ভূতসংঘাংশ্চ চণকৈঃ পয়সাপ্লুতৈঃ ॥

(বিভিন্ন দেবদেবীর উপযুক্ত উপকরণ): ব্রহ্মাকে মধুপর্ক[১], সরস্বতীকে

১. দৈ, ঘি, জল, মধু ও চিনির সংমিশ্রণ।

পায়স, শিব, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদিকে মিষ্টান্ন, অগ্নিকে ঘৃতপক্ব অন্ন, চন্দ্র ও সূর্যকে গুড়পক্ব অন্ন; বিশ্বেদেবগণ, গন্ধর্ব ও মুনিগণকে মধু ও পায়স, যম ও মিত্রকে অপূপ[1] ও মিষ্টান্ন; পিতৃগণ, পিশাচ ও উরগগণকে ঘি ও দুধ, ভূতগণকে কাঁচা ও পাক করা মাংস, বিভিন্ন প্রকার সুরা ও দুধমাখা ছোলা বা কলাই দিয়ে অর্চনা করা বিধেয়।

মত্তবারণীর প্রতিষ্ঠা

৪০-৪৪। অনেনৈব বিধানেন সংপূজ্যা মত্তবারণী।
পক্বামকেন মাংসেন সংপূজ্যা রক্ষসাংগণাঃ॥
সুরামাংসপ্রদানেন দানবান্ প্রতিপূজয়েৎ।
শেষান্ দেবগণান্ প্রাজ্ঞঃ সাপূপোৎকারিকৌদনৈঃ॥
মৎস্যৈশ্চ পিষ্টভক্ষ্যৈশ্চ সাগরান্ সরিতস্তথা।
অভ্যর্চ্য বরুণশ্চাপি দাতব্যো ঘৃতপায়সঃ॥
নানামূলফলৈশ্চৈব মুনীন্ সংপ্রতিপূজয়েৎ।
বায়ুংশ্চ পক্ষিণশ্চৈব বিবিধৈঃ ভক্ষ্য ভোজনৈঃ॥
নাট্যস্থ চ তথা মাতৃর্ধনদং চ সহানুগৈঃ।
অপূপৈঃ লোচিতাভিস্তৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ প্রযত্নঃ॥

এই বিধিতেই মত্তবারণীর পূজা করণীয়। (দেবতা ও অপদেবতাগণের পূজোপকরণ); রাক্ষসগণকে কাঁচা ও পাক করা মাংস, দানবগণকে সুরা ও মাংস, অন্যান্য দেবগণকে পুরোডাশ, উৎকরিকা[2] ও পক্বান্ন, সাগর ও নদীসমূহের দেবগণকে মৎস্য ও পিষ্টক, বরুণকে ঘি ও পায়স, মুনিগণকে ফলমূল, বায়ুদেবতা ও পক্ষিগণকে নানা খাদ্য, নাট্যমাতৃগণকে ও সানুচর কুবেরকে পিষ্টক ও লোচিতা[3] এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সযত্নে অর্চনা করা বিধেয়।

---

১. পিঠে।
২. বোধ হয়, একপ্রকার মিষ্টান্ন।
৩. লুচি?

৪৫। এবমেষাং বলিঃ কার্যো নানাভোজনসংশ্রয়ঃ।
পুনর্মন্ত্রবিধানেন বলিকর্ম প্রবক্ষ্যতে॥

এভাবে নানা ভোজ্যসম্বলিত উপচার এঁদের জন্য প্রদেয়। মন্ত্র সহিত উপচার বলা হচ্ছে।

৪৬। দেবদেবে মহাভাগ পদ্মযোনে পিতামহ।
মন্ত্রপূতমিমং সর্বং বলিং দেব গৃহাণ নঃ॥

(ব্রহ্মার মন্ত্র): হে মহাত্মন, দেবদেব, পদ্মযোনি পিতামহ, আমাদের এই মন্ত্রপূত সকল উপকরণ গ্রহণ করুন।

৪৭। দেবদেব মহাদেব গণেশ ত্রিপুরান্তক।
প্রগৃহ্যতাং বলির্দেব মন্ত্রপূতো ময়োদ্যতঃ॥

(শিবের) হে দেবদেব মহাদেব, গণাধিপ[১], ত্রিপুরঘাতী আমার প্রস্তুত মন্ত্রপূত উপচার গ্রহণ করুন।

৪৮। নারায়ণামিতগতে পদ্মনাভ সুরোত্তম।
প্রগৃহ্যতাং বলির্দেব মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃতঃ॥

(বিষ্ণুর) হে নারায়ণ, পদ্মনাভ, অবাধগতি দেবশ্রেষ্ঠ, আমার এই ইত্যাদি।

৪৯। পুরন্দরামরপতে বজ্রপাণে শতক্রতো।
প্রগৃহ্যতাং বলির্দেব বলিমন্ত্রপুরস্কৃতঃ॥

(ইন্দ্রের) হে সুরপতি বজ্রধারী পুরন্দর, শতক্রতু, আমার এই ইত্যাদি।

৫০। দেবসেনাপতে স্কন্দ ভগবন্ শঙ্করপ্রিয়।
বলিঃ প্রীতেন মনসা ষণ্মুখ প্রতিগৃহ্যতাম্॥

(স্কন্দের) হে ভগবন্, শিবপ্রিয় দেবসেনানী স্কন্দ, ষড়ানন, সন্তুষ্টচিত্তে উপচার গ্রহণ করুন।

৫১। দেবদেবি মহাভাগে সরস্বতি হরিপ্রিয়ে।
প্রগৃহ্যতাং বলির্মাতর্ময়া ভক্ত্যা সমর্পিতঃ॥

(সরস্বতীর) হে মহতি দেবদেবি, হরির প্রিয়পত্নি মা সরস্বতি, ভক্তিসহকারে মদর্পিত উপচার গ্রহণ করুন।

১. শিবের এক শ্রেণীর অনুচরবর্গকে বলা হয় গণ। এঁরা গণেশের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বলে বিশ্বাস।

৫২। লক্ষ্মীঃ সিদ্ধির্মতির্মেধা সর্বলোকনমস্কৃতাঃ।
মন্ত্রপূতমিমং দেব্যঃ প্রতিগৃহ্নন্তু মে বলিম্‌॥

(লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মতি ও মেধার) লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মতি ও মেধা, সর্বজগৎপূজিতা দেবীগণ আমার এই মন্ত্রপূত উপচার গ্রহণ করুন।

৫৩। সর্বভূতানুভাবজ্ঞ লোকজীবনমারুত।
প্রগৃহ্যতাং বলির্দেব মন্ত্রপূতো ময়োদ্যতঃ॥

(মারুতের) হে মারুতদেব, তুমি সর্বজীবের বলজ্ঞ এবং জগতের প্রাণ, আমার প্রস্তুত মন্ত্রপূত উপচার গ্রহণ কর।

৫৪। নানানিমিত্তসংভূতাঃ পৌলস্ত্যাঃ সর্ব এব তু।
রাক্ষসেন্দ্রা মহাসত্ত্বাঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্‌॥

(রাক্ষসদের) হে নানা কারণজাত পুলস্ত্যপুত্র মহাবলশালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ, এই উপচার গ্রহণ করুন।

৫৫। দেববক্ত্র সুরশ্রেষ্ঠ ধূমকেতো হুতাশন।
ভক্ত্যা সমুদ্যতো দেব বলিঃ সম্প্রতিগৃহ্যতাম্‌॥

(অগ্নির) হে দেবমুখ, দেবশ্রেষ্ঠ, ধূমকেতু, যজ্ঞবলিভুক্‌ অগ্নি, ভক্তিসহকারে প্রদত্ত উপচার গ্রহণ করুন।

৫৬। সর্বগ্রহাণাং প্রবর তেজোরাশে দিবাকর।
ভক্ত্যা ময়োদ্যতো দেব বলিঃ সম্প্রতিগৃহ্যতাম্‌॥

(সূর্যের) হে সর্ব গ্রহশ্রেষ্ঠ তেজোরাশি সূর্য, ভক্তিসহকারে আমাকর্তৃক প্রস্তুত উপচার গ্রহণ করুন।

৫৭। সর্বগ্রহপতে সোম দ্বিজরাজ জগৎপ্রিয়।
প্রগৃহ্যতামেষ বলির্মন্ত্রপূতো ময়োদ্যতঃ॥

(চন্দ্রের) হে সর্বগ্রহপতি জগৎপ্রিয় দ্বিজরাজ চন্দ্র, এই আমার ইত্যাদি।

৫৮। মহাগণেশ্বরাঃ সর্বে নন্দীশ্বরপুরোগমাঃ।
প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং ভক্ত্যা বলিং সম্যঙ্‌ময়োদিতম্‌॥

(নন্দীশ্বরাদি গণাধিপগণের) হে মহান্‌ নন্দীশ্বরপ্রমুখ গণাধিপগণ, এই আমার ইত্যাদি।

৫৯। নমঃ পিতৃভ্যঃ সর্বেভ্যঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্।
ভূতেভ্যশ্চ নমো নিত্যং তেষামেষ বলিঃ প্রিয়ঃ॥

(পিতৃগণের) সকল পিতৃগণকে নমস্কার, তোমরা এই উপচার গ্রহণ কর।

(ভূতগণের) ভূতগণকে সর্বদা নমস্কার, তাদের কাছে এই পূজোপহার প্রিয়।

৬০ (ক)। কামপাল নমো নিত্যং যস্যায়ং তে বলিঃ কৃতঃ।

(কামপালের) হে কামপাল, (তোমাকে) এই উপচার প্রদত্ত হল। সর্বদা তোমাকে নমস্কার।

৬০ (খ)-৬১ (ক)। নারদস্তুম্বুরুশ্চৈব বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ॥
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে সর্বে গন্ধর্বা বলিমুদ্যতম্।
যমো মিত্রশ্চ ভগবান্ ঈশ্বরৌলোক পূজিতৌ॥

(গন্ধর্বগণের) নারদ ও তুম্বুরু ও বিশ্বাবসু প্রমুখ সকল গন্ধর্ব এই আমার প্রস্তুত বলি গ্রহণ করুন।

৬১ (খ)-৬২ (ক)। যমো মিত্রশ্চ ভগবান্ ঈশ্বরৌ লোকপূজিতৌ॥
ইমং মে প্রতিগৃহ্ণীতাং বলিং মন্ত্রপুরস্কৃতম্।

(যম ও মিত্রের) হে জগৎপূজিত ঈশ্বরদ্বয় যম ও মিত্র, এই আমার ইত্যাদি।

৬২ (খ)-৬৩ (ক)। রসাতলচরেভ্যস্তু পন্নগেভ্যো নমো নমঃ॥
দিশন্তু সিদ্ধিং নাট্যস্য পূজিতাঃ পবনাশনাঃ।

(নাগগণের) পাতালস্থ সর্পগণকে বার বার নমস্কার; বায়ুভুক্ (নাগগণ) পূজিত হয়ে নাট্যাভিনয়ের সাফল্য বিধান করুন।

৬৩ (খ)-৬৪ (ক)। সর্বাম্ভসাং পতির্দেবো বরুণো হংসবাহনঃ।
পূজিতঃ প্রীতিমানস্তু সসমুদ্রনদীনদঃ।

(বরুণের) হে সর্বজলাধিপ, হংসবাহন বরুণ, সমুদ্র ও নদীসহ প্রীত হোন।

৬৪ (খ)-৬৫ (ক)। বৈনতেয় মহাসত্ত্ব সর্বপক্ষিপতে প্রভো॥
প্রগৃহ্যতাং বলির্দেব মন্ত্রপূতো ময়োদ্যতঃ।

(গরুড়ের) হে মহাবলশালী প্রভু, সর্বখেচরাধীশ বিনতানন্দন, আমার এই ইত্যাদি।

৬৫ (খ)-৬৬ (ক)। ধনাধ্যক্ষো যক্ষপতির্লোকপালো ধনেশ্বরঃ ॥
সগুহ্যকৈশ্চ যক্ষৈশ্চ প্রতিগৃহ্ণাতু মে বলিম্।

(কুবেরের) হে ধনাধ্যক্ষ, যক্ষরাজ, জগৎরক্ষক, ধনপতি, গুহ্যক ও যক্ষগণসহ আমার ইত্যাদি।

৬৬ (খ)-৬৭ (ক)। নমোস্তু নাট্যমাতৃভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমো নমঃ ॥
সুমুখীভিঃ প্রসন্নাভির্বলিঃ সংপ্রতিগৃহ্যতাম্।

(নাট্যমাতৃগণের) হে ব্রাহ্মী প্রভৃতি নাট্যমাতৃগণ, বার বার নমস্কার। শোভনমুখযুক্ত ও প্রসন্ন (দেবীগণ কর্তৃক) উপচার গৃহীত হোক।

৬৭ (খ)-৬৮ (ক)। রুদ্রপ্রহরণং চৈব প্রতিগৃহ্ণাতু মে বলিম্ ॥
বিষ্ণুপ্রহরণং চৈব বিষ্ণুভক্ত্যা ময়োদ্যতম্।

(অপর দ্রব্যসমূহের) হে রুদ্রাস্ত্র, আমার বলি গ্রহণ কর।

হে বৈষ্ণবাস্ত্র, তোমরা বিষ্ণুভক্তিবশে (আমা কর্তৃক প্রদত্ত দ্রব্যসকল গ্রহণ কর।

৬৮ (খ)-৬৯ (ক)। বিষ্ণুপ্রহরণং চৈব বিষ্ণুভক্ত্যা ময়োদ্যতম্।
তথা কৃতান্তঃকালশ্চ সর্বপ্রাণিবধেশ্বরৌ ॥
মৃত্যুশ্চ নিয়তিশ্চৈব প্রতিগৃহ্ণাতু মে বলিম্।

হে সর্বজীবান্তক সর্বকর্মান্তক কাল যম মৃত্যু ও নিয়তি, আমার বলি গ্রহণ কর।

৬৯ (খ)-৭০ (ক)। যাশ্চাস্যাং মত্তবারণ্যাং সংশ্রিতা বাস্তুদেবতাঃ ॥
মন্ত্রপূতমিমং সম্যক্ প্রতিগৃহ্ণন্তু মে বলিম্।

হে মত্তবারণী-আশ্রিতবাস্তুদেবগণ, আমার এই ইত্যাদি।

৭০ (খ)-৭১ (ক)। অন্যে যে দেবগন্ধর্বা দিশো দশ সমাশ্রিতাঃ ॥
দিব্যান্তরিক্ষা ভৌমাশ্চ তেভ্যশ্চায়ং বলিঃ কৃতঃ।

অন্যান্য যে সকল দেবতা ও গন্ধর্ব, স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ ও দশদিক্ অধিকার করে আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই বলি প্রদত্ত হল।

৭১ (খ)-৭২ (ক)। কুম্ভং সলিলপূর্ণং চ পর্ণমালাপুরস্কৃতম্ ॥
স্থাপয়েদ্ রঙ্গমধ্যে তু সুবর্ণং চাত্র দাপয়েৎ।

একটি জলপূর্ণ ঘট[১], পর্ণমালা (পাতার মালা অথবা পাতা ও মালা) সহ, রঙ্গমঞ্চের মধ্যভাগে স্থাপন করতে হবে এবং একখণ্ড সোনা এর ভিতরে রাখতে হবে।

৭২ (খ)-৭৩ (ক)। আতোদ্যানি তু সর্বাণি কৃত্বা বস্ত্রোত্তরাণি তু ॥
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ ধূপৈশ্চ ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পূজয়েৎ।

বস্ত্রাবৃত সকল বাদ্যযন্ত্রে চন্দন, মালা, ধূপ ও নানাবিধ ভোজ্য দিয়ে পূজা বিধেয়।

জর্জরের প্রতিষ্ঠা

৭৩ (খ)-৭৪ (ক)। পূজয়িত্বা তু সর্বাণি দৈবতানি যথাক্রমম্ ॥
জর্জরঃ প্রতিসংপূজ্যঃ স্যাৎ ততোঽবিঘ্নজর্জরঃ।

ক্রমানুযায়ী সকল দেবতার পূজা করে অবিঘ্ন (দায়ক) জর্জরের পূজা করণীয়।

৭৪ (খ)-৭৬ (ক)। শ্বেতং শিরসি বস্ত্রং স্যাৎ নীলং রৌদ্রে চ পর্বণি ॥
বিষ্ণুপর্বণি স্যাৎ পীতং রক্তং স্কন্দস্য পর্বণি।
মূলপর্বণি চিত্রং তু দেয়ং বস্ত্রং হিতার্থিনাম্ ॥
সদৃশং চ প্রদাতব্যং মাল্যধূপানুলেপনম্।

(জর্জরের) মাথায় (একখণ্ড) সাদা কাপড়, রুদ্রগ্রন্থিতে নীল কাপড়, বিষ্ণু-গ্রন্থিতে হলুদ কাপড়, স্কন্দগ্রন্থিতে লাল কাপড়, সর্বনিম্ন গ্রন্থিতে[২], নানাবর্ণের কাপড় মঙ্গলকামী ব্যক্তি বাঁধবেন। যথাযথভাবে মালা, ধূপ ও অঙ্গরাগ (জর্জরকে) দিতে হবে।

৭৬ (খ)-৭৭ (ক)। সর্বমেব বিধিং কৃত্বা ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ ॥
বিঘ্নজর্জরণার্থং তু জর্জরং চাভিমন্ত্রয়েৎ।

ধূপ, মালা ও অঙ্গরাগ দিয়ে সকল অনুষ্ঠান সম্পাদন করে বিঘ্ন নাশের নিমিত্ত (নিম্নলিখিত মন্ত্রে) জর্জরের প্রার্থনা করণীয়।

১. ৮৭-৮৯ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

২. ৭৮-৭৯ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭৭ (খ)-৭৮ (ক)। বিঘ্নানাং শমনার্থং হি দেবৈর্ব্রহ্মপুরোগমৈঃ ॥
নির্মিতস্ত্বং মহাবীর্যো বজ্রসারো মহাতনুঃ।

বিঘ্নদূরীকরণার্থে তোমাকে মহাবলশালী, বজ্রকঠোর ও বিশালাকার করে ব্রহ্মাদি দেবগণ নির্মাণ করেছেন।

৭৮ (খ)-৭৯। শিরস্তে রক্ষতু ব্রহ্মা সর্বদেবগণৈঃ সহ ॥
দ্বিতীয়ং চ হরঃ পর্ব তৃতীয়ং চ জনার্দনঃ।
চতুর্থং চ কুমারশ্চ পঞ্চমং পন্নগোত্তমঃ ॥

ব্রহ্মা অন্যান্য সকল দেবতাসহ তোমার অগ্রভাগ, দ্বিতীয় অংশ, বিষ্ণু তৃতীয় অংশ, কার্তিকেয় চতুর্থ অংশ এবং উরগশ্রেষ্ঠ পঞ্চমাংশ রক্ষা করুন।

৮০-৮১ (ক)। নিত্যং সর্বে হি পান্তু ত্বাং সুরাস্ত্বং চ শিবোভব।
নক্ষত্রেঽভিজিতি শ্রেষ্ঠে জাতস্ত্বং রিপুসূদনঃ ॥
জয়ং চাভ্যুদয়ং চৈব পার্থিবায় প্রযচ্ছ নঃ।

সকল দেবতা তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন এবং তুমি মঙ্গলময় হও। শত্রুনাশক তুমি অভিজিৎ নামক শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রে জন্মেছ। আমাদের রাজাকে বিজয় ও উন্নতি দান কর।

যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি

৮১ (খ)-৮২ (ক)। জর্জরং পূজয়িত্বৈবং বলিং সর্বং নিবেদ্য চ।
অগ্নৌ হোমং ততঃ কুর্যান্‌মন্ত্রাহুতিপুরস্কৃতম্ ॥

এইভাবে জর্জরের পূজা করে এবং সকল উপচার তাকে নিবেদন করে অগ্নিতে মন্ত্র ও আহুতিপূর্বক হোম অনুষ্ঠেয়।

৮২ (খ)-৮৩ (ক)। হুত্বা স এবং দীপ্তাভিরুল্কাভিঃ পরিমার্জনম্ ॥
নৃপতের্নর্তকীনাং চ কুর্যাদ্দীপ্ত্যভিবর্ধনম্।

হোম সম্পাদন করে প্রজ্বলিত মশাল দিয়ে তাকে পরিষ্কার করতে হবে; এতে রাজার ও নর্তকীগণের কান্তিবৃদ্ধি হবে।

৮৩ (খ)-৮৪ (ক)। অভিদ্যোত্য সহাতোদ্যৈর্নৃপতিং নর্তকীস্তথা।
মন্ত্রপূতেন তোয়েন পুনরভ্যুক্ষ্য তান্ বদেৎ ॥

বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে রাজা ও নর্ত্তকীগণকে উদ্ভাসিত করে পুনরায় তাঁদের উপরে মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন করে তাঁদেরকে বলতে হবে।

৮৪ (খ)-৮৫ (ক)। মহাকুলে প্রসূতাশ্চ গুণৌঘৈশ্চাপ্যলংকৃতাঃ॥
যদ্বো জন্মগুণোপেতং তদ্বো ভবতু নিত্যশঃ।

আপনারা উচ্চবংশে জন্মেছেন এবং বহুগুণে ভূষিত; জন্মদ্বারা যা অর্জন করেছেন তা চিরকাল আপনাদের থাক্।

৮৫ (খ)-৮৬ (ক)। এবমুক্ত্বা ততো বাক্যং নৃপতের্ভূতয়ে বুধঃ॥
নাট্যযোগপ্রসিদ্ধর্থমাশিষঃ সংপ্রযোজয়েৎ।

রাজার উন্নতির জন্য এই কথাগুলি বলে বিজ্ঞ ব্যক্তি নাট্যানুষ্ঠানের সাফল্য কামনায় আশর্বাণী উচ্চারণ করেন।

৮৬ (খ)-৮৭ (ক)। সরস্বতী ধৃতির্মেধা হ্রীঃ শ্রীর্লক্ষ্মীর্মতিঃ স্মৃতিঃ॥
পান্তু বো মাতরঃ সর্বাঃ সিদ্ধিদাশ্চ ভবন্তু বঃ।

(আশীর্বাণী) সরস্বতী, ধৃতি, মেধা, হ্রী, শ্রী, লক্ষ্মী, মতি ও স্মৃতি প্রভৃতি সকল মাতৃগণ[১] তোমাদেরকে রক্ষা করুন ও সাফল্য দান করুন।

ঘট ভাঙ্গা

৮৭ (খ)-৮৮ (ক)। হোমং কৃত্বা যথান্যায়ং হবির্মন্ত্রপুরস্কৃতম্॥
ভিন্দ্যাৎ কুম্ভং ততশ্চৈব নাট্যাচার্য্যঃ প্রযত্নতঃ।

নিয়মানুসারে মন্ত্রপূত ঘৃতযুক্ত হোম করে নাট্যাচার্য সযত্নে ঘট ভাঙ্গবেন।

৮৮ (খ)-৮৯ (ক)। অভিন্নে তু ভবেৎ কুম্ভে স্বামিনঃ শত্রুতোভয়ম্।
ভিন্নে চৈব তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বামিনঃ শত্রুসংক্ষয়ঃ।

যদি ঘট অভগ্ন থাকে তাহলে রাজার শত্রুভয় হবে; কিন্তু, যখন এটি ভাঙ্গবে তখন তাঁর শত্রুগণের ধ্বংস বুঝতে হবে।

রঙ্গমঞ্চে আলোকসজ্জা

৮৯ (খ)-৯০ (ক)। মিত্রে কুম্ভে ততশ্চৈব নাট্যাচার্য্যোঽপেতভীঃ॥
প্রগৃহ্য দীপিকাং দীপ্তাং সর্বং রঙ্গং প্রদীপয়েৎ।

১. ২৩-৩০ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

ঘট ভাঙার পরে নাট্যাচার্য নির্ভীক হয়ে জ্বলন্ত প্রদীপকে নিয়ে সম্পূর্ণ রঙ্গালয় আলোকিত করবেন।

৯০ (খ)-৯১ (ক)। ক্ষ্বেড়িতৈঃ স্ফোটিতৈশ্চৈব বল্গিতৈশ্চ প্রধাবিতৈঃ ॥
রঙ্গমধ্যে তু তাং দীপ্তাং সশব্দাং সংপ্রয়োজয়েৎ।

হৈ-চৈ, অর্থাৎ চীৎকার করে, আঙুল মট্‌কিয়ে, লাফিয়ে ও ইতস্ততঃ দৌড়ে প্রজ্বলিত দীপ তিনি রঙ্গালয়ে সশব্দে রাখবেন।

৯১ (খ)-৯২ (ক)। শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্মৃদঙ্গপণবৈস্তথা ॥
সর্বাতোদ্যৈঃ প্রণদিতৈঃ রঙ্গে যুদ্ধানি কারয়েৎ।

শংখ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি সকল বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির সঙ্গে রঙ্গালয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

৯২ (খ) ৯৩ (ক)। তত্র ভিন্নং চ ছিন্নং চ দারিতং চ সশোণিতম্ ॥
ক্ষতং প্রদীপ্তমায়স্তং নিমিত্তং সিদ্ধিলক্ষণম্।

(যুদ্ধের ফলে) রক্তক্ষরণকারী এবং অঙ্গের ছেদন, ভেদন ও বিদারণকারী আঘাত উজ্জ্বল ও বড় হলে সাফল্যসূচক হবে।

রঙ্গমঞ্চসংস্কারের সুফল

৯৩ (খ)-৯৪ (ক)। সম্যগিষ্টৈস্তু রঙ্গে বৈ স্বামিনঃ শুভমাবহেৎ ॥
পুরস্যাবালবৃদ্ধস্য তথা জনপদস্য চ।

ঈপ্সিত রঙ্গালয় সম্যকরূপে নির্মিত হলে রাজার এবঃ নগরজনপদের আবাল বৃদ্ধগণের মঙ্গলাবহ হয়।

৯৪ (খ)-৯৫ (ক)। দুরিষ্টস্তু তথা রঙ্গো দৈবতৈর্দুরধিষ্টিতঃ ॥
নাট্যবিধ্বংসনং কুর্য্যাৎ নৃপস্য চ তথাশুভম্।

কিন্তু, মন্দভাবে নির্মিত ও দেবতাধিষ্ঠিত রঙ্গালয় নাট্যানুষ্ঠান ধ্বংস করে এবং রাজার অমঙ্গল ঘটায়।

৯৫ (খ)-৯৬ (ক)। যস্ত্বেবং বিধিমুৎসৃজ্য যথেষ্টং সংপ্রয়োজয়েৎ ॥
প্রাপ্নোত্যপচয়ং শীঘ্রং তির্য্যগযোনিং চ গচ্ছতি।

যে এইরূপ বিধি লংঘন করে ইচ্ছামতো নাট্যানুষ্ঠান করে, সে শীঘ্রই ক্ষতি-গ্রস্ত হয় এবং নীচশ্রেণীর জন্তু হয়ে জন্মে।

৯৬(খ)-৯৮(ক)। যজ্ঞেন সংমিতং হ্যেতৎ রঙ্গদৈবতপূজনম্॥
অপূজয়িত্বা রঙ্গং তু নৈব প্রেক্ষাং প্রয়োজয়েৎ।
পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যেতে মানিতা মানয়ন্তি চ॥
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং রঙ্গপূজনম্।

এই রঙ্গালয়ের দেবতাপূজা যজ্ঞের ন্যায়। রঙ্গকে পূজা না করে নাট্যানুষ্ঠান করণীয় নয়। পূজিত হলে তাঁরা রঙ্গালয়ের ব্যক্তিগণকে পূজা করেন ও সম্মানিত হলে তাঁরা সম্মান করেন। সুতরাং, সর্বযত্নে রঙ্গপূজা করণীয়।

রঙ্গমঞ্চের সংস্কারের অভাবে কুফল

৯৮ (খ)-৯৯ (ক)। ন তথাশু দহত্যগ্নিঃ প্রভঞ্জনসমীরিতঃ।
যথা হ্যপপ্রয়োগস্তু প্রযুক্তো দহতি ক্ষণাৎ।
শাস্ত্রজ্ঞেন বিনীতেন শুচিনা দীক্ষিতেন চ॥
নাট্যাচার্য্যেণ শান্তেন কর্ত্তব্যং রঙ্গপূজনম্।

দোষযুক্ত অনুষ্ঠান যেমন মুহূর্তে (আচার্যকে) দগ্ধ করে, প্রবল বায়ু-চালিত আগুনও তত শীঘ্র দহন করে না।

৯৯(খ)-১০০(ক)। শাস্ত্রজ্ঞেন বিনীতেন শুচিনা দীক্ষিতেন চ।
নাট্যাচার্যেণ শাস্ত্রেণ কর্তব্যং রঙ্গপূজনম্।

শাস্ত্রজ্ঞ বিনীত, শুদ্ধ, দীক্ষিত ও শান্ত নাট্যাচার্যকর্তৃক রঙ্গপূজা বিধেয়।

১০০ (খ)-১০১ (ক)। স্থানভ্রষ্টং তু যো দদ্যাৎ বলিমুদ্বিগ্নমানসঃ॥
মন্ত্রহীনো যথা হোতা প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ তু সঃ।

মন্ত্রহীন হোমকারীর ন্যায় যে উদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে অসঙ্গত স্থানে উপচার প্রদান করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। নাট্যানুষ্ঠানকারী নবনির্মিত রঙ্গালয়ে নাট্যানুষ্ঠান করতে এর অনুসরণ করবেন।

১০১ (খ-গ)। এবমেব বিধির্দৃষ্টো রঙ্গদৈবতপূজনে।
নবে নাট্যগৃহে কার্যং প্রেক্ষায়াং তু প্রযোক্তৃভিঃ॥

রঙ্গদেবতা পূজায় এইরূপ বিধিই দৃষ্ট হয়। নূতন নাট্যশালায় এবং নাট্যানুষ্ঠানে প্রযোক্তৃগণ কর্তৃক (রঙ্গপূজা করণীয়)।

---

১. ঘোষমহাশয়ের সংস্করণে শ্লোক সংখ্যায় ভুল আছে। ১০০, ১০১ এবং ১০২ হবে যথাক্রমে ৯৯, ১০০, ১০১।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গদেবতাপূজন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

তাণ্ডব লক্ষণ

ব্রহ্মা প্রথম নাটক লিখে তার অভিনয় করালেন

১। এবং তু পূজনং কৃত্বা ময়া প্রোক্তঃ পিতামহঃ।
আজ্ঞাপয় প্রভো ক্ষিপ্রং কঃ প্রয়োগঃ প্রযুজ্যতাম্॥

(দেবগণের) পূজা করে আমি ব্রহ্মাকে বললাম—সত্বর আদেশ করুন, কোন্ নাটক অভিনীত হবে।

২। ততোঽস্ম্যুক্তো ভগবতা যোজয়ামৃতমন্থনম্।
এতদুৎসাহজননং সুরপ্রীতিকরং মহৎ॥

তারপর ভগবান্ আমাকে বললেন—উৎসাহজনক ও দেবগণের অত্যন্ত প্রীতিকর 'অমৃতমন্থনে'র অভিনয় কর।

৩। যোঽয়ং সমবকারস্তু ধর্মকামার্থসাধকঃ।
ময়া প্রগ্রথিতো বিদ্বন্ স প্রয়োগঃ প্রযুজ্যতাম্॥

হে বিদ্বন্, আমি ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের সাধক এই যে সমবকার[১] রচনা করেছি তাই অভিনীত হউক।

৪। তস্মিন্ সমবকারে তু প্রযুক্তে দেবদানবাঃ।
হৃষ্টাঃ সমভবন্ সর্বে কর্মভাবানুদর্শনাৎ॥

যখন এই সমবকার অভিনীত হয়েছিল তখন কর্ম্ম ও ভাব দর্শনে দেব ও দৈত্যগণ আনন্দিত হয়েছিলেন।

৫। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মামাহাম্বুজ সম্ভবঃ।
নাট্যং সন্দর্শয়ামোঽদ্য ত্রিনেত্রায় মহাত্মনে॥

কিছুকাল পরে ব্রহ্মা আমাকে বললেন—আমরা আজ মহাত্মা শিবকে এই নাটক দেখাব।

---

১. ২০।৬৯ থেকে দ্রঃ।

৬-৭। ততঃ সার্ধং সুরৈর্গত্বা বৃষভাঙ্কনিবেশনম্।
অভ্যর্চ্য চ শিবং পশ্চাত্তুবাচেদং পিতামহঃ॥
ময়া সমবকারস্তু যোয়ং সৃষ্টঃ সুরোত্তম।
শ্রবণে দর্শনে চাস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥

তারপর দেবগণসহ শিবালয়ে গমন করে ব্রহ্মা তাঁর অর্চনা করে বললেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ, আমাকর্তৃক রচিত সমবকারটি অনুগ্রহ করে শুনন ও দেখুন।

৮। পশ্যাম ইতি দেবেশো দ্রুহিণং বাক্যমব্রবীৎ।
ততো মামাহ ভগবান্ সজ্জো ভব মহামতে॥

দেবদেব উত্তরে ব্রহ্মাকে বললেন—আমি এটি উপভোগ করব। তারপর ভগবান্ আমাকে বললেন—হে মহামতি, সজ্জিত হও।

৯-১০। ততো হিমবতঃ পৃষ্ঠে নানানগসমাবৃতে।
বহুভূতদ্রুমাকীর্ণে রম্যকন্দরনির্ঝরে॥
পূর্বরঙ্গে কৃতে পূর্বং তত্রায়ং দ্বিজসত্তমাঃ।
তথা ত্রিপুরদাহশ্চ ডিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিতঃ॥

হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, অনুষ্ঠানের পূর্বরঙ্গ সমাপ্ত হলে এই (সমবকার অমৃতমন্থন) ও ত্রিপুরদাহনামক ডিম[১] বহু পর্বতসমন্বিত ও ভূত, গণ, রমণীয় কন্দর ও জল-প্রপাত যুক্ত হিমালয়ের উপরে অভিনীত হয়েছিল।

১১-১২। ততো ভূতগণা হৃষ্টাঃ কর্মভাবানুকীর্তনাৎ।
মহাদেবশ্চ সুপ্রীতঃ পিতামহমথাব্রবীৎ॥
অহো নাট্যমিদং সম্যক্ ত্বয়া সৃষ্টং মহামতে।
যশস্যং চ শুভার্থং চ পুণ্যং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্॥

তারপর সকল ভূত ও গণসমূহ কর্ম ও ভাবের[২] অনুকীর্তনে প্রীত হয়েছিল এবং শিবও প্রীত হয়ে ব্রহ্মাকে বলেছিলেন—হে মহামতি, যশ, মঙ্গল, পুণ্য ও বুদ্ধি বর্ধক এই নাট্য আপনি সম্যক্রূপে সৃষ্টি করেছেন।

---

১. এক প্রকার নাট্য গ্রন্থ। ২০।৮৪ দ্রঃ।

২. অনুকীর্তন অর্থাৎ পরে বলা অর্থাৎ অভিনয়ে পূর্বঘটিত ব্যাপারের বর্ণনা।

১৩-১৪ (ক)। ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং সন্ধ্যাকালেষু নৃত্যতা।
নানাকরণসংযুক্তৈরঙ্গহারৈর্বিভূষিতম্ ॥
পূর্বরঙ্গবিধাবস্মিন্ ত্বয়া সম্যক্ প্রযুজ্যতাম্।

সন্ধ্যাকালে নৃত্য করতে করতে বিভিন্ন করণ[1]সম্বলিত অঙ্গহার[2]সমূহ দ্বারা শোভন এই নৃত্যের কথা আমি স্মরণ করলাম। এই পূর্বরঙ্গবিধিতে আপনি (একে) সম্যক্ প্রয়োগ করুন।

দ্বিবিধ পূর্বরঙ্গ

১৪ (খ)-১৬ (ক)। বর্দ্ধমানকযোগেন গীতেষ্বাসারিতেষু চ ॥
মহাগীতেষু চৈবার্থান্ সম্যগেবাভিনেষ্যসি।
যশ্চায়ং পূর্বরঙ্গস্তু ত্বয়া শুদ্ধঃ প্রযোজিতঃ ॥
এভির্বিমিশ্রিতশ্চায়ং চিত্রো নাম ভবিষ্যতি।

বর্ধমানক[3], আসারিত[4], গীত[5] ও মহাগীতে বিষয়গুলি যথাযথরূপে অভিনয় করবেন। যে শুদ্ধ পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠান আপনি করেছেন তা এই (নৃত্য)-গুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিত্রনামে অভিহিত হবে।

অঙ্গহার

১৬ (খ)-১৭ (ক)। শ্রুত্বা মহেশ্বরবচঃ প্রত্যুক্তং চ স্বয়ম্ভুবা ॥
প্রয়োগমঙ্গহারাণামাচক্ষ্ব সুরসত্তম।

শিবের কথা শুনে ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, হে দেববর, অঙ্গহার[6]সমূহের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলুন।

১৭ (খ)-১৮ (ক)। ততস্তণ্ডুং সমাহূয় প্রোক্তবান্ সুরসত্তমঃ ॥
প্রয়োগমঙ্গহারাণামাচক্ষ্ব ভরতায় বৈ।

তারপর দেবশ্রেষ্ঠ (শিব) তণ্ডুকে ডেকে বললেন—অঙ্গহারগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে ভরতকে বল।

১, ২. ২৮ শ্লোক থেকে দ্রঃ।
৩. ৩১।৭৬-১০১, ৩২।২৫৯ থেকে দ্রঃ।
৪. ৩১।৬২ থেকে; ১৭০ থেকে।
৫. ৩১।২০০ থেকে দ্রঃ।
৬. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৭৯০ থেকে।

১৮ (খ)-১৯ (ক)। ততো বৈ তণ্ডুনা প্রোক্তাস্ত্বঙ্গহারা মহাত্মনা ॥
নানাকরণসংযুক্তান্ ব্যাখ্যাস্যামি সরেচকান্।

তারপর মহাত্মা তণ্ডু অঙ্গহারগুলি বললেন। আমি বিবিধকরণ এবং রেচক[১] সহ (এইগুলিকে) ব্যাখ্যা করব।

১৯ (খ)-২৭। স্থিরহস্তোঽঙ্গহারস্তু তথা পর্যস্তকঃ স্মৃতঃ ॥
সূচীবিদ্ধস্তথা চ স্যাৎ হ্যপবিদ্ধস্তথৈব চ।
আক্ষিপ্তকোঽথ বিজ্ঞেয়স্তথা চোদ্‌ঘট্টিতঃ স্মৃতঃ ॥
বিষ্কম্ভশ্চৈব সংপ্রোক্তস্তথা চৈবাপরাজিতঃ।
বিষ্কম্ভাপসৃতশ্চৈব মত্তাক্রীড়স্তথৈব চ ॥
স্বস্তিকো রেচিতশ্চৈব পার্শ্বস্বস্তিক এব চ।
বৃশ্চিকশ্চৈব সংপ্রোক্তো ভ্রমরশ্চ তথাপরঃ ॥
মত্তস্খলিতকশ্চৈব মদাদ্বিলসিতস্তথা।
গতিমণ্ডলোঽথ বিজ্ঞেয়ঃ পরিচ্ছিন্নস্তথৈব চ ॥
পরিবৃত্তরেচিতঃ স্যাত্তথা বৈশাখরেচিতঃ।
পরাবৃত্তোঽথ বিজ্ঞেয়স্তথা চৈবাপ্যলাতক ॥
পার্শ্বচ্ছেদোঽথ সংপ্রোক্তো বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তস্তথৈব চ।
উরূদ্বৃত্তস্তথা চৈব স্যাদালীঢ়স্তথৈব চ ॥
রেচিতশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথৈবাচ্ছুরিতঃ স্মৃতঃ।
আক্ষিপ্তরেচিতশ্চৈব সংভ্রান্তশ্চ তথাপরঃ ॥
অপসর্পস্তু বিজ্ঞেয়স্তথা চার্ধনিকুট্টকঃ।
দ্বাত্রিংশদেতে সংপ্রোক্তাস্ত্বঙ্গহারাস্তু নামতঃ ॥

৩২টি অঙ্গহার এইরূপ :—স্থিরহস্ত, পর্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, আক্ষিপ্তক, উদ্‌ঘট্টিত, বিষ্কম্ভ, অপরাজিত, বিষ্কম্ভাপসৃত, মত্তাক্রীড়, স্বস্তিকরেচিত, পার্শ্বস্বস্তিক, বৃশ্চিক, ভ্রমর, মত্তস্খলিতক, মদবিলসিত, গতিমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন, পরিবৃত্তিরেচিত, বৈশাখরেচিত, পরাবৃত্ত, অলাতক, পার্শ্বচ্ছেদ, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত, উদ্ধতক (উদ্‌বৃত্তক), আলীঢ়, রেচিত, আচ্ছুরিত, অক্ষিপ্তরেচিত, সংভ্রান্ত, অপসর্পিত, অর্ধনিকুট্টক।

১. দ্রঃ ২৪৭ থেকে।

অঙ্গহারের প্রয়োগ

২৮-২৯ (ক)। এষাং চৈব প্রবক্ষ্যামি প্রয়োগং করণাশ্রিতম্।
হস্তপাদপ্রচারস্তু যথা যোজ্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ॥
অঙ্গহারেষু বক্ষ্যামি তথাহং দ্বিজসত্তমাঃ।

করণের[১] উপরে নির্ভরশীল এদের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলব। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, অঙ্গহার সমূহে প্রযোক্তাগণ যেভাবে হস্তপদের সঞ্চালন করবেন তা আমি বলব।

করণ

২৯ (খ)-৩০ (ক)। সর্বেষামঙ্গহারাণাং নিষ্পত্তিঃ করণৈর্ভবেৎ।
তান্যহং সংপ্রবক্ষ্যামি নামতঃ কর্মতস্তথা॥

সকল অঙ্গহার সম্পন্ন হয় করণদ্বারা। সেইগুলির নাম ও ক্রিয়া বলব।

৩০ (খ)-৩৪ (ক)। হস্তপাদসমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ॥
দ্বে নৃত্তকরণে চৈব ভবতো নৃত্তমাতৃকা।
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভির্বাপ্যঙ্গহারস্তু মাতৃভিঃ॥
ত্রিভিঃ কলাপকো জ্ঞেয়ঃ চতুর্ভিঃ ষণ্ডকস্তথা।
পঞ্চৈব করণানি স্যুঃ সঙ্ঘাতক ইতি স্মৃতঃ॥
ষড়্ভির্বা সপ্তভির্বাপি অষ্টভির্নবভিস্তথা।
করণৈরিহ সংযুক্তা অঙ্গহারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
এতেষামিহ বক্ষ্যামি হস্তপাদবিকল্পনম্।

নৃত্যে হস্তপদের মিলিত সঞ্চালনকে বলে করণ। দুইটি নৃত্য করণে একটি নৃত্য মাতৃকা এবং দুই, তিন বা চারটি মাতৃকায় হয় একটি অঙ্গহার। তিনটি করণে হয় একটি কলাপক, চারটিতে একটি ষণ্ডক, এবং পাঁচটিতে হয় একটি সংঘাতক। অঙ্গহার ছয়, সাত, আট বা নয়টি করণ সংযুক্ত বলে কথিত। এখানে (করণ) সৃষ্টিকারী হস্তপদের সঞ্চালনের কথা বলব।

৩৪ (খ)-৫৫ (ক)। তলপুষ্পপুটং চৈব বর্তিতং চলিতোরু চ॥
অপবিদ্ধং সমনখং লীনং স্বস্তিকরেচিতম্।

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর—নর্তনাধ্যায় ৫৪৮ থেকে।

মণ্ডলং স্বস্তিকং চৈব নিকুট্টকমথাপি চ ॥
তথৈবার্ধনিকুট্টং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ।
অর্ধরেচিতকং চৈব বক্ষঃস্বস্তিকমেব চ ॥
উন্মত্তং স্বস্তিকং চৈব পৃষ্ঠস্বস্তিকমেব চ।
দিক্‌স্বস্তিকমলাতং চ তথা চৈব কটীসকম্ ॥
আক্ষিপ্তরেচিতং চৈব বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তকং তথা।
অর্ধস্বস্তিকমুদ্দিষ্টমঞ্চিতং চ তথাপরম্ ॥
ভুজঙ্গত্রাসিতং প্রোক্তং উর্দ্ধজানু তথৈব চ।
নিকুঞ্চিতং চ মত্তল্লি হ্বর্ধমত্তল্লি চৈব হি ॥
স্যাদ্রেচকনিকুট্টং চ তথা পাদাপবিদ্ধকম্।
ঘূর্ণিতং চৈব ললিতং বলিতং চ তথাপরম্ ॥
দণ্ডপক্ষং তথা চৈব ভুজঙ্গত্রস্তরেচিতম্।
নূপুরং চৈব সংপ্রোক্তং তথা বৈশাখরেচিতম্ ॥
ভ্রমরং চতুরং চৈব ভুজঙ্গাঞ্চিতমেব চ।
দণ্ডরেচিতকং চৈব তথা বৃশ্চিককুট্টিতম্ ॥
কটিভ্রান্তং 'তথা চৈব লতাবৃশ্চিকমেব চ।
ছিন্নং চ করণং প্রোক্তং তথা বৃশ্চিকরেচিতম্ ॥
বৃশ্চিকং ব্যংসিতং চৈব তথা পার্শ্বনিকুট্টকম্।
ললাটতিলকং ক্রান্তং কুঞ্চিতং চক্রমণ্ডলম্ ॥
উরোমণ্ডলমাক্ষিপ্তং তথা তলবিলাসিতম্।
অর্গলং'চাপি বিক্ষিপ্তমাবৃত্তং দোলপাদকম্ ॥
বিবৃত্তং বিনিবৃত্তং চ পার্শ্বক্রান্তং নিশুম্ভিতম্।
বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তমতিক্রান্তং বিবর্তিতকমেব চ ॥
গজক্রীড়িতকং চৈব তলসংস্ফোটিতং তথা।
গরুড়প্লুতকং চৈব গণ্ডসূচি তথাপরম্ ॥
পরিবৃত্তং সমুদ্দিষ্টং পার্শ্বজানু তথৈবচ।

গৃধ্রাবলীনকং চৈব সন্নতং সূচ্যথাপি চ ॥
অর্দ্ধসূচীতিকরণং সূচিবিদ্ধং তথৈব চ।
অপক্রান্তং চ সংপ্রোক্তং ময়ূরললিতং তথা ॥
সর্পিতং দণ্ডপাদং চ হরিণপ্লুতমেব চ।
প্রেঙ্খোলিতং নিতম্বং চ স্খলিতং করিহস্তকম্ ॥
সমর্পিতং সমুদ্দিষ্টং সিংহবিক্রীড়িতং তথা।
সিংহাকর্ষিতমুদ্বৃত্তং তথাঽপসৃতমেব চ ॥
তলসংঘট্টিতং চৈব জনিতং চাবহিত্থকম্।
নিবেশমেলকাক্রীড়মূরূদ্বৃত্তং তথৈব চ ॥
মদস্খলিতকং চৈব বিষ্ণুক্রান্তং তথৈব চ।
সংভ্রান্তমথ বিষ্কম্ভমুদ্ঘট্টিতমথাপি চ ॥
বৃষভক্রীড়িতং চৈব লোলিতং চ তথাপরম্।
নাগাপসর্পিতং চৈব শকটাস্যং তথৈব চ ॥
গঙ্গাবতরণং চৈবেত্যুক্তমষ্টাধিকং শতম্।

করণগুলির সংখ্যা ১০৮; এগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

তলপুষ্পপুট, বর্তিত, বলিতোরু, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, স্বস্তিকরেচিত, মণ্ডলস্বস্তিক, নিকুট্টক, অর্ধনিকুট্টক, কটিচ্ছিন্ন, অর্ধরেচিত, বক্ষঃস্বস্তিক, উন্মত্ত, স্বস্তিক, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিক্স্বস্তিক, অলাত, কটীসম, আক্ষিপ্তরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্ত, অর্ধস্বস্তিক, অঞ্চিত, ভুজঙ্গত্রাসিত, উর্ধ্বজানু, নিকুঞ্চিত, মত্তল্লি, অর্ধমতল্লি, রেচকনিকুট্ট, পদাপবিদ্ধক, বলিত, ঘূর্ণিত, ললিত, দণ্ডপক্ষ, ভুজঙ্গ, ত্রস্তরেচিত, নূপুর, বৈশাখরেচিত, ভ্রমরক, চতুর, ভুজঙ্গাঞ্চিতক, দণ্ডকরেচিত, বৃশ্চিক কুট্টিত, কটীভ্রান্ত, লতাবৃশ্চিক, ছিন্ন, বৃশ্চিকরেচিত, বৃশ্চিক, ব্যংসিত, পার্শ্বনিকুট্টন, ললাটতিলক, ক্রান্ত, কুঞ্চিত, চক্রমণ্ডল, উরোমণ্ডল, আক্ষিপ্ত, তলবিলাসিত, অর্গল, বিক্ষিপ্ত, আবৃত্ত, দোলপাদ, নিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, পার্শ্বক্রান্ত, নিশুম্ভিত, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, আতিক্রান্ত, বিবর্তিতক, গজক্রীড়িতক, তলসংস্ফোটিত, গরুড়প্লুতক, গণ্ডসূচী, পরিবৃত্ত, পার্শ্বজানু, গৃধ্রাবলীনক, সন্নত, সূচী, অর্ধসূচী, সূচীবিদ্ধ, অপক্রান্ত, ময়ূরললিত, সর্পিত, দণ্ডপাদ, হরিণপ্লুত, প্রেংখোলিত, নিতম্ব, স্খলিত, করিহস্ত, প্রসর্পিতপিতক, সিংহাবক্রীড়িত, সিংহাকর্ষিত, উদ্বৃত্ত, উপসৃত,

তলসংঘট্টিত, জনিত, অবহিত্থক, নিবেশ, এলকাক্রীড়িত, উরূদ্‌বৃত্ত, মদস্খলিত, বিষ্ণুক্রান্ত, সংভ্রান্ত, বিষ্কম্ভ, উদ্‌ঘট্টিত, বৃষভক্রীড়িত, লোলিতক, নাগাপসর্পিত, শকটাস্য, গঙ্গাবতরণ।

৫৫ (খ)-৫৬। নৃত্তে যুদ্ধে নিযুদ্ধে চ তথা গতিপরিক্রমে ॥
যানি স্থানানি যাশ্চার্যো ব্যায়ামে গদিতানি তু।
পাদপ্রচারস্তেষাং (তু) করণানাময়ং ভবেৎ ॥

নৃত্য, যুদ্ধ, নিযুদ্ধ[১], চলন, ও সাধারণ সঞ্চরণে এবং ব্যায়ামে যে সকল স্থান[২] ও চারী[৩] উক্ত হয়েছে সেই করণগুলিতে পাদসঞ্চালন এইরূপ হবে।

৫৭। যে চাপি নৃত্তহস্তাস্তু গদিতা নৃত্তকর্মণি।
তেষাং সমাসতো যোগঃ করণেষু বিভাব্যতে ॥

নৃত্যে যে সকল নৃত্তহস্ত[৪] বিহিত হয়েছে সেগুলি সংক্ষেপে করণে বুঝতে হবে।

৫৮। চার্যশ্চৈব তু যাঃ প্রোক্তা নৃত্তহস্তাস্তথৈব চ।
সা মাতৃকেতি বিজ্ঞেয়া তদ্যোগাৎ করণানি তু ॥

যে সকল চারী ও নৃত্তহস্তের কথা বলা হয়েছে সেগুলি মাতৃকা বলে বুঝতে হবে ; এদের যোগে করণসমূহ হয়।

৫৯। গতিপ্রচারে বক্ষ্যামি যুদ্ধচারীবিকল্পনম্।
যত্র তত্রাপি সংযোজ্যমাচার্যৈর্নাট্যশক্তিতঃ ॥

গতি প্রচারের আলোচনাবসরে যুদ্ধের উপযোগী চারীসমূহের আলোচনা করব। আচার্যগণ এগুলিকে যেখানে সেখানে নাট্যকলায় শক্তি অনুসারে প্রয়োগ করবেন।

৬০। প্রায়েণ করণে কার্যো বামো বক্ষঃস্থিতঃ করঃ।
চরণস্যানুগশ্চাপি দক্ষিণস্তু ভবেৎ করঃ ॥

করণে সাধারণতঃ বামহস্ত বক্ষস্থিত হবে, দক্ষিণহস্ত চরণের অনুগামী হবে।

১. দাঁড়িয়ে যুদ্ধ, সামনাসামনি যুদ্ধ বা ব্যক্তিগত সংগ্রাম।
২. ১১।৪৯ থেকে দ্রঃ।
৩. ১১।২ থেকে দ্রঃ।
৪. ৯।১৭৭ থেকে দ্রঃ।

৬১। হস্তপাদপ্রচারং তু কটিপার্শ্বোরুসংযুতম্।
উরঃ পৃষ্ঠোদরোপেতং নৃত্তমার্গে নিবোধত॥

নৃত্যে কটি, পার্শ্ব, উরু, বক্ষ, পৃষ্ঠ ও উদরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হস্ত ও পাদ-প্রচার শুনুন।

৬২। কটি জানুসমং যত্র কূর্পরাংসশিরস্তথা।
সমুন্নতমুরশ্চৈব সৌষ্ঠবং নাম তদ্ভবেৎ॥

যেখানে কটি, জানু, কূর্পর (কনুই), স্কন্ধ ও শির স্বাভাবিকভাবে থাকে এবং বক্ষ হয় উন্নত তার নাম সৌষ্ঠব।

৬৩। বামে পুষ্পপুটং পার্শ্বে পাদোঽগ্রতলসঞ্চরঃ।
তথা চ সন্নতং পার্শ্বং তলপুষ্পপুটং ভবেৎ॥

তলপুষ্পপুট—পুষ্পপুট হস্ত বামপার্শ্বে, চরণ অগ্রতলসঞ্চার, পার্শ্ব সন্নত।

৬৪। কুঞ্চিতৌ মণিবন্ধে তু ব্যাবৃতপরিবর্তিতৌ।
হস্তৌ নিপতিতৌ চোর্বোর্বর্তিতং করণং তু তৎ॥

বর্তিত—ব্যাবৃত্ত ও পরিবর্তিত হস্তদ্বয় মণিববন্ধে (কব্জা) বাঁকান, তারপর এইরূপ হস্ত উরুতে স্থাপিত।

৬৫। শুকতুণ্ডৌ যদা হস্তৌ ব্যাবৃত্তপরিবর্তিতৌ।
উরূ চ বলিতৌ যত্র বলিতোরু তদুচ্যতে॥

বলিতোরু—শুকতুণ্ডরূপ হস্তদ্বয়ে ব্যাবর্তিত ও পরিবর্তিত এবং উরুদ্বয় বলিতাকার করণীয়।

৬৬। আবৃত্য শুকতুণ্ডাখ্যং উরুপৃষ্ঠে নিপাতয়েৎ।
বক্ষস্থো বামহস্তশ্চাপ্যপবিদ্ধং তু তদ্ভবেৎ॥

অপবিদ্ধ—শুকতুণ্ডরূপে (দক্ষিণ) হস্ত (দক্ষিণ) উরুতে এবং বাম হস্ত বক্ষে স্থাপনীয়।

৬৭। শ্লিষ্টৌ সমনখৌ পাদৌ করৌ চাপি প্রলম্বিতৌ।
দেহঃ স্বাভাবিকো যত্র ভবেৎ সমনখং তু তৎ॥

সমনখ—সমনখাকার পদদ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করবে, হস্তদ্বয় হবে লম্বমান এবং দেহ থাকবে স্বাভাবিকভাবে।

৬৮। পতাকাঞ্জলি বক্ষঃস্থং প্রসারিতশিরোধরম্।
নিকুঞ্চিতাংসকূটং চ তল্লীনং করণং স্মৃতম্॥

লীন—দুইটি পতাকরূপ হস্ত অঞ্জলি আকারে বক্ষে স্থাপনীয়, গ্রীবা উচ্চ এবং স্কন্ধ অবনমিত।

৬৯। স্বস্তিকৌ রেচিতাবিদ্ধৌ বিশ্লিষ্টৌ কটিসংস্থিতৌ।
যত্র তৎ করণং জ্ঞেয়ং বুধৈঃ স্বস্তিকরেচিতম্॥

স্বস্তিকরেচিত—রেচিত ও আবিদ্ধ রূপ দুই হস্ত স্বস্তিকাকারে যুক্ত, তারপর বিশ্লিষ্ট এবং কটিদেশে স্থাপিত।

৭০। স্বস্তিকৌ তু করৌ কৃত্বা প্রাঙ্‌মুখোর্ধ্বতলৌ সমৌ।
তথা চ মণ্ডলং স্থানং মণ্ডলস্বস্তিকং তু তৎ॥

মণ্ডলস্বস্তিক—উর্ধ্বমুখ করতলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য স্বস্তিকাকারে হস্তদ্বয়ের উর্ধ্বে সঞ্চালন, দেহ মণ্ডলস্থানাকার।

৭১। নিকুট্টিতৌ যদা হস্তৌ স্ববাহুশিরসোঽন্তরে।
পাদৌ নিকুট্টিতৌ চৈব জ্ঞেয়ং তত্তু নিকুট্টকম্॥

নিকুট্টক[১]—হস্তদ্বয় বাহু ও মস্তকের মধ্যবর্তী স্থলে নিকুট্টিত পদদ্বয়ও অনুরূপ।

৭২। অঞ্চিতৌ বাহুশিরসী হস্তস্ত্বভিমুখাঙ্গুলিঃ।
নিকুট্টিতশ্চ পাদঃ স্যাৎ জ্ঞেয়মর্ধনিকুট্টকম্॥

অর্ধনিকুট্টক—অলপল্লবাকার হস্তদ্বয় স্কন্ধের দিকে কুঞ্চিত এবং পদদ্বয়ের উপরে নীচে সঞ্চালন।

৭৩। পর্য্যায়শঃ কটিচ্ছিন্না বাহূ শিরসি পল্লবৌ।
পুনঃ পুনশ্চ করণং কটিচ্ছিন্নং তু তদ্ভবেৎ॥

কটিচ্ছিন্ন—কটিদেশ পর্যায়ক্রমে ছিন্নাকার, পল্লবাকার হস্তদ্বয় পরপর বারংবার মস্তকে স্থাপিত।

৭৪। অপবিদ্ধঃ করঃ সূচ্যা পাদশ্চৈব নিকুট্টকঃ।
সন্নতং যত্র পার্শ্বং চ তদ্ভবেদর্ধরেচিতম্॥

১. কোহলের মতানুসারী অভিনবগুপ্তের মতে অঙ্গের উন্নমন বিনমন।

অর্ধরেচিত—সূচীমুখাকার[১] হস্ত অবাধে সঞ্চালিত হবে, পদদ্বয় পর পর উপরে নীচে সঞ্চালিত হবে, পার্শ্ব সন্নত থাকবে।

৭৫। স্বস্তিকৌ চরণৌ যত্র করৌ বক্ষসি রেচিতৌ।
নিকুঞ্চিতং তথা বক্ষো বক্ষঃস্বস্তিকমেব চ॥

বক্ষঃস্বস্তিক—পদদ্বয় স্বস্তিকাকার, নিকুঞ্চিত বক্ষে রেচিত হস্তদ্বয় ঐভাবে আনীত।

৭৬। অঞ্চিতেন তু পাদেন রেচিতৌ তু করৌ যদা।
উন্মত্তং করণং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নৃত্তকোবিদৈঃ॥

উন্মত্ত—পদদ্বয় অঞ্চিত এবং হস্তদ্বয় রেচিত।

৭৭। উভাভ্যাং হস্তপাদাভ্যাং ভবতঃ স্বস্তিকৌ যদা।
তৎস্বস্তিকমিতি প্রোক্তং করণং করণার্থিভিঃ॥

স্বস্তিক—হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় যথাক্রমে স্বস্তিকাকারে যুক্ত হবে।

৭৮। বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তবাহুভ্যাং স্বস্তিকৌ চরণৌ যদা।
অপক্রান্তার্ধসূচিভ্যাং তৎপৃষ্ঠস্বস্তিকং ভবেৎ॥

পৃষ্ঠস্বস্তিক—উৎক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত বাহুযুগল স্বস্তিকাকারে যুক্ত, অপক্রান্ত ও অর্ধসূচী চারী সহ পদদ্বয় স্বস্তিকাকারে যুক্ত।

৭৯। পার্শ্বয়োরগ্রতশ্চৈব যত্র শ্লিষ্টঃ গতো ভবেৎ।
স্বস্তিকো হস্তপাদাভ্যাং তদ্দিক্ স্বস্তিকমুচ্যতে॥

দিক্‌স্বস্তিক—একটি গতিতে পার্শ্বে ও সম্মুখে ঘুরে যাওয়া এবং হস্ত ও পদদ্বারা স্বস্তিক গঠন করা।

৮০। অলাতং চরণং কৃত্বা ব্যংসয়েদ্ দক্ষিণং করম্।
ঊর্ধ্বজানুক্রমং চৈব অলাতকরণং ভবেৎ॥

অলাত—অলাতচারীর পরে হস্ত স্কন্ধের (সমস্থল) থেকে অবনামিত করা, তারপর ঊর্ধ্বজানু চারী।

৮১। স্বস্তিকাপসৃতঃ পাদঃ করৌ নাভিকটিস্থিতৌ।
পার্শ্বমুদ্বাহিতং চৈব করণং তৎকটীসমম্॥

---

১. মূলে অপবিদ্ধ শব্দে অভিনবগুপ্ত সূচীমুখ বুঝেছেন।

কটিসম—স্বস্তিক করণের পরে পদদ্বয় বিশ্লিষ্ট, দুই হস্তের একটি নাভিতে অপরটি কটিতে স্থাপিত, পার্শ্বদ্বয়ের উদ্বাহিত অবস্থা।

৮২। হস্তো হৃদি ভবেদ্বামঃ সব্যশ্চাক্ষিপ্তরেচিতঃ।
রেচিতশ্চাপবিদ্ধশ্চ তৎ স্যাদাক্ষিপ্তরেচিতম্॥

আক্ষিপ্তরেচিত—বামহস্ত হৃৎপিণ্ডের উপরে, রেচিত বামহস্ত উর্ধ্বদিকে এবং পার্শ্বে রক্ষিত এবং তারপর অপবিদ্ধভঙ্গীতে হস্তদ্বয় হবে রেচিত।

৮৩। বিক্ষিপ্তং হস্তপাদং তু তস্যৈবাক্ষেপণং পুনঃ।
যত্র তৎ করণং জ্ঞেয়ং বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তকং দ্বিজাঃ॥

বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক—হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় প্রথমে উৎক্ষিপ্ত, পরে অধোভাবে স্থাপিত।

৮৪। স্বস্তিকৌ চরণৌ কৃত্বা করিহস্তং চ দক্ষিণম্।
বক্ষঃস্থানে তথা বামমর্ধস্বস্তিকমাদিশেৎ॥

অর্ধস্বস্তিক—পদদ্বয় স্বস্তিকাকার, দক্ষিণহস্ত করিহস্ত ভঙ্গীতে এবং বামহস্ত বক্ষে স্থাপিত।

৮৫। ব্যাবৃত্তপরিবৃত্তস্তু স এব তু করো যদা।
অঞ্চিতো নাসিকাগ্রে তু তদঞ্চিতমুদাহৃতম্॥

অঞ্চিত—অর্ধস্বস্তিকে করিহস্তের পর্যায়ক্রমে হবে ব্যাবর্তিত ও পরিবর্তিত সঞ্চালন এবং পরে নাসাগ্রে কুঞ্চিত।

৮৬। কুঞ্চিতং পাদমুৎক্ষিপ্য ত্র্যস্রমূরুং নিবর্তয়েৎ।
কটিজানু নিবৃত্তৌ চ ভুজঙ্গত্রাসিতং ভবেৎ॥

ভুজঙ্গত্রাসিত—কুঞ্চিত পদদ্বয় উৎক্ষিপ্ত, উরুর তির্যক্ নিবর্তনগতি, কটি এবং উরুরও একই গতি।

৮৭। কুঞ্চিতং পাদমুৎক্ষিপ্য জানু হস্তং সমং ন্যসেৎ।
প্রয়োগবশগৌ হস্তাবূর্ধ্বজানু প্রকীর্তিতম্॥

উর্ধ্বজানু—একটি কুঞ্চিত পদ উৎক্ষিপ্ত, জানু বক্ষের সমসূত্রে উর্ধ্বে স্থাপিত এবং উভয় হস্ত নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত।

৮৮। করণং বৃশ্চিকং কৃত্বা করং পার্শ্বে নিকুঞ্চয়েৎ।
নাসাগ্রে দক্ষিণং চৈব জ্ঞেয়ং তদ্ধি নিকুঞ্চিতম্॥

নিকুঞ্চিত—বৃশ্চিক করণের ন্যায় পদদ্বয়ের গতি, হস্তদ্বয় পার্শ্বে কুঞ্চিত, দক্ষিণহস্ত নাসাগ্রে।

৮৯। বামদক্ষিণপাদাভ্যাং ঘূর্ণমানোপসর্পণৈঃ।
উদ্বেষ্টিতাপবিদ্ধৈশ্চ হস্তৈর্মত্তল্ল্যুদাহৃতম্॥

মতল্লি—উভয়পদ পশ্চাৎদিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ঘূর্ণায়মান গতি, উদ্বেষ্টিত ও অপবিদ্ধ গতিতে হস্ত সঞ্চালন।

৯০। স্খলিতাপসৃতৌ পাদৌ বামহস্তশ্চ রেচিতঃ।
সব্যহস্তঃ কটিস্থঃ স্যাদর্ধমত্তল্লিমাদিশেৎ॥

অর্ধমতল্লি—স্খলিত করণের অবস্থান থেকে পদদ্বয় আকৃষ্ট[1]। বামহস্ত রেচিত এবং পরে কটিদেশে স্থাপিত।

৯১। রেচিতো দক্ষিণো হস্তঃ পাদঃ সব্যো নিকুট্টিতঃ।
দোলা চৈব ভবেদ্বামস্তদ্রেচকনিকুট্টকম্॥

রেচিতনিকুট্টিত—দক্ষিণ হস্ত রেচিত, বামপদ উদ্ঘট্টিত[2] এবং বাম হস্ত দোলাকার।

৯২। কার্যৌ নাভিতটে হস্তৌ প্রাঙ্‌মুখৌ কটকামুখৌ।
সূচীবিদ্ধাবপক্রান্তৌ পাদৌ পাদাপবিদ্ধকে॥

পাদাপবিদ্ধক—কটকামুখাকার হস্তদ্বয়ের সম্মুখের দিকে মুখ করে নাভিদেশে অবস্থান, পদদ্বয় সূচী এবং (পরে) অপক্রান্ত চারী।

৯৩। অপবিদ্ধো ভবেদ্ধস্তঃ সূচীপাদস্তথৈব চ।
তথা ত্রিকং বিবৃত্তং চ বলিতং নাম তদ্ভবেৎ॥

বলিত—হস্তদ্বয় অপবিদ্ধ, পদদ্বয় সূচীচারীতে স্থিত, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত।

---

১. স্খলিত অবস্থা থেকে পদদ্বয়কে সরিয়ে নেওয়া।

২. নিকুট্টিত (অভিনবগুপ্ত)। পূর্বে ৭১ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রঃ।

৯৪। বর্তিতো ঘূর্ণিতঃ সব্যো হস্তো বামশ্চ দোলিতঃ।
স্বস্তিকাপসৃতঃ পাদঃ করণং ঘূর্ণিতং তু তৎ ॥

ঘূর্ণিত—দক্ষিণ[১] হস্ত বর্তিত ও ঘূর্ণিত, বামহস্ত দোলাকার, স্বস্তিকাবস্থা থেকে পদদ্বয় অপসৃত।

৯৫। করিহস্তো ভবেদ্বামো দক্ষিণশ্চ বিবর্তিতঃ।
বহুশঃ কুট্টিতঃ পাদো জ্ঞেয়ং তল্ললিতং বুধৈঃ ॥

ললিত—বামহস্ত করিহস্তাকার, দক্ষিণহস্ত পুনরায় অপবর্তিত (এক পাশে ঘোরান), পদদ্বয়ের উর্ধ্ব ও অধোগতি।[২]

৯৬। উর্ধ্বজানু বিধায়াথ তস্যোপরি লতাং ন্যসেৎ।
দণ্ডপক্ষং তু তৎ প্রোক্তং করণং নৃত্তবেদিভিঃ ॥

দণ্ডপক্ষ—উর্ধ্বজানুচারী, লতাকার হস্তদ্বয় জানুতে স্থাপিত।

৯৭। ভুজঙ্গত্রাসিতং কৃত্বা যত্রোভাবপি রেচিতৌ।
বামপার্শ্বস্থিতৌ হস্তৌ ভুজঙ্গত্রস্তরেচিতম্ ॥

ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত—পদদ্বয়ে ভুজঙ্গত্রস্তচারী, হস্তদ্বয় রেচিত এবং বামপার্শ্বে আনীত।

৯৮। ত্রিকং সুবলিতং কৃত্বা লতারেচিতকৌ করৌ।
নূপুরং চ তথা পাদং করণে নূপুরে ন্যসেৎ ॥

নূপুর—মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ মনোজ্ঞরূপে ঘূর্ণিত, হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে লতা ও রেচিত আকার এবং পদদ্বয়ে নূপুরপাদচারী।

৯৯। রেচিতৌ হস্তপাদৌ চ কটিগ্রীবৌ চ রেচিতৌ।
বৈশাখস্থানকেনৈতৎ ভবেদ্বৈশাখরেচিতম্ ॥

বৈশাখরেচিত—হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় রেচিত, অতএব কটি, গ্রীবা ও সমগ্র দেহ বৈশাখ স্থানের অবস্থায় স্থিত।

---

১. সব্য—সাধারণতঃ বাম বুঝালেও এই শব্দ দক্ষিণকেও বোঝায়। এখানে যেহেতু পরে বাম আছে সেইজন্য সব্য শব্দে দক্ষিণ বুঝতে হবে।

২. ৯।১৯১ দ্রঃ।

১০০। আক্ষিপ্তঃ স্বস্তিকঃ পাদঃ করৌ চোদ্বেষ্টিতৌ তথা।
ত্রিকস্য বলনাচ্চৈব জ্ঞেয়ং ভ্রমরকং তু তৎ ॥

ভ্রমরক—আক্ষিপ্তচারীতে স্বস্তিকাকার পদদ্বয়, হস্তদ্বয়ে উদ্বেষ্টিত গতি, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত।

১০১। অঞ্চিতঃ স্যাৎ করো বামঃ সব্যশ্চতুর এব চ।
দক্ষিণঃ কুট্টিতঃ পাদঃ চতুরং তৎ প্রকীর্তিতম্ ॥

চতুর—বামহস্তে অঞ্চিত[1] আকার, দক্ষিণ হস্তে চতুরভঙ্গী, দক্ষিণ পদে কুট্টিত আকার।

১০২। ভুজঙ্গত্রাসিতঃ পাদো রেচিতো দক্ষিণঃ করঃ।
লতাখ্যশ্চ করো বামো ভুজঙ্গাঞ্চিতকং ভবেৎ ॥

ভুজঙ্গাঞ্চিত—পদদ্বয়ে ভুজঙ্গত্রাসিতচারী, দক্ষিণ হস্ত রেচিত, বামহস্তে লতাভঙ্গী।

১০৩। বিক্ষিপ্তং হস্তপাদং তু সমন্তাৎ যত্র দণ্ডবৎ।
রেচ্যতে তদ্ধি করণং জ্ঞেয়ং দণ্ডকরেচিতম্ ॥

দণ্ডকরেচিত—দণ্ডের ন্যায় হস্ত পদ অবাধে সব দিকে নিক্ষিপ্ত, পরে হস্ত পদ রেচিত।

১০৪। বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা দ্বাবপ্যথ নিকুট্টিতৌ।
বিধাতব্যৌ করৌ তদ্ধি জ্ঞেয়ং বৃশ্চিককুট্টিতম্ ॥

বৃশ্চিককুট্টিত—প্রথমে বৃশ্চিককরণ, পরে হস্তদ্বয়ে নিকুট্টিত গতি।

১০৫। সূচীং কৃত্বাপবিদ্ধং চ দক্ষিণং চরণং ন্যসেৎ।
রেচিতা চ কটির্যত্র কটিভ্রান্তং তদুচ্যতে ॥

কটিভ্রান্ত—সূচীচারী, দক্ষিণ হস্তে অপবিদ্ধ ভঙ্গী এবং কটি ঘূর্ণিত।

১০৬। অঞ্চিতঃ পৃষ্ঠতঃ পাদঃ কুঞ্চিতোর্ধ্বতলাঙ্গুলিঃ।
লতাখ্যশ্চ করো বামস্তল্লতাবৃশ্চিকং ভবেৎ ॥

লতাবৃশ্চিক—একটি পদ অঞ্চিত ও পশ্চামুখ, বামহস্ত লতাকার, করতল ও অঙ্গুলি সমূহ কুঞ্চিত ও উর্ধ্বমুখ।

---

১. অলপল্লব (অভিনবগুপ্ত)।

১০৭। অলপদ্মঃ কটীদেশে ছিন্না পর্যায়শঃ কটী।
বৈশাখস্থানকেনেহ তচ্ছিন্নং করণং ভবেৎ ॥

ছিন্ন—ছিন্নাকার কটিতে অলপদ্ম হস্ত স্থাপিত, দেহ বৈশাখস্থানে অবস্থিত।

১০৮। বৃশ্চিকং চরণং কৃত্বা স্বস্তিকৌ চ করাবুভৌ।
রেচিতাপস্থতৌ চৈব কার্যং বৃশ্চিকরেচিতম্ ॥

বৃশ্চিকরেচিত—বৃশ্চিককরণ, স্বস্তিকাকার হস্তদ্বয় ক্রমে হবে রেচিত এবং বিপ্রকীর্ণ ভঙ্গীতে স্থিত।

১০৯। বাহুশীর্ষাঞ্চিতৌ হস্তৌ পাদঃ পৃষ্ঠাঞ্চিতস্তথা।
দূরসন্নতপৃষ্ঠং চ বৃশ্চিকং তৎপ্রকীর্তিতম্ ॥

বৃশ্চিক—কুঞ্চিত হস্তদ্বয় স্কন্ধোপরি স্থাপিত, একটি কুঞ্চিত পদ পশ্চান্মুখ।

১১০। আলীঢ়ং স্থানকং যত্র করৌ বক্ষসি রেচিতৌ।
উর্ধ্বাধৌ বিপ্রকীর্ণৌ চ ব্যংসিতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥

ব্যংসিত—আলীঢ় স্থান, হস্তদ্বয় রেচিত এবং বক্ষের উপরে স্থাপিত, পরে বিপ্রকীর্ণভঙ্গীতে উর্ধ্ব ও অধোগতি।

১১১। হস্তৌ তু স্বস্তিকৌ পার্শ্বে তথা পাদো নিকুট্টিতঃ।
যত্র তৎ করণং জ্ঞেয়ং বুধৈঃ পার্শ্বনিকুট্টকম্ ॥

পার্শ্বনিকুট্টক—স্বাস্তিকাকার হস্তদ্বয় এক পার্শ্বে স্থাপিত, পদদ্বয় নিকুট্টিত[১]।

১১২। বৃশ্চিকং চরণং কৃত্বা পাদস্যাঙ্গুষ্ঠকেন তু।
ললাটে তিলকং কুর্যাল্ললাটতিলকং চ তৎ ॥

ললাটতিলক—বৃশ্চিককরণের পরে একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কপালে তিলক অংকিত।

১১৩। পৃষ্ঠতঃ কুঞ্চিতং কুর্যাদতিক্রান্তং সমন্ততঃ।
আক্ষিপ্তৌ চ করৌ কার্যৌ ক্রান্তকে করণে দ্বিজাঃ ॥

ক্রান্তক—একটি পদকে পৃষ্ঠের পশ্চাতে কুঞ্চিত করতে হবে, তৎপর অতিক্রান্ত চারী, পরে হস্তদ্বয় অধোভাগে নিক্ষিপ্ত।

১. ৭১ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রঃ।

১১৪। আঞ্চঃ পাদোঽঞ্চিতঃ কার্যঃ সব্যহস্তশ্চ কুঞ্চিতঃ।
উত্তানো বামপার্শ্বশ্চ তৎকুঞ্চিতমুদাহৃতম্ ॥

কুঞ্চিত—একপদ অঞ্চিত, ঊর্ধ্বমুখ করতলসহ বামহস্ত বামপার্শ্বে স্থাপিত।

১১৫। প্রলম্বিতাভ্যাং বাহুভ্যাং যদ্ গাত্রেণানতেন চ।
অভ্যন্তরাপবিদ্ধঃ স্যাৎ তজ্‌জ্ঞেয়ং চক্রমণ্ডলম্ ॥

চক্রমণ্ডল—কুঞ্চিত ও সোজাসুজি লম্বমান বাহুদ্বয়ের অন্তর্বর্তী স্থলে স্থিত দেহসহ অভ্যন্তর অপবিদ্ধ[১] চারী করণীয়।

১১৬। স্বস্তিকাপসৃতৌ পাদাবপবিদ্ধক্রমৌ যদা।
উরোমণ্ডলিকো হস্ত উরোমণ্ডলকং তু তৎ ॥

উরোমণ্ডল—পদদ্বয় স্বস্তিকাবস্থা থেকে আকৃষ্ট এবং অপবিদ্ধ চারীতে প্রযুক্ত এবং হস্তদ্বয়ে উরোমণ্ডলভঙ্গী।

১১৭। আক্ষিপ্তহস্তপাদং চ ক্রিয়তে যত্র বেগতঃ।
আক্ষিপ্তং করণং নাম তদ্বিজ্ঞেয়ং দ্বিজর্ষভাঃ ॥

আক্ষিপ্ত—এতে হস্তপদ দ্রুতগতিতে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হবে।

১১৮। ঊর্ধ্বাঙ্গুলিতলঃ পাদঃ পার্শ্বেণোর্ধ্বং প্রসারিতঃ।
প্রকুর্যাদঞ্চিততলৌ হস্তৌ তলবিলাসিতে ॥

তলবিলাসিত—ঊর্ধ্বমুখ অঙ্গুলি ও পদতল যুক্ত পদ এক পার্শ্বে ঊর্ধ্বে প্রসারিত এবং করতল কুঞ্চিত।

১১৯। পৃষ্ঠতঃ প্রসৃতঃ পাদো দ্বৌ তালাবর্ধমেব চ।
তস্যৈবানুগতো হস্তঃ পুরতস্ত্বর্গলং তু তৎ ॥

অর্গল—পদদ্বয় পশ্চাৎ দিকে প্রসারিত এবং আড়াই তাল ব্যবধানে রক্ষিত, হস্তদ্বয়ের অনুগমন।

১২০। বিক্ষিপ্তং হস্তপাদং তু পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽথবা।
একমার্গগতং যত্র তদ্বিক্ষিপ্তমুদাহৃতম্ ॥

বিক্ষিপ্ত—হস্তপদ একই ভাবে পশ্চাৎদিকে ও পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত।

---

১. অড্ডিতা চারী (অভিনবগুপ্ত)। ১১৷২২ দ্রঃ।

১২১। প্রসার্য কুঞ্চিতং পাদং পুনরাবর্তয়েদ্ দ্রুতম্।
প্রয়োগবশগৌ হস্তৌ তদাবৃত্তমুদাহৃতম্ ॥

আবর্ত—কুঞ্চিত পদদ্বয় সম্মুখে স্থাপিত এবং নৃত্যের উপযোগী হস্তদ্বয় দ্রুত সঞ্চালিত।

১২২। কুঞ্চিতং পাদমুৎক্ষিপ্য পার্শ্বাৎ পার্শ্বং তু দোলয়েৎ।
প্রয়োগবশগৌ হস্তৌ দোলাপাদং প্রকীর্তিতম্ ॥

দোলাপাদ—কুঞ্চিত পদদ্বয় উৎক্ষিপ্ত এবং হস্তদ্বয় নৃত্যের উপযোগী হয়ে এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বে আন্দোলিত।

১২৩। আক্ষিপ্তং হস্তপাদং চ ত্রিকং চৈব বিবর্তিতম্।
রেচিতৌ চ তথা হস্তৌ বিবৃত্তে করণে দ্বিজাঃ ॥

বিবৃত্ত—প্রথমে হস্তপদ আক্ষিপ্ত, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত এবং হস্তদ্বয় রেচিত।

১২৪। সূচীবিদ্ধং বিধায়াথ ত্রিকং তু বিনিবর্তয়েৎ।
করৌ তু রেচিতৌ কার্যৌ বিনিবৃত্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥

বিনিবৃত্ত—সূচী চারী, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত এবং হস্তদ্বয় রেচিত।

১২৫। পার্শ্বক্রান্তক্রমং কৃত্বা পুরস্তাদথ পাতয়েৎ।
প্রয়োগবশগৌ হস্তৌ পার্শ্বক্রান্তমুদাহৃতম্ ॥

পার্শ্বক্রান্ত—পার্শ্বক্রান্ত চারী, হস্তদ্বয় সম্মুখে বিক্ষিপ্ত, এবং নৃত্যের উপযোগী করে সঞ্চালিত।

১২৬। পৃষ্ঠতঃ কুঞ্চিতৌ পাদৌ বক্ষশ্চৈব সমুন্নতম্।
তিলকে চ করঃ স্থাপ্যস্তন্নিশুম্ভিতমুচ্যতে ॥

নিশুম্ভিত—একপদ পশ্চাদ্দিকে কুঞ্চিত, বক্ষ উন্নমিত, হস্ত তিলকে স্থাপিত।

১২৭। পৃষ্ঠতো বলিতং পাদং শিরোঘৃষ্টং প্রসারয়েৎ।
হস্তৌ চ মণ্ডলাবিদ্ধৌ বিদ্যুদ্ভ্রান্তং তদুচ্যতে ॥

বিদ্যুদ্ভ্রান্ত—পদ পশ্চাৎদিকে ঘূর্ণিত, মণ্ডলাবিদ্ধ আকারে হস্তদ্বয় মস্তকের অতি সন্নিকট পর্যন্ত প্রসারিত।

১২৮। অতিক্রান্তক্রমং কৃত্বা পুরস্তাৎ সংপ্রসারয়েৎ।
প্রয়োগবশগৌ হস্তৌ অতিক্রান্তে প্রকীর্তিতৌ ॥

অতিক্রান্ত—অতিক্রান্ত চারী, নৃত্যের উপযোগী করে হস্তদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত।

১২৯। আক্ষিপ্তং হস্তপাদং চ ত্রিকং চৈব বিবর্তিতম্।
পুনশ্চ রেচয়েদ্ধস্তং বিবর্তিতকমেব তৎ॥

বিবর্তিতক—হস্তপদ আক্ষিপ্ত, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত এবং হস্তদ্বয় রেচিত।

১৩০। কর্ণেঽবস্থিতঃ করো বামো লতাহস্তশ্চ দক্ষিণঃ।
দোলাপাদস্তদা চৈব গজক্রীড়িতকে ভবেৎ॥

গজক্রীড়িত—বাম হস্ত কুঞ্চিত ও (বাম) কর্ণের নিকট আনীত, দক্ষিণ হস্ত লতাকার এবং পদদ্বয়ে দোলাপাদ চারী।

১৩১। দ্রুতমুৎক্ষিপ্য চরণং পুরস্তাদথ পাতয়েৎ।
তলসংস্ফোটিতৌ হস্তৌ তলসংস্ফোটিতে স্মৃতৌ॥

তলসংস্ফোটিত—একপদ দ্রুত উৎক্ষিপ্ত এবং সম্মুখে প্রসারিত, দুই হস্তে তলসংস্ফোট ভঙ্গী।

১৩২। পৃষ্ঠপ্রসারিতঃ পাদঃ লতারেচিতকৌ করৌ।
সমুন্নতমুরশ্চৈব গরুড়প্লুতকে ভবেৎ॥

গরুড়প্লুতক—পদদ্বয় পশ্চাৎদিকে প্রসারিত, দক্ষিণ ও বাম হস্ত যথাক্রমে লতাকার ও রেচিতাকার, বক্ষ উন্নত।

১৩৩। সূচীপাদোন্নতং পার্শ্বং একো বক্ষঃস্থিতঃ করঃ।
দ্বিতীয়শ্চাঞ্চিতো গণ্ডে গণ্ডসূচি তদুচ্যতে॥

গণ্ডসূচী—পদদ্বয় সূচী, পার্শ্ব উন্নত, এক হস্ত বক্ষের উপরে, অপর হস্ত নত হয়ে গণ্ড স্পর্শ করবে।

১৩৪। উর্ধ্বাবেষ্টিতৌ হস্তৌ সূচীপাদো বিবর্তিতঃ।
পরিবৃত্তত্রিকশ্চৈব পরিবৃত্তং তদুচ্যতে॥

পরিবৃত্ত—হস্তদ্বয় অপবেষ্টিত ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত, পদদ্বয় সূচী, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত।

১৩৫। একঃ সমস্থিতঃ পাদ উরুপার্শ্বে স্থিতোঽপরঃ।
মুষ্টিহস্তশ্চ বক্ষঃস্থঃ পার্শ্বজানু তদুচ্যতে॥

পার্শ্বজানু—একপদ সম-অবস্থায়, বিপরীত উরু উৎক্ষিপ্ত, একটি মুষ্টি হস্ত বক্ষোপরি স্থাপিত।

১৩৬। পৃষ্ঠপ্রসারিতঃ পাদঃ কিঞ্চিদঞ্চিতজানুকঃ।
যত্র প্রসারিতৌ বাহু তৎস্যাৎ গৃধ্রাবলীনকম্‌ ॥

গৃধ্রাবলীনক—একপদ পশ্চাৎদিকে প্রসারিত এবং এক জানু ঈষৎ কুঞ্চিত এবং বাহুদ্বয় প্রসারিত।

১৩৭। উৎপত্য চরণৌ কার্যাবগ্রতঃ স্বস্তিকস্থিতৌ।
সন্নতৌ চ তথা হস্তৌ সন্নতং তদুদাহৃতম্‌ ॥

সন্নত[১]—লম্ফের পরে পদদ্বয় স্বস্তিকাকারে সম্মুখে প্রসারিত এবং হস্তদ্বয়ে সন্নত ভঙ্গী।

১৩৮। কুঞ্চিতং পাদমুৎক্ষিপ্য কুর্যাদগ্রস্থিতং ভুবি।
প্রয়োগবশগৌ হস্তৌ তৎসূচি পরিকীর্তিতম্‌ ॥

সূচী—একটি কুঞ্চিত পদ উৎক্ষিপ্ত ও সম্মুখে ভূমিতে স্থাপিত এবং হস্তদ্বয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১৩৯। অলপদ্মঃ শিরোদেশে সূচীপাদশ্চ দক্ষিণঃ।
যত্র তৎ করণং জ্ঞেয়মর্ধসূচীতি নামতঃ ॥

অর্ধসূচী—অলপদ্ম হস্ত মস্তকে স্থাপিত, দক্ষিণপদে সূচী অবস্থা।

১৪০। পাদসূচ্যা যদা পাদৌ দ্বিতীয়স্তুপ্রপীড্যতে।
কটিবক্ষঃস্থিতৌ হস্তৌ সূচীবিদ্ধং তদুচ্যতে ॥

সূচীবিদ্ধ—সূচী চারীর একপদ অপরপদের গোড়ালিতে স্থাপিত, হস্তদ্বয় যথাক্রমে কটি ও বক্ষে স্থাপিত।

১৪১। কৃত্বোরুবলিতং পাদমপক্রান্তক্রমং ন্যসেৎ।
প্রয়োগবশগৌ হস্তাবপক্রান্তং তদুচ্যতে ॥

অপক্রান্ত—বলিতোরুর পরে অপক্রান্ত চারী করণীয়, হস্তদ্বয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সঞ্চালিত।

১৪২। বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা রেচিতৌ চ তথাকরৌ।
তথা ত্রিকং বিবৃত্তং চ ময়ূরললিতং ভবেৎ ॥

ময়ূরললিত—বৃশ্চিকচারীর পরে হস্তদ্বয় রেচিত এবং মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত।

১. দোলাহস্ত (অভিনবগুপ্ত)।

১৪৩। অঞ্চিতাপসৃতৌ পাদৌ শিরশ্চ পরিবাহিতম্।
রেচিতৌ চ করৌ যত্র তৎ সর্পিতমুদাহৃতম্॥

সর্পিত—অঞ্চিত অবস্থা থেকে পদদ্বয় অপসারিত, মস্তকে পরিবাহিত ভঙ্গী, হস্তদ্বয় রেচিত।

১৪৪। নূপুরং চরণং কৃত্বা দণ্ডপাদং প্রসারয়েৎ।
ক্ষিপ্রবিদ্ধং করং চৈব দণ্ডপাদং তদুচ্যতে॥

দণ্ডপাদ—নূপুরচারীর পরে দণ্ডপাদ চারী এবং আবিদ্ধ হস্তের দ্রুত প্রদর্শন।

১৪৫। অতিক্রান্তং ক্রমং কৃত্বা সমুৎপ্লুত্য নিবর্তয়েৎ।
জঙ্ঘাঞ্চিতোপরিক্ষিপ্তা তদ্বিজ্ঞাদ্ধরিণপ্লুতম্॥

হরিণপ্লুত—অতিক্রান্তা চারীর পরে লম্ফদান পূর্বক বিরতি এবং তারপর একটি জংঘা কুঞ্চিত ও উৎক্ষিপ্ত।

১৪৬। দোলাপাদক্রমং কৃত্বা সমুৎপ্লুত্য নিপাতয়েৎ।
পরিবৃত্তং ত্রিকং চ তৎ প্রেঙ্খোলিতকমুচ্যতে॥

প্রেংখোলিতক—দোলাপাদ চারীর পরে লম্ফদান এবং মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের ভ্রমরচারীতে ঘূর্ণন ও বিরতি।

১৪৭। ভুজাবূর্ধ্ববিনিষ্ক্রান্তৌ হস্তৌ চাভিমুখাঙ্গুলী।
বদ্ধাচারী তথা চৈব নিতম্বে করণে ভবেৎ॥

নিতম্ব—প্রথমে বাহুদ্বয় উৎক্ষিপ্ত, হস্তাঙ্গুলি ঊর্ধ্বমুখ এবং বদ্ধাচারী অনুষ্ঠেয়।

১৪৮। দোলপাদক্রমং কৃত্বা হস্তৌ তদনুগাবুভৌ।
রেচিতৌ ঘূর্ণিতৌ বাপি স্খলিতং করণং ভবেৎ॥

স্খলিত—দোলাপাদাচরীর পরে রেচিতাকার হস্তদ্বয় ওর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘূর্ণিত।

১৪৯। বামো বক্ষঃস্থিতো হস্তঃ প্রোদ্বেষ্টিততলোঽপরঃ।
অঞ্চিতশ্চরণশ্চৈব প্রযোজ্যঃ করিহস্তকে॥

করিহস্ত—বামহস্ত বক্ষে স্থাপিত, অপর হস্তের করতল প্রোদ্বেষ্টিততল, পদদ্বয় অঞ্চিত।

১৫০। একস্তু রেচিতো হস্তো লতাখ্যশ্চ তথাপরঃ।
সংসর্পিততলৌ পাদৌ প্রসর্পিতকমেব তৎ ॥

প্রসর্পিতক—এক হস্ত রেচিত, অপর হস্ত লতাকার, পদদ্বয় সংসর্পিততল।

১৫১। অলাতকং পুরঃ কৃত্বা দ্বিতীয়শ্চ দ্রুতক্রমম্।
হস্তৌ পাদানুগৌ চাপি সিংহবিক্রীড়িতে স্মৃতৌ ॥

সিংহবিক্রীড়িত—অলাতা চারীর পরে দ্রুত গতিতে চলা এবং হস্তদ্বয় পদদ্বয়ের অনুগামী।

১৫২। পৃষ্ঠপ্রসর্পিতঃ পাদঃ কুঞ্চিতাবর্তিতৌ করৌ।
পুরস্তথৈব কর্তব্যৌ সিংহাকর্ষিতকে দ্বিজাঃ ॥

সিংহাকর্ষিত—একপদ পশ্চাতে প্রসারিত, হস্তদ্বয় কুঞ্চিত, সম্মুখে ঘূর্ণিত এবং পুনরায় কুঞ্চিত।

১৫৩। আক্ষিপ্তহস্তমাক্ষিপ্তপাদমাক্ষিপ্তদেহকম্।
উদ্বৃত্তগাত্রমিত্যেতদুদ্বৃত্তং করণং স্মৃতম্ ॥

উদ্বৃত্ত—হস্ত, পদ ও সমগ্র দেহ আক্ষিপ্ত এবং পরে উদ্বৃত্তা চারী।

১৫৪। আক্ষিপ্তশ্চরণঃ কার্যো হস্তৌ তস্যৈব চানুগৌ।
আনতং চ তথা গাত্রং তথোপসৃতকং স্মৃতম্ ॥

উপসৃতক—আক্ষিপ্তা চারী এবং চারীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হস্তদ্বয়।

১৫৫। দোলাপাদক্রমং কৃত্বা তলসংঘট্টিতৌ করৌ।
রেচয়েচ্চ করং বামং তলসংঘট্টিতে তথা ॥

তলসংঘটিত—দোলাপাদা চারী, করতলদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষ, বামহস্ত রেচিত।

১৫৬। একো বক্ষঃস্থিতো হস্তো দ্বিতীয়শ্চ প্রলম্বিতঃ।
লতাগ্রসংস্থিতঃ পাদো জনিতে করণে ভবেৎ ॥

জনিত—এক হস্ত বক্ষোপরি স্থাপিত, অপর হস্ত শিথিলভাবে লম্বমান, তলাগ্রসংস্থিতা[1] চারী।

১. অভিনবগুপ্তের মতে, তলাগ্রসংস্থিতপাদ অর্থাৎ জনিতা চারী।

১৫৭। জনিতং করণং কৃত্বা হস্তৌ চাভিমুখাঙ্গুলী।
শনৈর্নিপাতিতৌ চৈব জ্ঞেয়ং তদবহিত্থকম্ ॥

অবহিত্থক—জনিত করণের পরে প্রসারিত অঙ্গুলিসহ হস্তদ্বয় উৎক্ষিপ্ত এবং পরে এদের ধীরে অধোগমন।

১৫৮। করৌ বক্ষঃস্থিতৌ কার্যাবুরো নির্ভুগ্নমেব চ।
মণ্ডলং স্থানকং চৈব নিবেশং করণং তু তৎ ॥

নিবেশ—নির্ভুগ্নবক্ষে হস্তদ্বয় স্থাপিত এবং নর্তক কর্তৃক মণ্ডলস্থান অবলম্বন।

১৫৯। তলসঞ্চরপাদাভ্যামুৎপ্লুত্য পতনং তু যৎ।
সন্নতং বলিতং গাত্রমেলকাক্রীড়িতং তু তৎ ॥

এলকাক্রীড়িত—তলসঞ্চর[1] পদ সহ লম্ফ, নত ও ঘূর্ণিত দেহে ভূমিতে আগমন।

১৬০। করমাবৃত্তকরণমূরুপৃষ্ঠেঽঞ্চিতং ন্যসেৎ।
জঙ্ঘাঞ্চিতা তথোদ্বৃত্তা তদূরূদ্বৃত্তমুচ্যতে ॥

ঊরূদ্বৃত্ত—এক হাত আবৃত্তাকার ও পরে কুঞ্চিত এবং ঊরুতে স্থাপিত, জংঘা অঞ্চিত ও উদ্বৃত্ত।

১৬১। করৌ প্রলম্বিতৌ কার্যৌ শিরশ্চ পরিবাহিতম্।
পাদৌ চ বলিতাবিদ্ধৌ মদস্খলিতকে দ্বিজাঃ ॥

মদস্খলিতক—হস্তদ্বয় লম্বমান, মস্তকে পরিবাহিতভঙ্গী, আবিদ্ধা চারীতে দক্ষিণ ও বাম পদ ঘূর্ণিত।

১৬২। পুরঃ প্রসারিতঃ পাদঃ কুঞ্চিতো গমনোন্মুখঃ।
করৌ চ রেচিতৌ যত্র বিষ্ণুক্রান্তং তদুচ্যতে ॥

বিষ্ণুক্রান্ত—চলার ভঙ্গীতে এক পদ সম্মুখে প্রসারিত ও কুঞ্চিত, হস্তদ্বয় রেচিত।

১৬৩। করমাবর্তিতং কৃত্বা ঊরুপৃষ্ঠে নিকুঞ্চয়েৎ।
ঊরুশ্চৈব তদা বিদ্ধঃ সম্ভ্রান্তং করণং তু তৎ ॥

সম্ভ্রান্ত—আবর্তিত গতিতে এক হস্ত আবিদ্ধ ঊরুতে স্থাপিত।

১. অর্থাৎ অগ্রতলসঞ্চর। ১০।৪৬ দ্রঃ।

১৬৪। অপবিদ্ধঃ করঃ সূচ্যা পাদশ্চৈব নিকুট্টিতঃ।
বক্ষস্থশ্চ করো বামো বিক্ষিপ্তে করণে ভবেৎ ॥

বিক্ষিপ্ত—এক হস্ত অপবিদ্ধ, সূচী চারী, পদ নিকুট্টিত এবং বাম হস্ত বক্ষোপরি স্থাপিত।

১৬৫। পাদাবুদ্‌ঘট্টিতৌ কার্যৌ তলসংঘট্টিতৌ করৌ।
নিতম্বপার্শ্বে কর্তব্যৌ বুধৈরুদ্‌ঘট্টিতে সদা ॥

উদ্‌ঘট্ট—পদদ্বয়ে উদ্‌ঘট্টিত ক্রিয়া এবং তলসংঘট্টিত ক্রিয়ায় হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে স্থাপনীয়।

১৬৬। প্রযুজ্যালাতকং পাদং হস্তৌ দ্বাবপি রেচিতৌ।
কুঞ্চিতাবঞ্চিতৌ চৈব বৃষভক্রীড়িতে স্মৃতৌ ॥

বৃষভক্রীড়িত—অলাত চারীর পরে হস্তদ্বয় হবে রেচিত এবং পরে এইগুলি হবে কুঞ্চিত ও অঞ্চিত।

১৬৭। রেচিতাবঞ্চিতৌ হস্তৌ লোলিতং বর্তিতং শিরঃ।
উভয়োঃ পার্শ্বয়োর্যত্র জ্ঞেয়ং লোলিতকং বুধৈঃ ॥

লোলিত—উভয়পার্শ্বে হস্তদ্বয় রেচিত ও অঞ্চিত, মস্তক লোলিত ও বর্তিত।

১৬৮। স্বলিতাসর্পিতৌ পাদৌ তথা হস্তৌ চ রেচিতৌ।
পরিবাহিতং শিরশ্চৈব কুর্যান্নাগাপসর্পিতে ॥

নাগাপসর্পিত—স্বস্তিকাবস্থা থেকে পদদ্বয়ের পশ্চাদপসারণ; মস্তক পরিবাহিত এবং হস্ত রেচিত।

১৬৯। নিষণ্ণাঙ্গস্তু চরণং প্রসার্য তলসঞ্চরম্।
উদ্বাহিতমুরঃ কৃত্বা শকটাস্যং প্রযোজয়েৎ ॥

শকটাস্য—বিশ্রান্তদেহে আরম্ভ, তলসঞ্চর[১] পদে অগ্রগতি এবং বক্ষকে উদ্বাহিত করা।

১৭০। উর্ধ্বাঙ্গুলিতলৌ পাদৌ ত্রিপতাকাবধোমুখৌ।
হস্তৌ শিরঃ সন্নতং চ গঙ্গাবতরণং চ তৎ ॥

গঙ্গাবতরণ—উর্ধ্বমুখ পদতল ও অঙ্গুলি সহ পদ, নিম্নমুখ অঙ্গুলিদ্বারা ত্রিপতাক হস্ত, মস্তক সন্নত।

১. ১৫৬ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রঃ।

অঙ্গহার

১৭১। অষ্টোত্তরশতং হ্যেতৎ করণানাং ময়োদিতম্।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি হ্যঙ্গহারবিকল্পনম্॥

একশত আটটি করণের কথা বলেছি। এখন বিভিন্ন অঙ্গহার বর্ণনা করব।

১৭২-১৭৪। প্রসার্যোৎক্ষিপ্য চ করৌ সমপাদং প্রযোজয়েৎ।
ব্যংসিতাপসৃতং সব্যমূর্ধ্বং হস্তং প্রসারয়েৎ॥
প্রত্যালীঢ়ং ততঃ কৃত্বা তথৈব চ নিকুট্টকম্।
উরূদ্বৃত্তং ততঃ কুর্যাৎ আক্ষিপ্তং স্বস্তিকং ততঃ॥
নিতম্বং করিহস্তশ্চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ।
স্থিরহস্তো ভবেদেষ হ্যঙ্গহারো হরপ্রিয়ঃ॥

স্থিরহস্ত—বাহুদ্বয়ের প্রসারণ ও উৎক্ষেপণ, সমপাদ স্থান, স্কন্ধের সমস্থল থেকে বামহস্ত ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত, পরে প্রত্যালীঢ় স্থান, তারপর পর্যায়ক্রমে নিকুট্টিত, উরূদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, স্বস্তিক, নিতম্ব, করিহস্ত, কটিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠেয়। এই অঙ্গহার শিবের প্রিয়।

১৭৫-১৭৭। তলপুষ্পাপবিদ্ধে চ বর্তিতং সংপ্রসারয়েৎ।
প্রত্যালীঢ়ং ততঃ কৃত্বা তথৈব চ নিকুট্টকম্॥
উরূদ্বৃত্তং তথাক্ষিপ্তমুরোমণ্ডলমেব চ।
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ॥
এষ পর্যস্তকো নাম হ্যঙ্গহারো হরোদ্ভবঃ।
অলপল্লবসূচীং চ কৃত্বা বিক্ষিপ্তমেব চ॥

পর্যস্তক—তলপুষ্পপুট, অপবিদ্ধ, বর্তিত করণ, তারপর প্রত্যালীঢ় স্থান, পরে নিকুট্টক, উরূদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠেয়।

১৭৮। আবর্তিতঃ ততঃ কুর্যাৎ চ নিকুট্টকম্।
উরূদ্বৃত্তং তথাক্ষিপ্তমুরোমণ্ডলকং তথা॥

সূচীবিদ্ধ—অলপল্লব ও সূচী ভঙ্গীর পরে পর্যায়ক্রমে বিক্ষিপ্ত, আবর্তিত, নিকুট্টক, উরূদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠেয়।

১৭৯-১৮১ (ক)। করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং সূচীবিদ্ধো ভবেদয়ম্।
অপবিদ্ধং তু করণং সূচীবিদ্ধং পুনর্ভবেৎ॥
উদ্বেষ্টিতেন হস্তেন ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ।
উরোমণ্ডলকৌ হস্তৌ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ॥
অপবিদ্ধাঙ্গহারস্তু বিজ্ঞেয়স্তৎপ্রয়োক্তৃভিঃ।

অপবিদ্ধ—অপবিদ্ধ ও সূচীবিদ্ধ করণ, তারপর হস্তদ্বয়ের দ্বারা উদ্বেষ্টিত, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত, হস্তদ্বয়ের দ্বারা উরোমণ্ডল ভঙ্গী পরে কটিচ্ছিন্ন করণ।

১৮১ (খ) ১৮৩ (ক)। করণং নূপুরং কৃত্বা বিক্ষিপ্তালাতকে পুনঃ॥
পুনরাক্ষিপ্তকং কুর্যাদুরোমণ্ডলকং তথা।
নিতম্বং করিহস্তশ্চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ॥
আক্ষিপ্তকস্তু বিজ্ঞেয়ো হ্যঙ্গহারঃ প্রয়োক্তৃভিঃ।

আক্ষিপ্তক—পরপর নূপুর, বিক্ষিপ্ত, অলাতক, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

১৮৩ (খ)-১৮৫ (ক)। উদ্বেষ্টিতাপবিদ্ধস্তু করঃ পাদো নিকুট্টিতঃ॥
পুনস্তেনৈব যোগেন বামপার্শ্বে ভবেদথ।
উরোমণ্ডলকৌ হস্তৌ নিতম্বং করিহস্তকঃ॥
কর্তব্যঃ স কটিচ্ছেদো নৃত্তে তূদ্‌ঘট্টিতে বুধৈঃ।

উদ্ঘট্টিত—উদ্বেষ্টিত ও অপবিদ্ধাকার হস্তদ্বয় উৎক্ষিপ্ত, পদদ্বয় নিকুট্টিত, পুনরায় তাদের উরোমণ্ডল ভঙ্গী এবং পরে পর্যায়ক্রমে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠেয়।

১৮৫ (খ)-১৮৮ (ক)। পর্যায়োদ্বেষ্টিতৌ হস্তৌ পাদৌ চৈব নিকুট্টিতৌ॥
কুঞ্চিতাবঞ্চিতৌ চ উরূদ্বৃত্তং তথৈব চ।
চতুরস্রং করং কৃত্বা পাদেন চ নিকুট্টকম্॥
ভুজঙ্গত্রাসকং চৈব করং চোদ্বেষ্টিতং পুনঃ।
পরিচ্ছিন্নং চ কর্তব্যং ত্রিকং ভ্রমরকেণ তু॥
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং বিষ্কম্ভঃ পরিকীর্তিতঃ।

বিষ্কম্ভ—পর্যায়ক্রমে হস্তদ্বয় উদ্বেষ্টিত, পদদ্বয় পরপর নিকুট্টিত ও কুঞ্চিত, তারপর

উদ্বৃত্তকরণ, হস্তদ্বয় চতুরস্র, পদদ্বয় নিকুট্টক, পরে ভুজঙ্গত্রাসিতকরণ, হস্তদ্বয় উদ্বেষ্টিত, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ চালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন ও ভ্রমরক করণ, তারপর করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ।

১৮৮ (খ)-১৯১ (ক)। দণ্ডপাদং করং চৈব বিক্ষিপ্যাক্ষিপ্য চৈব হি ॥
ব্যংসিতং বামহস্তং চ সহ পাদেন সর্পয়েৎ।
চতুরস্রং করং কৃত্বা পাদেন চ নিকুট্টকম্ ॥
ভুজঙ্গত্রাসিতং চৈব করং চোদ্বেষ্টিতং পুনঃ।
নিকুট্টকদ্বয়ং কার্যমাক্ষিপ্তং মণ্ডলোরসা ॥
করিহস্তঃ কটিচ্ছেদঃ কর্তব্যস্ত্বপরাজিতে।

অপরাজিত—দণ্ডপাদকরণ, হস্তদ্বয়ে বিক্ষিপ্ত ও আক্ষিপ্ত গতি, তারপর ব্যংসিত করণ, বামপদের সঙ্গে বামহস্তের গতি, পরে হস্তদ্বয়ে চতুরস্র এবং পদদ্বয়ে নিকুট্টক গতি, ভুজঙ্গত্রাসিতকরণ, হস্তদ্বয়ে উদ্বেষ্টিত গতি, এর পর দুইটি নিকুট্টক, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ।

১৯১ (খ)-১৯৩ (ক)। কুট্টিতং করণে কৃত্বা ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা ॥
রেচিতেন তু হস্তেন পতাকাহস্তমাদিশেৎ।
আক্ষিপ্তকং প্রযুঞ্জীত উরোমণ্ডলকং তথা ॥
লতাখ্যং সকটিচ্ছেদং বিষ্কম্ভাপসৃতে ভবেৎ।

কুট্টিত ও ভুজঙ্গত্রাসিত করণ, রেচিত হস্তে পতাকভঙ্গী, তারপর পর্যায়ক্রমে আক্ষিপ্তক, উরোমণ্ডল, লতা ও কটিচ্ছিন্নকরণ।

১৯৩ (খ)-১৯৬। ত্রিকং তু বলিতং কৃত্বা নূপুরং চরণং তথা ॥
ভুজঙ্গত্রাসিতং সব্যং চরণং চৈব রেচিতম্।
আক্ষিপ্তকং ততঃ কৃত্বা পরিচ্ছিন্নং তথৈব চ ॥
বাহ্যভ্রমরকং কুর্যাদুরোমণ্ডলমেব চ।
নিতম্বঃ করিহস্তং চ কটিচ্ছেদং তথৈব চ ॥
মত্তাক্রীড়ো ভবেদেষ অঙ্গহারো ভবপ্রিয়ঃ।
রেচিতং হস্তপাদং চ কৃত্বা বৃশ্চিকমেব চ ॥

মত্তাক্রীড়া—মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘুরিয়ে নূপুরকরণ, তারপর ভুজঙ্গত্রাসিতকরণ,

দক্ষিণপদে রেচিতকরণ, তারপর পর্যায়ক্রমে আক্ষিপ্তক, ছিন্ন, বাহুভ্রমরক, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত, কটিচ্ছেদ। এই অঙ্গহার শিবপ্রিয়।

১৯৭-১৯৮ (ক)। পুনস্তেনৈব যোগেন কৃত্বা বৃশ্চিকমেব তু।
নিকুট্টকং তথা চৈব সব্যাসব্যকৃতৈঃ ক্রমৈঃ ॥
লতাখ্যঃ সকটিচ্ছেদো ভবেৎ স্বস্তিকরেচিতে।

স্বস্তিকরেচিত—হস্তপদ রেচিত, তারপর বৃশ্চিককরণ, পুনরায় হস্তপদের গতির পুনরাবৃত্তি, পরে নিকুট্টকরণ এবং পর পর দক্ষিণ ও বামহস্তে লতা-ভঙ্গী, তারপর কটিচ্ছিন্নকরণ।

১৯৮ (খ)-২০১ (ক)। পার্শ্বে তু স্বস্তিকং বধ্বা কার্যং ত্বর্ধনিকুট্টকম্ ॥
দ্বিতীয়স্য তু পার্শ্বস্য বিধিঃ স্যাদেষ এব হি।
ততশ্চ করমাবৃত্য উরুপৃষ্ঠে নিপাতয়েৎ ॥
উরূদ্বৃত্তং ততঃ কুর্যাদাক্ষিপ্তং পুনরেব চ।
নিতম্বং করিহস্তশ্চ কটিচ্ছেদং তথৈব চ ॥
পার্শ্বস্বস্তিক ইত্যেষ হ্যঙ্গহারঃ প্রকীর্তিতঃ।

পার্শ্বস্বস্তিক—এক পার্শ্ব থেকে দিক্‌স্বস্তিক, পরে অর্ধনিকুট্টক, এইগুলির অপর পার্শ্বে পুনরাবৃত্তি, তারপর আবৃত্ত হস্ত উরুতে স্থাপিত, পরে পর্যায়ক্রমে উরূদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্নকরণ।

২০১ (খ)-২০৩ (ক)। বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা লতাখ্যং হস্তমেব চ ॥
তমেব চ করং ভূয়ো নাসাগ্রে সন্নিবেশয়েৎ।
তমেবোদ্বেষ্টিতং কৃত্বা নিতম্বমথ বর্তয়েৎ ॥
করিহস্তং কটিচ্ছেদং বৃশ্চিকাপসৃতে ভবেৎ।

বৃশ্চিকাপসৃত—বৃশ্চিককরণের পরে হস্ত লতাকার করে পুনরায় সেই হস্তকেই নাসিকাগ্রে স্থাপন করতে হবে। একই হস্তে উদ্বেষ্টিত করে পর্যায়ক্রমে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছন্ন করণ অনুষ্ঠেয়।

২০৩ (খ)-২০৫ (ক)। কৃত্বা নূপুরপাদং তু তথাক্ষিপ্তকমেব চ ॥
কটিচ্ছিন্নং তু কর্তব্যং সূচীপাদং তথৈব চ।
নিতম্বং করিহস্তং চ উরোমণ্ডলকং তথা ॥
কটিচ্ছেদং ততশ্চৈব ভ্রমরঃ স তু সংজ্ঞিতঃ।